আশালতা।

উপন্যাস।

"If among men there were who knew to prize
The heart of woman, who could recognise
What treasures of fidelity and love,
Are garner'd safely in woman's breast ;
If the remembrance of bright single hours,
Could vividly abide within your souls ;
If your so searching glance could pierce the veil
Which age and wasting sickness o'er us fling ;
If the possession which should satisfy
Waken'd no restless cravings in your hearts ;
Then were our happy days indeed arriv'd,
We then should celebrate our golden age."

Goethe.

সপ্তম সংস্করণ।

কলিকাতা,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩২১ সাল।

অপর "মাসিক" ফেলিয়া **ভারতবর্ষ** লইবেন কেন ?

...রণ—

ইহাতে বাঙ্গালার মত খ্যাতনামা চিন্তাশীল সাহিত্য-সেবীর চিন্তা ও ..বষণা-ফল লিপিবদ্ধ থাকে। ইহাতে সাহিত্য, ধর্ম্ম, সমাজতত্ত্ব ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, জীবনী, ভ্রমণ গল্প, নক্সা, উপন্যাস, কবিতা, ..হস্য, দর্শন, আলোচনা, সঙ্কলন প্রভৃতি থাকে। ইহার আগাগোড়া ..নরক্ষরের অক্ষর-স্বরূপ একবর্ণ ও বহুবর্ণ চিত্রাবলী-খচিত। সেগুলি ..দেখিলেই প্রচুর জ্ঞান জন্মে। ইহার প্রতিসংখ্যায় প্রবন্ধমালা-ব্যাখ্যার ৪০।৫০ খানি ছবি থাকে,—দেশবিদেশের বড়লোকের ছবি বিশেষত্ব।

ইহার প্রতিসংখ্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ দেশী ও বিদেশী শিল্পীগণের ৩।৪ খানি ..হুবর্ণের পৃষ্ঠাব্যাপী অপূর্ব্ব ছবি থাকে। ইহার প্রবন্ধগুলি যেমন সুলিখিত, ..মনই প্রয়োজনীয়—যেমন সুখপাঠ্য, তেমনই সারগর্ভ;—সকলেরই ..ক্ষাপ্রদ। ইহার প্রবন্ধমালা যেমন সহজবোধ্য, তেমনই উপভোগ্য ; আবালবৃদ্ধবনিতা রুদ্ধশ্বাসে পরম কৌতূহলে পাঠ করেন। ইহার মূল্য শুনিলেই বেশী মনে হয়; কিন্তু বিষয়, আকার, ছবি প্রভৃতি খতাইয়া তুলনা করিলে, সকল মাসিক অপেক্ষা ইহা যে নিতান্তই অল্পমূল্য, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

ইহার আকার ডবলক্রাউন ৮ পেজী ২০।২৫ ফর্ম্মা অর্থাৎ প্রতি সংখ্যায় ন্যূন ১৬০ হইতে ২০০ পৃষ্ঠা থাকে। ইহা নির্দ্দিষ্টরূপে প্রতিমাসের প্রথম দিনেই প্রকাশিত হয়। ইহার প্রকাশব্যয় প্রতি সংখ্যায় ন্যূনাধিক দুই সহস্র মুদ্রা। ইহার প্রতি সংখ্যায় আপনার ৷৷০ আনা মাত্র পড়িবে, ভিঃ পিঃ তে ৷৷৵০ আনা। যে কোনও এক সংখ্যা নমুনাস্বরূপ লইয়া মিলাইয়া দেখুন. উপরি উল্লিখিত প্রত্যেক কথা বর্ণে বর্ণে সত্য কি না।

বাঙ্গালা সাহিত্যের কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক।

উমা।—শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। গার্হস্থ্য উপন্যাস—সংসারের স্বাভাবিক ও সাধারণ ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। উমা চরিত্রের মাধুর্য্যে, হৃদয় বিমুগ্ধ হয়, প্রাণ পুলকিত হয়। প্রিয়জনকে উপহার দিবার আদর্শে উপাদেয় সামগ্রী। মূল্য উৎকৃষ্ট বাঁধা, ১৵০ আনা, ডাঃ মাঃ ৵০।

রঙ্গমহাল।—শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়। বঙ্গ-সাহিত্যে ইহা প্রথম সচিত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস। মোগলবাদসাহদের সোণার রঙ্গ্‌মহালের প্রেমস্মৃতি-বিজড়িত ঘটনা-বৈচিত্র্য কাহিনী। প্রীতি-উপহার দিবার এরূপ পুস্তক আর নাই। এই পুস্তক উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত। সুন্দর ছাপা ও বিলাতী বাঁধাই। মূল্য ১৷০ টাকা; মাশুল ৵০।

ভ্রমর।—আশালতা-প্রণেতা-প্রণীত চমকপ্রদ সচিত্র উপন্যাস। ইহাতে ঐতিহাসিক ঘটনা একটীও নাই, আছে মাত্র কল্পনাসম্ভূত বিচিত্র চরিত্র-সমাবেশ। ইহার অন্যতম নায়ক-নায়িকা কাব্য-কাননের দুইটী শ্রেষ্ঠ চিত্র। বঙ্গ-সাহিত্যের সুনামলব্ধ গ্রন্থকার তাহাতে চিত্তা-কর্ষক রঙ্‌ ফলাইয়া এমন সাজাইয়াছেন যে, স্থানে স্থানে মূল আদর্শ অপেক্ষাও ফুটিয়াছে ভাল। আর "ভীলদের ভোম্‌রা"—তাঁহার উদ্দাম-কল্পনার এক অপরূপ সৃষ্টি পাপের কুহকময়ী শক্তিদ্বারা ধর্ম্মপ্রাণ মানবেরও কিরূপে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ও অধঃপতন হয়, এই পুস্তক তাহাই প্রতি-পাদিত হইয়াছে। অতি সুন্দর বাঁধাই, মূল্য ১৷০ পাঁচ সিকা; মাশুল ।৵০

ময়না কোথায়!—শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। সংসারে বর্ত্তমান সুখস্বচ্ছন্দতার মোহে বিভিন্ন প্রকৃতির মানব দম্ভভরে কিরূপে আপন ক্ষমতা প্রকাশের চেষ্টা পায় এবং পিশাচিনী-সদৃশী গৃহিণীর

ঘৃণিত ব্যবহারে কোন কোন কুলবধূকে কিরূপ মর্ম্মযাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহা যদি জানিতে চাহেন—এই সংসার-মরু-মাঝারে সারাৎসার অর্থের কুহকে মানুষ কিরূপ ভ্রমান্ধ, তাহা যদি হৃদয়ঙ্গম করিবার বাসনা থাকে,—তবে "ময়না কোথায় !" পাঠ করুন। মূল্য ১৲ টাকা, মাঃ ৵০।

মেজবউ।—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, এম্, এ। স্ত্রীপাঠ্য অপূর্ব্ব উপন্যাস এই উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনা, মধুরতাপূর্ণ;—ভাষা মার্জ্জিত ও প্রাঞ্জল। ছত্রে ছত্রে মধুরতা, পদে পদে রমণীয়তা, ও ভাষার কমনীয়তা বর্ত্তমান, দৃষ্টান্ত এই কাহিনীর পার্থিব কঠিন সংসারের যোগ্য নহে, কমনীয় স্বর্গেরই যোগ্য। গ্রন্থে এমন অনেক স্থান আছে যেখানে প্রাণ ভরিয়া উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতে হইবে। এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে কঠিন সংসারও সোণার সংসারে পরিণত হইয়া পবিত্র শোভায় সুশোভিত হইবে। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। ত্রয়োদশ সংস্করণ, মূল্য সুন্দর বাঁধান ১৲ টাকা ডাকব্যয় ৵০।

মোহিনী বিদ্যা।—নিউইয়র্কই নৃষ্টিটিউট্ অব্ সায়ান্সের পরীক্ষোত্তীর্ণ উপাধি-প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ। আজ-কাল—ইউরোপ ও আমেরিকায় হিপ্নটিজম্ বা সম্মোহন বিদ্যার বড়ই আদর। ইহাই তত্রত্য প্রশস্ত-ধী পণ্ডিতগণের প্রধান আলোচ্য ও পরীক্ষণীয় বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের বিদ্যা আমরা ছাড়িয়া দিতেছি—যে ঝাড়, ফুঁক, জলপড়া, তেলপড়ায় এক্ষণে আমাদের আদৌ বিশ্বাস নাই, আমেরিকার বড় বড় পণ্ডিতগণ সেই আমাদেরই বিদ্যা ঝাড়, ফুঁকের ভিতর দিয়া কিরূপ চুম্বক-শক্তির কার্য্য করেন, তাহা দেখাইয়া দিতেছেন। যাহা হউক, ইউরোপ আমেরিকা ঘুরিয়া, নূতন চেহারা লইয়া, যখন আমাদের ঘরের ধন ঘরে ফিরিয়াছে, তখন মহাশয় ইহার সহিত একবার আলাপ করুন। মূল্য উত্তম বাঁধাই ॥৵০, মাঃ ৵০ আনা।

সীতাদেবী।—শ্রীযুক্ত জলধর সেন। নানা বর্ণে রঞ্জিত সুন্দর ও বড় বড় বহুচিত্র শোভিত। ভাল পুস্তক বাজারে আছে, এবং আরও হইবে; কিন্তু এতগুলি সুন্দরের সমাবেশ কি কেহ কখন প্রত্যাশা করিয়াছে! সতীকুল-শিরোমণি জন্মদুঃখিনী সীতার জীবন কথা—একেই সুন্দর ও করুণরসপূর্ণ তার পর যিনি লেখক—করুণরসের অবতারণায় তাঁহার সমকক্ষ লেখক বাঙ্গালা সাহিত্যে আর কেহ নাই,—ইহা বঙ্গের সুধীসমাজ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। কি লেখার সৌন্দর্য্যে, কি ছাপার পারিপাট্যে, কি চিত্রশোভায়, কি বহিরাবরণে—"সীতাদেবী" বর্ত্তমান বাঙ্গালাসাহিত্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র, ডাকব্যয় ৵০।

রূপের মূল্য।—শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায়। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় হরিসাধনবাবু সিদ্ধহস্ত। তাঁহার রঙ্গমহল, শীশ্‌মহল, নূরমহল, সংস্করণের পর সংস্করণ হইতেছে। রূপের মূল্য উপন্যাস-জগতে বিচিত্র উপহার। ঘরের মা-লক্ষ্মীদের পবিত্র হস্তে দিবার উপযুক্ত।—পরিণয়ব্যাপারে নবদম্পতীর প্রমোদময় উপহার। বার খানি হাফ্‌টোন্‌ ছবি দেখিলে প্রাণ ভুলিবে। চমকপ্রদ ঘটনাজড়িত বিচিত্র কাহিনী পড়িলে সুখে দিন কাটিবে। সুন্দর আইভরি ফিনিস্‌ কাগজে ছাপা. সোণার জলে রঞ্জিত রেশমী কভার। লাইব্রেরী সাজাইবার উপযুক্ত জিনিষ। মূল্য ১॥০, ডাকব্যয় ৵০।

কর্ণেল—সুরেশ বিশ্বাস।—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় সংস্করণ। বীর, কবি বা সাধু মহাশয়গণ সমাদৃত। তাঁহারা চলিয়া যান, সংসার তাঁহাদের কীর্ত্তিকাহিনী বুকে করিয়া রাখে। বুকে করিয়া ধন্য হয়; কেননা, মাটীর পৃথিবীতে অমর সন্তানের জন্ম, মহা গৌরবের কথা। একজন কপর্দ্দকশূন্য নিতান্ত নিঃসম্বল বঙ্গবাসী, যাঁহার

পরিধানে দ্বিতীয় বস্ত্রমাত্র ছিল না—বিদেশে অপরিচিতমণ্ডলীর মধ্যে আপন অসাধারণ ক্ষমতাগুণে কিরূপে সৈনিক-জীবনে গণ্যমান্য হইয়াছেন, যাঁহার অপূর্ব্ব বীরত্বে ব্রেজিলবাসী মুগ্ধ—শৌর্য্যবীর্য্যে যিনি জগতের বীরেন্দ্র সমাজের বরণীয়;—যাঁহার কার্য্যে মেকলেপ্রমুখ বাঙ্গালীবিদ্বেষীর, বাঙ্গালীর ভীরুতাপবাদ অমূলক অতীত কাহিনার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। টাইম্‌সের ন্যায় রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মুখপত্রও যাঁহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—যে দেশে একই সময়ে স্থরেশচন্দ্র বিশ্বাস, জগদীশ বসু ও প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মিতে পারে, সে জাতিকে অবজ্ঞা করা যাইতে পারে না। সেই বঙ্গ-গৌরব সুরেশচন্দ্রের বিস্তৃত জীবনী বঙ্গবাসীমাত্রেরই সমাদরের সামগ্রী হইবে, সন্দেহ নাই। মূল্য ১৲ ডাকমাশুল ৵০ আনা।

কুললক্ষ্মী।—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। কি করিয়া আমাদের বালিকারা লক্ষ্মীস্বরূপা এবং স্বামীগৃহে প্রবেশ করিয়াই সকলের মনোরঞ্জন করিয়া কুল-লক্ষ্মী বলিয়া পরিচিতা হইতে পারেন, তাহা এই গ্রন্থে অতি সরল ভাষায় প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি পড়িয়া যে রমণী ইহার উপদেশ পালন করিবেন, তাঁহাকে আর শ্বশুর-গৃহে গমন করিয়া কাহারও অনাদর সহ্য করিতে হইবে না। সুন্দর বাঁধাই মূল্য ১৲ টাকা, ডাকব্যয় ৵০ আনা।

বিন্দুর ছেলে।—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। যাঁহার গল্পগুলি মাসিক সাহিত্যে প্রকাশিত হওয়ায় সাহিত্যিক মহলে একটা হুলস্থুল পড়িয়াছে—যে নবীন লেখকের পাকা কলম এত শক্তি-মান্—সেই শরৎবাবুর বাছা গল্পত্রয়—"রামের সুমতি" "বিন্দুর ছেলে" ও "পথ নির্দ্দেশ" নামে পুস্তক আকারে প্রকাশিত হইল। সাহিত্যামোদিগণের বহুদিনের পোষিত পিপাসা এইবার মিটিবে, সন্দেহ নাই। গল্প কয়েকটী বাঙ্গালীর নিখুঁত গার্হস্থ্য-চিত্র। অথচ, মা, ভগ্নী, পিতা, পুত্র

সকলেই এক সঙ্গে পাঠ করিতে কেহ কদাচ দ্বিধা বোধ করিবেন না। এরূপ ছবি বাঙ্গালায় দুর্ল্ভ। আমরা সকলকে একবার পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। মোটা এন্টিক কাগজে ছাপা, অভিনব বিলাতী বাঁধাই, মূল্য ১৷৷০ মাত্র। ডাকব্যয় ৶০ আনা।

বিরাজ বৌ।—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মনোমুগ্ধকারী, মর্ম্মস্পর্শী, অপূর্ব্ব গার্হস্থ্য চিত্র—এ শ্রেণীর উপন্যাস, কৃষ্ণকান্তের উইলের পর বোধ হয় আর প্রকাশিত হয় নাই। বিরাজের সহিত মনবেদনায় যিনি অশ্রুবিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারিবেন, ছোট বৌ'র অসাধারণ মহত্ত্বে যাঁহার হৃদয়-তন্ত্রী কাঁপিয়া না উঠিবে, তিনি হয় পাষাণহৃদয়, না হয় সংসার-বিরাগী যোগী। এই পুস্তকখানি সকল গৃহস্থেরই একবার পাঁঠ করা উচিত। উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ছাপা—চমৎকার বিলাতী বাঁধাই, মূল্য ১।০ টাকা মাত্র। ডাকব্যয় ৶০।

চীনের ড্রাগন।—শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র কুমার রায়। এই ড্রাগনের চক্ষু দুইটি পদ্মরাগমণি বিভূষিত, এবং তাহার দেহের শল্ক-গুলি সুবৃহৎ শুভ্র সমুজ্জল হীরকসমূহে বিখচিত প্রাণপতিষ্ঠাতা রাজর্ষি কনফ্যুসির আদেশে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; ইহার নির্ম্মাণে কোটী কোটী মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল; ইহা কনফ্যুসির আশীর্ব্বাদপূত। প্রবাদ, এই ড্রাগন যতদিন মাঞ্চুরাজবংশের আয়ত্তে থাকিবে, ততদিন চীনসম্রাজ্যে সেই বংশের আধিপত্য অক্ষুন্ন থাকিবে। সুতরাং বিপ্লববাদিগণ এই ড্রাগন চুরি করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না।—সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিক লি-হঙ্গ-চঙ্ যুরোপ-ভ্রমণে গিয়া বহু অর্থব্যয়ে এই ড্রাগন উদ্ধার করেন। বিপ্লব-বাদীরা আবার তাহা চুরি করে ও গোপনে মার্কিনদেশে প্রেরণ করে; রাজতন্ত্রাবলম্বী মার্কিন-প্রবাসী চীনাম্যানেরা তাহা উদ্ধার করিয়া স্বদেশে পাঠাইবার চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময় ডাক্তার রাইমার নামক একজন

আশালতা।

—*—

এ সংসারে আশায় ঘুরিতেছে না কে? আমাদের সরযূ, সুষমা, সুজলা; আমাদের প্রমোদকিশোর, সুশীলসুন্দর, সুমন্তদেব ও সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর, সকলেই আশায় ঘুরিয়াছিলেন। পাঠকও এই উপন্যাস পড়িতে পড়িতে নিশ্চয়ই কত আশা করিবেন। আর গ্রন্থকার?—তাঁহার তো আশার সীমা নাই। এখন এই "আশালতা"য়, কোন্ কোন্ ফুল ফুটিল, আর কোনটিই বা ফুটিল না, কাহার আশা পূর্ণ হইল, কাহার বা হইল না, তাহার বিচার পাঠক করিবেন।

———

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

আশালতা অতি অল্প দিনের মধ্যেই বঙ্গীয় পাঠকের আদরের জিনিস হইয়াছে। দ্বিতীয় মুদ্রণই তাহার প্রমাণ। গ্রন্থকার আশালতার গ্রন্থস্বত্ব (Copy Right) আমাকে দান করিয়াছেন। আমি গ্রন্থস্বত্ব রেজিষ্টরী করিলাম। কেহ ইহা হইতে কোন বিষয় উদ্ধৃত করিলে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবেন।

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,
প্রকাশক।

ইংরাজ-বোম্বেটে তাহা কি অদ্ভুত কৌশলে চুরি করিয়া ইংলণ্ডে পাঠায়, এবং ইংলণ্ডে একদিনে চুরির উপর বাটপাড়ি হয়, তাহার অতি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা-বৈচিত্র্যময় ব্যাপার এই উপন্যাসে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সুদৃশ্য শিল্কের কাপড়ের উপর আবরণ। স্বর্ণাক্ষরে ভূষিত—প্রকাণ্ড উপন্যাস। মূল্য ১॥০, ডাকব্যয় ৶০।

টমকাকার কুটীর।—৺চণ্ডীচরণ সেন। দাসত্বপ্রথাসম্বন্ধীয় সচিত্র উপন্যাস। মিসেস্ ষ্টো-প্রণীত "আঙ্কল্ টম্‌স্ ক্যাবিন্" নামক গ্রন্থ অবলম্বনে এই উপন্যাস লিখিত। দশখানি চিত্র সম্বলিত। পূর্ব্বকালে য়ুরোপীয় বণিকগণ, আফ্রিকার উপকূল হইতে কাফ্রিদিগকে ছলে বলে কৌশলে আপনাদিগের বশীভূত করিয়া, আজীবন দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিবার অভিপ্রায়ে সু-দূরস্থিত আমেরিকায় লইয়া যাইতে এবং তাহাদিগকে গো-মেষাদি সামান্য পশুর ন্যায় বিভিন্ন প্রদেশে বিক্রয় করিত। "টম্‌কাকার কুটীর" উপন্যাসে বর্ণিত কাহিনী পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এই পুস্তকের উপযোগিতার কথা, এক মুখে ব্যক্ত করা অসম্ভব। অতীব চিত্ত-চমৎকারিণী ও প্রাঞ্জল ভাষায়—হৃদয়-গ্রাহিণী মর্ম্মভেদী বর্ণনায়—প্রতিবাদ্য বিষয়টী উজ্জ্বলভাবে লিখিত আছে। এই গ্রন্থের প্রচার নিমিত্ত প্রণেতাকে শত শত ধন্যবাদ ও সাধুবাদ। মূল্য ২৲ স্থলে ১৲। ডাকব্যয় ।০ আনা।

উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম।—শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় বি, এল্। বাঙ্গালার সেই অদ্বিতীয় গদ্যকাব্য, এ পুস্তকখানি বঙ্গ-সাহিত্য- ভাণ্ডারের অপরূপ রত্ন। কি পদলালিত্য, কি অপরূপ শব্দ-সন্নিবেশ, কি মাধুর্য্য, কি বর্ণনা, সমস্তই মানবের মনোমুগ্ধকর। উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের পত্রে-পত্রে—ছত্রে ছত্রে সকরুণ কবিত্বভাবের সমাবেশ, অনন্য-সুলভ প্রতিভার আবেগময় বিকাশ বিরহ-সন্তপ্ত-হৃদয়ের হৃদয়ভেদী উচ্ছ্বাস। গ্রন্থের সর্ব্ব-

স্থানে যেন মণিমুক্তাহীরকাদি ঝলসিতেছে। কি সুন্দর সুমিষ্ট ভাষা, যেন একস্বরে সহস্র বীণা ঝঙ্কারিত হইতেছে। এই একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াই চন্দ্রশেখরের নাম সাহিত্য-ক্ষেত্রে অক্ষয়-অমরত্ব লাভ করিয়াছে। ছাপা, কাগজ উৎকৃষ্ট—মূল্য ৸৹ আনা। ডাকব্যয় ৵৹।

বুকের বোঝা।—["ভারতবর্ষ" সম্পাদক শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় M. R. S. A. (Lond)। ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহা পত্রোপন্যাস, অথচ ইহাকে গদ্যকাব্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে প্রেম, বিরহ, মিলন, প্রলাপ, আশা, সান্ত্বনা সকলই আছে —আর আছে "হৃদয়ের ঐক্যতানে প্রচ্ছন্নাবস্থিত কি জানি কাহার মর্ম্মস্পর্শী করুণ গাঁথা ! ! !" ইহা সংসারপথে প্রবেশকারী পথ-প্রদর্শক, বিবাহের যৌতুক, জন্মতিথির উপহার, প্রিয়জনের প্রেম-নিদর্শন, স্নেহ-ভাজনের প্রীতিচিহ্ন। উৎকৃষ্ট রেশমী মলাটে বাঁধা মূল্য ১।৹ পাঁচ সিকা।

বারাণসী।—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম। কাশীযাত্রীর ও পশ্চিম-ভ্রমণকারীর নিত্যসঙ্গী—অভিনব গ্রন্থ! তীর্থের হিমাচল—সৌন্দর্য্যের কোহিনুর—মহিমার চন্দ্র-সূর্য্য !! নানা সুশোভন রঙ্গিণ চিত্রপূর্ণ গ্রন্থ এই পুস্তকে কলিকাতা হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য স্থানের বিবরণ বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বারাণসীর যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়, দ্রষ্টব্য স্থান ও শিল্প বাণিজ্যের বিবরণ এবং মহাত্মগণের জীবনী বিস্তারিতভাবে লিখিত হইয়াছে। সারনাথের অপূর্ব্ব স্তূপ ও সৌধশিল্পের বিচিত্র কাহিনীতে গ্রন্থকলেবর পুষ্ট। মূল্য ৷৷৵৹ আনা, ডাকব্যয় ৵৹।

আশালতা উপন্যাস।—ভ্রমর-প্রণেতা প্রণীত। এ সংসারে আশায় ঘুরিতেছে না কে? আমাদের সরযূ, সুষমা, সুজলা; আমাদের প্রমোদকিশোর, সুশীলসুন্দর, সুমন্তদেব ও সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর, সকলেই আশায় ঘুরিয়াছিলেন, পাঠকও এই উপন্যাস পড়িতে পড়িতে

নিশ্চয়ই কত আশা করিবেন। আর গ্রন্থকার?—তাঁহার তো আশার সীমা নাই। এখন এই "আশালতা"য়, কোন্ কোন্ ফুল ফুটিল, আর কোন্টীই বা ফুটিল না, কাহার আশা পূর্ণ হইল, কাহার বা হইল না, তাহার বিচার পাঠক করিবেন। মূল্য ১৷৹ টাকা। ডাকব্যয় ৵৹ আনা।

সাবিত্রী-সত্যবান।—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়। চতুর্থ সংস্করণ—সাবিত্রী-সত্যবান স্ত্রীশিক্ষাসমাজে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। এমন চিত্রমণ্ডিত, নয়নরঞ্জন চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক এ পর্য্যন্ত আর বাহির হয় নাই। ইহার—পাতায় পাতায় সৌন্দর্য্য, পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় মাধুর্য্য, ছত্রে ছত্রে শিক্ষা, দীক্ষা। একাধারে উপদেশ ও উপভোগ। এই সংস্করণে আরও সুন্দর সুন্দর হাফটোন চিত্র সংযোজিত করিয়া গ্রন্থের কলেবর আরও সুশ্রী ও মনোহর করা হইয়াছে। আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি যে, হিন্দুনারী ইহাকে দেবতার নির্ম্মাল্যবোধে মাথায় করিয়া রাখিবেন। ঘরে ঘরে ইহাদ্বারা সতী-সাবিত্রী সৃষ্টি হইবে। মূল্য ১৷৹ টাকা, মাশুল ।৹ আনা।

শৈব্যা।—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়। চিত্তবিনোদন অপূর্ব্ব পৌরাণিক কাহিনী সংবলিত উপহার গ্রন্থ (তৃতীয় সংস্করণ)—যাহা দেখেন নাই, শোনেন নাই, ভাবেন নাই—একাধারে পৌরাণিক কাহিনী ও উপন্যাস। ঘরে ঘরে আনন্দধ্বনি! ঘরে ঘরে সতী-সাবিত্রী! সাবিত্রী সত্যবানেরই মত অপূর্ব্ব। শোভাসম্পদে অতুল! শৈব্যার অপূর্ব্ব পাতিব্রতা দেখিয়া কাঁদিতে হইবে। এই নূতন সংস্করণে আরও নূতন নূতন হাফ্‌টোন চিত্রদ্বারা এবং সুন্দর কাগজে ও সাজসজ্জা দ্বারা গ্রন্থ-কলেবর মণ্ডিত করা হইয়াছে। এই পুস্তক লইয়া যাইয়া গৃহের শোভা বর্দ্ধিত করুন। ভ্রাতা-ভগ্নী, পুত্র-কন্যা, প্রিয়তমা পত্নী, আত্মীয়-স্বজন—সকলকে আনন্দে উৎফুল্ল করুন। মূল্য ১৷৹ টাকা, মাশুল ।৹ আনা।

পুণ্যের জয়।—শ্রীযুক্ত সুধাকৃষ্ণ বাগ্‌চি। অভিনব রহস্যময় সচিত্র ডিটেক্‌টিভ্‌ উপন্যাস। লোমহর্ষণ ভীষণ ঘটনার সহিত সরল মধুর উপদেশের আশ্চর্য্য সমাবেশ। নূতন পুস্তক, কাপড়ে সুদৃশ্য বাঁধাই, সোনার জলে নাম লেখা, বহু সুন্দর সুন্দর হাফ্‌টোন চিত্র-শোভিত। ছাপা, কাগজ, ছবি—সকলই মনোমদ। বেঙ্গলী, ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্‌ ডেলিনিউজ্‌, সময়, নব্যভারত, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, গুরুদাস বাবু প্রভৃতি কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। মূল্য ১৲ টাকা, ডাকব্যয় ৵০ আনা।

বিনিময়।—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য। নূতন ধরণের শ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস—দার্শনিকেরা বলেন, জগতের একবিন্দু কর্ম্ম নিষ্ফলে যায় না—তাহার বিনিময় আছে, বৈষম্য আছে; নাই বাধা—নাই বৈফল্য। বঙ্গ সংসারের খুঁটি নাটি কাজেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নাই—তাই অভিজ্ঞ গ্রন্থকার তাঁহার সেই আকর্ষণী শক্তিশালিনী আবেগময়ী ভাষায় নিপুণতার সহিত বিনিময়ে বঙ্গ-সংসারের এক নিখুঁত ফটো তুলিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র-মোহন ভট্টাচার্য্য।—সকলে পড়ুন বুঝুন, শিখুন—আর—ইহার পুণ্য প্রভাবে বঙ্গদেশে নব-শান্তির রেণু-কণা বর্ষিত হইতে থাকুক। মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা। ডাকব্যয় ৵০ আনা।

বাণী ও কল্যাণী।—৺রজনীকান্ত সেন। রজনীকান্তের সাহিত্য-সাধনার প্রথম ফল—'বাণী' ও 'কল্যাণী'; এই 'বাণী' ও কল্যাণী' হইতেই তাঁহার পরিচয়, আর ইহা দ্বারাই তাঁহার যশের প্রতিষ্ঠা। 'বাণী ও কল্যাণী'র সঙ্গীতগুলি ত্রিস্রোতার ন্যায় ভক্তি, প্রেম ও হাস্যরসের ত্রিধারায় বিভক্ত। কবির ভক্তি ও প্রেম কোথাও ভগবানের, কোথাও বা জননী-জন্মভূমির লক্ষ্যে অভিব্যক্ত; আবার কোথাও তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ণবিকাশ জন্মভূমির দারুণ ব্যাথায় যে মুখে

বলিয়াছেন 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই' সেই মুখেই ভগবদ্ভক্তির যুক্তির গদগদ ধ্বনি বাহির হইয়াছে। মূল্য বাণী ॥০ কল্যাণী ॥৵০ আনা। ডাকব্যয় ৴০ আনা।

মিলন মন্দির।—সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য। বাঙ্গালীর সংসারের নিখুঁত চিত্র। রচনা-চাতুর্য্যে, ভাষার লালিত্যে, ঘটনা বিন্যাসে এমন সুন্দর উপন্যাস বাঙ্গালা ভাষার আর নাই। এই পুস্তক একখানি আপনার স্ত্রী, পুত্র, কন্যার হস্তে দিলে সংসার সোণার হইবে। অশান্তিপূর্ণ সংসারেও "শান্তির" উৎস ছুটিবে। ইহাতে—প্রেম, মিলন, পুণ্য সকলই আছে। বহু মনো-মুগ্ধকর চিত্র ও সঙ্গীত আছে। কাপড়ে সুদৃশ্য বাঁধাই ও সোণার জলে নাম লেখা। চিত্র, ছবি, ছাপাই—সকলই মনোমদ। মূল্য ১॥০ টাকা। ডাকব্যয় ৴০ আনা।

ছিন্নমস্তা।—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য। প্রকৃতির অংশ-ভূতা নারীজাতি কি প্রকারে প্রণয়ীর জন্য—প্রণয়ের জন্য আপন কণ্ঠ আপনি ছিন্ন করিতে পারেন,—তাহা এই গ্রন্থে আছে। রমণীর ত্যাগের বিমল চিত্র। প্রেম-পাগলিনী কিরূপে স্বার্থ বলি দিয়া আপনার কণ্ঠ ছিন্ন করিয়া প্রেমাস্পদের মঙ্গল সাধন করিতে পারে, তাহারাই নিখুঁত চিত্র। বিমলা, সুখভ্রষ্টা হরিণী, স্বাধীনা বনবিহঙ্গিনী, আত্মদানের পূর্ণ প্রতিমা। ছাপা ও বাঁধাই মনোজ্ঞ; মূল্য ৮০, মাশুলাদি ৴০ আনা।

পথের আলো।—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য। উপন্যাস-রসের মধু-ধারা, পূর্ণচন্দ্রের ক্ষরিত জ্যোৎস্না. কামিনী-কণ্ঠের কমনীয় সঙ্গীত, ধর্ম্মজগতের ধ্রুবতারা. প্রেমপীরিতি, সংসার-সুনীতি, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, জীবন-যৌবন—সকল অবস্থায় স্ত্রী-পুরুষ সকলের "পথেরআলো" এ আলো এপারের না ওপারের? পড়িয়া দেখ। সেই, যাহা ভুলিয়া আছি;

—এই উপন্যাসের ঘটনার পর ঘটনার রক্তধারা দিগন্তে ছাইয়া পড়িয়াছে। তৃতীয় সংস্করণ মূল্য ১৷৷০ টাকা, মাশুল ৵০।

মিশর-মণি "ক্লিওপেট্রা"।—শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাসমারোহে মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত মশর-রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রার বাস্তবজীবন এত ঘটনাবৈচিত্রপূর্ণ যে, তাহা কল্পনাকেও পরাস্ত করে। যাঁহার ছলনায় সুবিজ্ঞ জুলিয়াম সীজার পরাভূত, অর্দ্ধ পৃথিবীর ভাগ্য-বিধাতা রোমের ত্রয়াধীপ-শ্রেষ্ঠ মার্ক-এণ্টনী পদানত, সেই কুহক-রাণীর জীবন-নাটক কিরূপ কৌতূহলোদ্দীপক তাহা বোধ হয় কাহাকেও বিশদ করিয়া বুঝাইতে হইবে না। এই নাটকখানি ২০০০ বৎসর পূর্ব্বের আদিম সভ্যযুগের ইতিহাসের এক অধ্যায়। সেক্সপীয়ারের সৌন্দর্য্যসম্ভার, হ্যাগার্ডের সজীব-বর্ণনা ও ড্রাইডেনের কবিত্ব একসঙ্গে মিশাইয়া, প্রথম-বাবু এই অদ্ভুত নাটক রচনা করিয়াছেন। স্বর্গগত মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল, আগাগোড়া নাটকখানি দেখিয়া দিয়াছিলেন ও স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া কয়েকটী সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। অবৈতনিক সম্প্রদায়ের অভিনয়ের সুবিধার জন্য প্রধান চরিত্রগুলির চিত্র সমাবেশ করা হইয়াছে। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

পদ্মিনী।—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত আর একখানি নূতন যুগান্তকারী স্ত্রী-পাঠ্য গ্রন্থ ছাপা, ছবি ও বিষয়-গৌরবে এ যুগের একটা বিস্ময়! সংবাদপত্রাদিতে মুক্ত-কণ্ঠে প্রশংসিত!! পৌরাণিক যুগে সাবিত্রী যে স্থান অধিকার করিয়া আছেন, ঐতিহাসিক যুগে পদ্মিনীর সেই স্থান। যিনি সতীত্ব, ধর্ম্ম, ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্য অকাতরে ভীষণ জহরানলে দেহ-বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং অপরাপর পুরবাসিনীদিগকেও সেই পথে টানিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহার আদর্শ আর কোথাও আছে, আমরা জানি না। এই ঐতিহাসিক যুগের সাবিত্রীর কাহিনীখানির অভাব এতকাল বঙ্গভাষার মন্দিরটীকে নিতান্ত দীন করিয়া রাখিয়াছিল। এই অপূর্ব্ব কাহিনীখানি প্রত্যেক বঙ্গবধূকে উপহার দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। একাধারে শিক্ষা, দীক্ষা ও উপন্যাসের মাধুর্য্য—এই নূতন। মূল্য ১৷৷০ টাকা। ডাকব্যয় ।০ আনা।

আশালতা।

প্রথমখণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ছুই সন্ন্যাসিনী।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দুইটী রমণী বঙ্গদেশের পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত মনোহর চন্দ্রনাথ পর্ব্বতে উঠিতেছিলেন। পর্ব্বত-শিখরে সুন্দর মন্দিরে দেবাদিদেব মহাদেব চন্দ্রনাথ বিরাজিত। চন্দ্রনাথ হিন্দুর এক প্রধান তীর্থ; বহু দেশ-দেশান্তর হইতে,—পশ্চিমে সিন্ধুদেশ, দক্ষিণে সেতুবন্ধ, উত্তরে হিমালয় হইতে, হিন্দুগণ নানা কষ্ট সহ্য করিয়া এই তীর্থে শিবার্চ্চনায় আসিয়া থাকেন। পাহাড়ের দক্ষিণে অনন্ত-নীল-বঙ্গোপসাগর তরঙ্গে তরঙ্গে পর্ব্বত-অঙ্গে গড়াইয়া পড়িতেছে; পূর্ব্বে ত্রিপুরা, মণিপুর ও নাগা পর্ব্বতশ্রেণী স্তরে স্তরে উঠিয়া গিয়াছে; পশ্চিমে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্রোতীগণ উজ্জ্বল ও শ্বেত বালুকাভূমির উপর দিয়া তর তর করিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। কৃষ্ণ-পাহাড়-অঙ্গে শ্যাম-বৃক্ষশ্রেণী ফুল-ফলে সুশোভিত হইয়া শোভা বিস্তার করিতেছে, সেই সুন্দর বৃক্ষশ্রেণীর মস্তক স্বর্ণে রঞ্জিত করিয়া সূর্য্য পশ্চিমগগনে ডুবিতেছেন, নানা রঙ্গের নানা পাখী ডাকে

ডালে বসিয়া মনের আনন্দে গীতধ্বনি করিতেছে। এইরূপ সময়ে মনোহর পর্ব্বতে বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যস্থ ক্ষুদ্র পথ দিয়া দুইটী পরমাসুন্দরী রমণী উপরে উঠিতেছিলেন।

দুইটীই গেরুয়া বসনধারিণী; একটীর বয়স ষোড়ষের উর্দ্ধ নহে; অপরের বয়স নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তাঁহার বয়স ১৬ও হইতে পারে, ২৬ও হইতে পারে, ৩৬ও হইতে পারে, বা ততোধিকও হইতে পারে। তাঁহার মুখ হইতে এক স্বর্গীয় তেজ নিঃসৃত হইতেছে; তাঁহার সুদীর্ঘ জটা, রুদ্রাক্ষের মালা, ললাটের বিভূতি দেখিলে তাঁহাকে কৈলাসেশ্বরী বলিয়া ভ্রম হয়; তাঁহার স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি, বাম হস্তে কমণ্ডলু, দক্ষিণ হস্তে এক সুদীর্ঘ ত্রিশূল। তাঁহার সঙ্গিনীর জটা নাই,—সুচিকণ সুন্দর কৃষ্ণ কেশ উন্মুক্ত হইয়া সমস্ত পৃষ্ঠে লুটাইতেছে; তাঁহার গলায় রুদ্রাক্ষের মালা নাই; তাঁহার হস্তে কমণ্ডলুও নাই। উভয়কে দেখিলে এক মুহূর্ত্তেই উপলব্ধি হয় যে, একজন প্রকৃত সন্ন্যাসিনী, অপরা সন্ন্যাসিনীর বেশধারিণী মাত্র।

দুই জনে নীরবে আসিতেছিলেন; সহসা একজন কহিলেন, "আর কত দূর?" জটাধারিণী সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "ঐ চন্দ্রনাথের মন্দিরের চূড়া দেখা যাইতেছে।"

"আমি আর পাহাড়ে উঠিতে পারি না।"

"তবে আর যাইয়া কাজ নাই, আজ চল নামিয়া গিয়া ঐ গ্রামে থাকি।"

"না না, সুজলা, চল।"

"আর বেশী হাঁটিতে হইবে না; ঐ যে পাহাড় দেখিতেছ, ওর ওদিকে একটা হ্রদ আছে; ওর তীরে আমরা নৌকা পাইব, সেই নৌকায় পার হইলে, একেবারে আমরা মন্দিরের সিঁড়ীর নীচেই পৌছিব।"

"তবে চল—"

"দেখ, সুষমা, কেমন চাঁদ উঠিতেছে।"

যাঁহাকে একথা বলা হইল, তিনি কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া কেবল একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তখন দুই জনে আবার নীরবে চলিলেন।

বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যস্থ ক্ষুদ্র পথ দিয়া ক্রমে দুইজনে সম্মুখস্থ পর্ব্বতশৃঙ্গ বেষ্টন করিয়া অপর দিকে আসিলেন; তখন তাঁহাদিগের সম্মুখে চন্দ্রের কোমল কিরণে এক বিস্তৃত হ্রদ হাসিতে লাগিল। মন্দ মন্দ সমীরণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি নাচিয়া নাচিয়া শত শত চাঁদের সহিত ক্রীড়া করিতেছে; তীরে বৃক্ষশাখাগুলি যেন সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লহরীর মুখচুম্বন করিবার জন্য জলের দিকে নুইয়া পড়িয়াছে; জলের উপর যেরূপ, জলের ভিতরেও ঠিক সেইরূপ পাহাড় পর্ব্বত বৃক্ষ লতা শোভা পাইতেছে। তীরে দাঁড়াইয়া সুষমা কহিলেন, "এখানে জনমানব নেই, নৌকা পাবে কোথা, কেমন ক'রে পার হবে?"

"ঐ যে বটগাছ দেখিতেছ, ওর পাশে একখানা ছোট নৌকা বাঁধা আছে; আমি দাঁড় টানিব, আর তুমি হাল ধরিবে।"

"আমি তো জানি না।"

"আমি শিখিয়ে দিব," এই বলিয়া সন্ন্যাসিনী সেই বৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন; সুষমা পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

বৃক্ষের পার্শ্বে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা বাঁধা ছিল, সুজলা যাইয়া তাহার বন্ধন-রজ্জু খুলিলেন; তৎপরে সঙ্গিনীকে নৌকায় উঠিতে বলিয়া নিজে নৌকা টানিয়া রাখিলেন। "ঐখানে, পেছনে গিয়ে, ঐ হালটা ধরে ব'স; আমি উঠি," এই বলিয়া সুজলা নৌকায় উঠিয়া দাঁড় লইয়া নৌকা গভীর জলে ঠেলিয়া দিলেন; নৌকা টলিতে টলিতে চলিল, সুষমা ভয়ে ঈষৎ

চীৎকার করিয়া নৌকার দুই পার্শ্ব সবলে ধরিলেন। তাহা দেখিয়া সুজলা উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন; তাঁহার হাসি চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তখন দাঁড় ঝপ্ ঝপ্ শব্দে জলে পড়িতে লাগিল। নৌকা নাচিতে নাচিতে চলিল। কিছু দূর গিয়া সুষমা কহিলেন, "যদি নৌকা না থাকিত?"

"থাকিতেই হইবে।"

"কেন? তুমি কি এদেশে আর এসেছ?"

"কত বার; আমরা সন্ন্যাসিনী, কোথায় না যাই, কোথায় না থাকি?"

"এ নৌকা এখানে থাকে কেন?"

"মন্দিরের সেবাইতেরা এপারে ওপারে যাওয়া আসা করেন।"

"তুমি এদেশে কতবার এসেছ?"

সুজলা গান ধরিলেন, গানের তালে তালে ক্ষেপণী নিক্ষেপিত হইয়া জল তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল।

"মন যে আমার মলয়ের সমীরণ।"

সহসা গান বন্ধ করিয়া সুজলা কহিলেন, "তুমি ভাই রাগ কর কেন? এমন সময়ে এমন স্থানে যদি গান না গাহিব, তবে গাইব কোথা?"

"কে বলিল আমি রাগ করিলাম; তোমার গান শুনিয়া কেহ কি রাগিতে পারে;—দেখ, এখনও যেন চারিদিকে মধুর শব্দ হ'চ্চে।"

"তুমি তোমার স্বামীকে ভালবাস; স্বামী তোমায় ছেড়ে চ'লে এসেছেন, তিনি তোমায় ভালবাসেন না। তিনি ভালবাসেন তাঁর জন্মভূমিকে। কেমন ক'রে তিনি যবনদের হাত থেকে জন্মভূমিকে রক্ষা করিবেন, সেই চিন্তায় তিনি ঘুরে বেড়ান, আর তুমি তাঁহার চিন্তায় ঘুরে বেড়াও, আর আমি ঘুরে বেড়াই—

প্রাণো যে আমার গিয়া মলয়েরো সমীরণ;
আকাশে আকাশে সুখে, করে বিচরণ!

কত দেশে দেশে ফেরে,
কত জনে আকুল করে,
জগত-সংসার জুড়ে ক'রেছি ভ্রমণ।

এখন বল দেখি, কে সব চেয়ে ভাল কাজে ঘুরে বেড়ায়?"

"যে যার জন্য বেড়ায়, তার কাছে তাই ভাল।"

"তবু এর মধ্যে কোন্‌টায় গোলযোগ নাই? আমি যাকে ভালবাসি সে আমায় ভালবাসে, আমার ভালবাসার বিরহ নাই। ঐ দেখ, আমার স্বামী ঐ নীল আকাশে চাঁদকে হাতে করিয়া হাসিতেছেন, আর আদর ক'রে ডাকিতেছেন—

ওই ডাকে আমায় আমার বংশীধারী;
ছেড়ে দে, ছেড়ে দে মোরে,
ওই লো আমার মোহন মুরলীধারী,
আয়, আয়, আয় তোরা, সবে পরাব আমরা,
শ্যামে বকুল-ফুলমালা, যতন করি।"

যখন সুজলার মধুর কণ্ঠস্বর, জল স্থল পাহাড় পর্ব্বত বৃক্ষ লতা সমস্ত মধুময় করিয়া ক্রমে বাতাসে মিলিয়া গেল, তখন সুষমা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "তোমায় তো বলিয়াছি, একবার আমি কেবল তাঁহাকে দেখিতে চাই। তিনি আমার দেবতা, তাঁর সেবা পূজা করাই আমার কাজ, একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব, যদি তিনি এবারও আমার পূজা গ্রহণ করিতে অসম্মত হন, তখন তোমার কাছে এসে, তোমার তাঁকে ভালবাসিতে শিখিব।"

"সকল বিষয়েই চেষ্টা ক'রে দেখা উচিত।" এই বলিয়া সন্ন্যাসিনী কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "সুষমা, আমার কাজ আজ শেষ হবে? তোমাকে তোমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করাইয়া দিব বলিয়াছিলাম, ঐ

মন্দিরে তিনি আছেন ; আজই তাঁহার সঙ্গে তোমার দেখা হইবে ; কিন্তু তার পর তুমি ভাই আমাকে আর কিছু করিতে অনুরোধ করিতে পারিবে না।"

"তোমাকে যে কষ্ট দিয়াছি, তাহাই যথেষ্ট, আর কষ্ট দিব না।"

"যিনি একবার ত্যাগ ক'রে এসেছেন, তিনি আবার গ্রহণ করিবেন, এর কি কোন আশা আছে ?"

"আশা কিছু নাই, চেষ্টা করিয়া দেখিব।"

"তুমি মহাপাপ করিতেছ।"

"কেন ? স্ত্রীজাতির স্বামীসেবা করিতে যাওয়া কি মহাপাপ ?"

"তা নয়। তিনি এক মহাকাজের জন্য তোমায় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন ; পাছে তোমার সঙ্গে থাকিলে, তোমার ও চাঁদমুখ দেখে ও চাঁদমুখই দিবারাতি দেখিতে ইচ্ছা যায়, আর কিছুতে মন না থাকে, পাছে স্বদেশ-উদ্ধার-ব্রত বৃথা হয়, এই ভয়ে তিনি তোমার নিকট হইতে পলাইয়াছেন। তুমি তাঁহার মহাব্রতে বাধা দিতে যাইতেছ। -এতে কি তোমার পাপ নাই ?"

"আমি তাঁহার ব্রতে বাধা দিব না,—যে দিন দিব, সেইদিনই যেন এ প্রাণ এ দেহে আর না থাকে। আমি তাঁহার বিপদে সহায়, পীড়ায় শুশ্রূষা, ক্লেশে সেবা, তাঁহার কঠিন ব্রতে সাহায্য করিতে যাইতেছি।"

"তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'ক্। যেখানে থাক, সন্ন্যাসিনীকে ভুল না ; আর বিপদে আপদে যখন প্রয়োজন হইবে, সুজলাকে ডাকিলে সুজলা আসিবে ; সেই রকম গান শুনাবে। যদি স্বামীর ভালবাসা না পাও, ফিরে এস ; এমন ভালবাসা শিখাইয়া দিব যে, সে ভালবাসায় কষ্ট নাই, বিরহ নাই, বিচ্ছেদ নাই—কেবলই শান্তি।"

"আমি স্বামীর ভালবাসার প্রার্থী নই; কেবল তাঁহার চরণসেবার প্রার্থী।"

"আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'ক্। কিন্তু আমার কথা ভুল না।"

"তোমার মত বন্ধুকে কি কেহ কখনও ভুলিতে পারে?"

"ঐ ঘাট, ঐ মন্দিরের সিঁড়ী, আর ঐ দেবাদিদেব চন্দ্রনাথদেবের মন্দির" এই বলিয়া সুজলা মন্দিরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন। সুষমাও প্রণাম করিলেন। তখন সেইস্থানে নৌকা বাঁধিয়া উভয়ে মন্দিরে উঠিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রনাথ।

পাহাড় কাটিয়া সোপানাবলী নির্ম্মিত হইয়াছে। বিস্তৃত সোপান; অতি পরিসর, অথচ একটী হইতে আর একটী অধিক উচ্চ নহে। এ সোপান দিয়া অশ্বারোহী অশ্বারোহণে উপরে উঠিতে সক্ষম, আর পাল্কী লইয়া বাহকগণ দিবারাত্রিই এ সোপানাবলী দিয়া গমনাগমন করিতেছে। বহুসংখ্যক সোপান এইরূপে পর্ব্বত-অঙ্গে স্তরে স্তরে উঠিয়া গিয়া, অবশেষে মন্দির-প্রাঙ্গণে সংলিপ্ত হইয়াছে। দুই পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী, চারিদিকে গভীর অরণ্য, সে অরণ্য ব্যাঘ্রভল্লুকের বাসভূমি। সোপানের উত্তর পার্শ্ব দিয়া একটী ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী ঝর্ ঝর্ শব্দে নিম্নে অবতীর্ণ হইতেছে, সেবাইত-

গণ ইহাকে গঙ্গা কহেন; এই নির্ঝরিণীর পবিত্র জলেই সকলে শিবের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

চন্দ্রনাথের মন্দিরের পার্শ্বে ও সম্মুখে আরও দুই চারিটী মন্দির; ঐ সকল মন্দিরে পার্ব্বতী, লক্ষ্মী, নারায়ণ প্রভৃতি দেবতাগণ অধিষ্ঠিত। মন্দিরের বাহিরে পর্ব্বত-অঙ্গে সেবাইতগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর; নিকটে একটী ক্ষুদ্র বাজার। যাত্রীগণ আসিয়া এই বাজারে বাস করেন; এখানে বাসের জন্য গৃহ, এবং আহার ও পূজার জন্য সমস্ত দ্রব্যই বিক্রীত হইয়া থাকে। তৎপরে চারিদিকে নিবিড় অরণ্য, চারিদিকেই পর্ব্বত-শৃঙ্গ সকল আকাশ ভেদ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; পূর্ব্বে ও পশ্চিমে গভীর অরণ্য ও অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল দক্ষিণে নীলসমুদ্রের নীলজল দূরবশতঃ গভীরতর নীলরঙ্গে মনোহর শোভা বিস্তার করিতেছে; যতদূর দেখা যায়, কেবলই নীলজল নীল-আকাশে মিশিয়া গিয়াছে। যখন দুইজনে মন্দিরদ্বারে আসিলেন, তখন রাত্রি এক প্রহর হইয়া গিয়াছে; এক প্রহরের পর দেবাদিদেবের মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হয়; সুতরাং তাঁহারা দুইজনে দ্বারে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বাজারের দিকে চলিলেন। পথে একটিও মানব নাই; চারিদিকে অরণ্য; সন্ধ্যার পর গৃহের বাহির হইতে কেহ সাহস করে না; চন্দ্রনাথে সন্ধ্যা হইতে না হইতে সকলে যে যাহার স্থানে প্রবিষ্ট হয়; কেবল বাজারের মধ্যে একটু গোলযোগ থাকে; সেখানে অনেক দোকানে অনেক আলো জ্বলে; সেখানে অনেক লোক অনেক রাত্রি পর্য্যন্তও গমনাগমন করিয়া থাকে। অদ্যও সেখানে অনেক দোকানে আলো জ্বলিতেছিল; অনেক লোকও চলাফেরা করিতেছিল।

তাঁহারা দুইজনে বাজারের মধ্য দিয়া একটি ক্ষুদ্র অট্টালিকার দ্বারে আসিলেন; দ্বার রুদ্ধ। সুরলা ধীরে ধীরে দ্বারে আঘাত করিলেন;

তখন একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বামহস্তে প্রদীপ লইয়া দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াই চমকিত হইয়া, সেই স্থানে সত্বর প্রদীপ রাখিলেন এবং সসম্ভ্রমে সন্ন্যাসিনী-দ্বয়কে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা, আপনার কখন আসা হ'ল?"

"এই আসিতেছি! তোমাদের সকল মঙ্গল?"

"আপনার আশীর্ব্বাদে সকলই মঙ্গল।

"তারপর চন্দ্রনাথের নূতন সংবাদ কি?"

"আপনার অবিদিত কি আছে? এমন নূতন কিছুই নাই।"

ব্রাহ্মণ, সুষমার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন দেখিয়া সুজলা কহিলেন, "ইনি সুষমা দেবী, নূতন সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছেন; উপস্থিত দেবাদিদেব চন্দ্রনাথ দর্শনে আসিয়াছেন।" বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আবার প্রণাম করিলেন, বলিলেন, "দেবি, আশীর্ব্বাদ করুন।" সুষমা এরূপ কার্য্যে এখনও পারদর্শিনী হয়েন নাই; বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন দেখিয়া তিনি সঙ্কুচিত হইলেন, তাঁহার কণ্ঠ হইতে কোনও কথাই নির্গত হইল না। তখন সুজলা তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া গৃহপ্রবিষ্ট হইলেন।

ব্রাহ্মণ আনন্দপ্রসাদ শর্ম্মা চন্দ্রনাথদেবের সেবা করিয়া যৎকিঞ্চিৎ যাহা পান, তাহাতেই তাঁহার জীবন একরূপ সুখে নির্ব্বাহ হয়। ক্ষুদ্র গৃহে কয়েকটী মৃৎপাত্র ভিন্ন আর কোন দ্রব্যই নাই, তাঁহার ব্রাহ্মণী ও ব্রাহ্মণীর একমাত্র পুত্র সর্ব্বেশ্বর; এই কয়টী লইয়া ব্রাহ্মণের সংসার। ব্রাহ্মণ বয়োধিক্যপ্রযুক্ত স্বয়ং আর যাত্রীদিগের সমাদর করিতে পারেন না; এক্ষণে সর্ব্বেশ্বরই সে কার্য্য সম্পন্ন করেন। তাঁহার বয়স এক্ষণে প্রায় ত্রিংশ বৎসর; তিনি দেখিতে নিতান্ত মন্দ নহেন, শরীরে যথেষ্ট বল আছে; কিন্তু বিধির অনন্ত বিধানে তাঁহার শরীরে যেরূপ বলের আধিক্য, ভিতরে সেইরূপ বুদ্ধির অভাব। সন্ন্যাসিনীদ্বয়কে দেখিয়া ব্রাহ্মণী ও সর্ব্বেশ্বর উভয়েই নিকটস্থ হইলেন; ব্রাহ্মণী সাষ্টাঙ্গে উভয়কে প্রণাম

করিলেন, কিন্তু সর্ব্বেশ্বর প্রণাম করিলেন না। সুজলা একটু হাসিলেন, তৎপরে বৃদ্ধাকে বলিলেন, "কেমন ভাল আছ তো ?"

"আপনার আশীর্ব্বাদে সকলই মঙ্গল।"

সুজলা, সর্ব্বেশ্বরের দিকে ফিরিয়া হাসিয়া বলিলেন, "কি সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর, ভাল আছ তো ?" সর্ব্বেশ্বরের স্বর স্পষ্ট কম্পিত হইল, তিনি কহিলেন, "আপনাকে দেখিলে কি আর বিপদাপদ থাকে ?"

"বটে, আমি কি এমনই সুন্দর ?"

"আপনি কেবল সুন্দর নন, আপনি দেবী।" "বটে বটে" বলিয়া সুজলা, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "যারা বলে তারা মূর্খ, গাধা।"

বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "সবা !"

"আজ্ঞে ?"

"কার সম্মুখে কথা কহিতেছ, তোমার জ্ঞান আছে ?"

"আজ্ঞে, আছে বই কি।"

"দূর হ বানর, আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ।"

"আজ্ঞে, তা আপনি বলিতে পারেন।"

ক্রোধে ব্রাহ্মণের মস্তকস্থ শিখা উন্মুক্ত হইয়া পড়িল; তখন সুজলা তাঁহার পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া বলিলেন, "ছি, রাগ করিতে নাই; রাগ মানুষের পরম শত্রু; সর্ব্বেশ্বর একদিন বড়লোক হবে।" ব্রাহ্মণী কহিলেন, "মা, তাই হ'ক্, তাই হ'ক্; আশীর্ব্বাদ করুন।" সর্ব্বেশ্বর কহিলেন, "আমার মন বলে, আমি একজন বড়লোক হ'ব, সে কি কখন মিথ্যা হয় ?"

তখন ব্রাহ্মণী, সন্ন্যাসিনীদ্বয়কে হস্তমুখ প্রক্ষালনার্থ লইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ ক্রোধে মুখ ফিরাইয়া বসিলেন; আর সর্ব্বেশ্বর, চন্দ্রনাথদেবের

সেবাইত—সর্ব্বেশ্বর, পিতার সম্মুখেই সত্যসত্যই শিশ দিতে দিতে তথা হইতে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিলেন। সর্ব্বেশ্বর বাহির হইয়া যান, ব্রাহ্মণ ডাকিলেন। সর্ব্বেশ্বর মুহূর্ত্তমধ্যে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, তখন বৃদ্ধ কহিলেন, "তুমি একটী প্রকাণ্ড গাধা।"

"সে কথা আপনি বিশেষ জানেন।" ব্রাহ্মণ ক্রোধে পা হইতে জীর্ণ খড়ম লইয়া সর্ব্বেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন; সর্ব্বেশ্বরও লম্ফ দিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া আত্মরক্ষা করিলেন। তৎপরে ধীরে ধীরে খড়ম পিতার নিকট রাখিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন। বৃদ্ধ তখন আবার কহিলেন, "বাড়ীতে লোক এসেছে জ্ঞান আছে?"

"আজ্ঞে, আছে।"

ব্রাহ্মণ এই সকল কথা বলিতে বলিতে একটী থলি হইতে পয়সা বাহির করিতেছিলেন; পুত্রের মূর্খতায় ক্রোধান্ধ হইয়া সেই সমস্ত পয়সা তার দিকে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "দূর হ বানর, আমার সম্মুখ থেকে দূর হ।" সর্ব্বেশ্বর পয়সাগুলি একে একে কুড়াইয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে সন্ন্যাসিনীদ্বয় আসিলেন। ব্রাহ্মণ দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদিগকে তথায় বসাইলেন। দেখিয়া সুজলা কহিলেন, "বসো আনন্দ-প্রসাদ বসো, তোমাকে চন্দ্রনাথের কথা জিজ্ঞাসা করি।" ব্রাহ্মণ বসিয়া বলিলেন, "আজ্ঞা করুন।"

"পথে শুনিলাম, দেবানন্দস্বামী চন্দ্রনাথ আসিয়াছেন, সত্য কি?"

"আজ্ঞে, তিনি এখনও চন্দ্রনাথে অধিষ্ঠান করিতেছেন।"

"ভাল ভাল, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে। তাঁর সঙ্গে আর কেহ আছে?"

"বিক্রমপুরের রাজা জয়কিশোর রায়ের পুত্র প্রমোদকিশোর দুই দিন হইতে এখানে আসিয়াছেন। তিনি স্বামীজীর সহিত বাস করিতেছেন।"

সন্ন্যাসিনী, সুষমার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন, "তাঁরা কোথায় বাস করিতেছেন?"

"বাবার মন্দিরের দক্ষিণের নাটমন্দিরে।"

"রাজকুমার কি তীর্থে এসেছেন?"

"তাঁহাকে দেখিলাম তিনি ভেক গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহার পরিধান গেরুয়া বসন, তিনি একরূপ সন্ন্যাসী; এখানে এসে কোন পূজা দান ধ্যানও করেন নাই; বোধ হয় রাজ্য ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন; বোধ হয় গুরুদেব দেবানন্দস্বামী তাঁহাকে দীক্ষিত ক'রেছেন।"

"সম্ভব, হ'লেই ভাল। লোক যত সংসারের অনিত্যতা বুঝে, ততই ভাল, নয় কি আনন্দপ্রসাদ?"

"আপনি মহাত্মা, জগতের ভাল মন্দ সকলই আপনার মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।"

"আমার সঙ্গিনী সমস্ত দিন অনাহারে আছেন।"

ব্রাহ্মণ সত্বর উঠিয়া বলিলেন, "আমি এখনই আহারের আয়োজন করিতেছি।" ব্রাহ্মণ সত্বর তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন সুজলা, সুষমাকে কহিলেন, "তোমার স্বামীর সন্ধান পাইলে। কেমন, এখন আমার কাজ শেষ হ'য়েছে?"

"এ জীবন ঐ পায়েই বিক্রীত হইয়া থাকিল। যদি মনস্কামনা পূর্ণ হয়, দুজনে এসে ও পা পূজা করিব; যদি না হয়, ও পায় এসে আবার আশ্রয় লইব।"

"এখন কি করিবে স্থির করিলে?"

"এখনও কিছু স্থির করি নাই, আজ রাত্রে স্থির করিব।" এই সময়ে ব্রাহ্মণ আসিয়া আহারের সম্বাদ দিলেন; দুই জনে উঠিয়া আহারার্থে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কুমার প্রমোদকিশোর।

পক্ষীর কলেবরে সুজলার নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি উঠিয়া দেখিলেন, পার্শ্বে সুষমা নাই। ভাবিলেন, সুষমা উঠিয়া বাহিরে গিয়াছেন, তিনি বাহিরে আসিলেন, তথায়ও সুষমা নাই। ভাবিলেন হয়তো মন্দিরে গিয়াছেন, তথা হইতে স্বামী দেখিবার বাসনায় নাটমন্দিরের দিকে গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী ও সর্ব্বেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহারা কোন সম্বাদ বলিতে পারিলেন না; তখন সুজলা চিন্তিতমনে মন্দিরের দিকে চলিলেন। তথায়ও সুষমা নাই; নাটমন্দিরের দিকে গেলেন, তথায়ও সুষমা নাই; নাটমন্দিরে দেবানন্দস্বামী ও প্রমোদকিশোর উভয়ে এক পার্শ্বে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন: সুজলা এক পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেলেন, কেহই তাঁহাকে লক্ষ্য করিলেন না। মন্দির বেষ্টন করিয়া সুজলা গৃহে ফিরিতেছিলেন, এক স্থানে জনতা দেখিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইলেন, দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া অমনি সকলে পথ ছাড়িয়া দিল। সুজলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কি হইয়াছে?" একজন উত্তর দিল, "কাল রাত্রে একটী স্ত্রীলোক খাদের মধ্যে প'ড়ে গেছে।" আর এক জন বলিয়া উঠিল, "জানিস্‌নে তা কথা কইতে যাস্ কেন? কাল,—" আর এক জন বলিল, "তুই বা কি জানিস্? যে স্বচক্ষে দেখেছে সেই বলুক।" তখন এক জন সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া কহিল, "কাল প্রায় তিন প্রহর রাত্রের সময় আমি উঠে বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে আছি, বাহিরে খুব

জ্যোৎস্নার আলো ; এমন সময়ে দেখি, এই পথ দিয়া এক জন স্ত্রীলোক ধীরে ধীরে আমার দিকে আস্‌চে ; আমার প্রথমে ভারি ভয় হ'ল, বাড়ীর ভিতর দিয়ে দরজা বন্ধ করিতেছিলাম, কিন্তু একটু সাহস ক'রে দাঁড়ালেম ; কিন্তু সেই স্ত্রীলোকটী এইখানে এসে যেন বাতাসে মিশিয়ে গেল ; আমি পেতনী ভেবে দরজা বন্ধ করিলাম, আর রাত্রে ঘুম হ'ল না।" সুজলা স্পষ্টই অধীরা হইয়াছিলেন, ব্যস্ততাসহকারে বলিলেন, "তার পর ?"

"তার পর আজ সকালে এই দিকে এসে সন্দেহ মিটাইবার জন্য এই জায়গাটা দেখ্‌তে এলাম। তখন বুঝিলাম পেতনী নয়, সত্য সত্যই একটী স্ত্রীলোক, কেমন ক'রে পা স'রে এই খাদের মধ্যে প'ড়ে গেছে। ঐ দেখুন, ঐ নীচে ঐ পাথরে তার কাপড় ঝুল্‌ছে।" প্রায় চল্লিশ হস্ত নিম্নে প্রস্তরে এক খানি গেরুয়া বসন ঝুলিতেছে, সন্ন্যাসিনী দেখিয়া চকিত হইয়া উঠিলেন ; বিশেষ করিয়া দেখিলেন ; সে কাপড় চিনিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। সে সুষমার কাপড়। অনিচ্ছাসত্বেও সন্ন্যাসিনীর চক্ষুর্দ্বয় জলে পূর্ণ হইয়া আসিল ; তিনি ভাবিলেন, "এও কি সম্ভব ?" তৎপরে তথা হইতে ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের বাটী গেলেন না, ফিরিয়া মন্দিরের দিকে আসিলেন ; তখনও দেবানন্দ স্বামী ও প্রমোদকিশোর কথোপকথন করিতেছেন ; সন্ন্যাসিনী ধীরে ধীরে নিঃশব্দে মন্দির-অলিন্দ উপরে উপবিষ্ট হইলেন।

প্রায় অর্দ্ধঘটিকা পরে প্রমোদকিশোর স্বামীজীর চরণে প্রণাম করিয়া উঠিলেন, তখন সুজলা নিঃশব্দে তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। যখন তিনি মন্দির হইতে বাহির হইয়া পর্ব্বতপথে আসিলেন, তখন সুজলা দ্রুতপথে নিকটে গিয়া বলিলেন, "বৎস একটু অপেক্ষা কর।" প্রমোদ-কিশোর চিন্তিতমনে যাইতেছিলেন, সহসা পশ্চাতে কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিত

হইয়া ফিরিলেন, সুজলা মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "বাছা, এই সাহসে বঙ্গদেশ রক্ষা করিতে চাও? স্ত্রীকণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিলে?" লজ্জায় প্রমোদকিশোরের সমস্ত কপোল রক্তিমাভ হইল, তিনি কহিলেন, "মাতঃ, চিন্তিতমনে যাইতেছিলাম, নতুবা দেবতার আশীর্ব্বাদে দাস সাহসে নিতান্ত হীন নহে? আপনি দেখিতেছি আমাকে চেনেন, আপনি কে, জিজ্ঞাসা করিতে পারি?"

"সামান্য সন্ন্যাসিনী মাত্র!"

"দাসের প্রতি কি আজ্ঞা?"

"দুই একটী কথা আছে, এই পথে দাঁড়াইয়া কথা সম্ভব নহে; আমার সঙ্গে আইস।"

প্রমোদকিশোর দ্বিরুক্তি না করিয়া সন্ন্যাসিনীর পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। তখন দুই জনে কিছু দূর আসিয়া পূর্ব্বোক্ত সেই হ্রদের তীরে আসিলেন, তখন এক প্রস্তরের উপর প্রমোদকিশোরকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া, সুজলা নিকটে বসিলেন, বলিলেন, "স্বামী কি বলিলেন?"

"নিরাশা নির্ভরসা এই সকল স্বামীর নিকট পাইলাম। পদ্মার ওপারে যবনগণ আসিয়াছে, এখনও পদ্মা পার হয় নাই, শীঘ্রই হইবে। বঙ্গের সমস্ত রাজ্য গিয়াছে, এবার আমাদের পালা। বঙ্গদেশ যবনেরা অনেক দিন জয় করিয়াছে সত্য, কিন্তু সে কেবল নামমাত্র, রাজা হিন্দুরাই ছিল। এবার বুঝি সকল যায়! দেবানন্দস্বামীর নাম সমস্ত ভারতে বিদিত ও পূজিত, পিতার আজ্ঞায় তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে আসিয়াছিলাম; যদি বা নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া তাঁহাকে পাইলাম; তিনি বলিলেন, 'বৃথা চেষ্টা;—চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, সুতরাং চেষ্টা কর, কিন্তু বঙ্গদেশ যবন-করে আছে, যবন-করেই থাকিবে'।"

"তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি যাহা বলিলেন, তাহা অবশ্য হইবে; তবে দেশ-

রক্ষা কর্ত্তব্য, চেষ্টা অবশ্যই করিতে হইবে। আমার একটা কথা আছে।”

“আজ্ঞা করুন।”

“কাল কি আজ কোন পরিচিত স্ত্রীলোকের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছে ?”

“আপনার নিকট গোপন করা বৃথা। আমি যখন স্বামীর অনুসন্ধানে কামিখ্যার মন্দিরে গিয়াছিলাম, সেই সময় সেই মন্দিরে একটী কুমারীকে আমি একটু যত্ন করিয়াছিলাম ; সে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এখানেও আসিয়াছে। কালও তার সঙ্গে দেখা হইয়াছে। দেবি, যদি আপনি তারই কথা বলিতে চাহেন, তবে তাহাকে আমার আশা ত্যাগ করিতে বলিবেন। আমার জীবনে আর কোন কার্য্য নাই, ভাবনা নাই ; স্বদেশরক্ষা করিতে পারি ভালই, না হয় এ জীবন সেই যুদ্ধক্ষেত্রে বিসর্জ্জন করিব।”

“আর কোন্ স্ত্রীলোক ? কই আর কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে তো সাক্ষাৎ হয় নাই !”

“তবে আমারই ভুল হইয়াছে।” তৎপরে একটু চিন্তা করিয়া সন্ন্যাসিনী কহিলেন, “আর একটী কথা আছে। বৎস, তুমি কি বিবাহিত ?”

“বারেন্দ্রের অধীশ্বর নরেন্দ্রনারায়ণের একমাত্র, কন্যার সহিত অদ্য দুই বৎসর হইল আমার বিবাহ হইয়াছে, বিবাহের পর স্ত্রী কেবল একবার মাত্র আমাদের বাটীতে আসিয়াছিল, তৎপরে পিতার সহিত শ্বশুর মহাশয়ের মনান্তর হওয়ায় পিতা আর বধূ আনেন নাই, শ্বশুরও পাঠান নাই। সম্প্রতি প্রায় ছয় মাস হইল আমি শ্বশুরালয়ে গিয়াছিলাম। যবনদিগকে দূরীভূত করিবার জন্য শ্বশুর মহাশয়কে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিলাম, তিনি অস্বীকৃত হইলেন। ক্ষুণ্ন ও নিতান্ত ক্রুদ্ধচিত্তে সেই রাত্রি তথায় বাস করিয়াছিলাম সত্য : কিন্তু স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করি নাই। সুতরাং

আমার বিবাহই নয় বলিতে হইবে।" "তাঁহাকে দেখিলে কি চিনিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয়?"

"এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?"

"জিজ্ঞাসা করিলাম, বলিতে কি আপত্তি আছে?"

"বোধ হয় চিনিলেও চিনিতে পারি।"

"আর আমার কোন কথা নাই, আশীর্ব্বাদ করি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'ক।" এই বলিয়া সন্ন্যাসিনী উঠিলেন; যুবকও উঠিলেন, বলিলেন, "মাতঃ, আমার চিত্তের স্থিরতা নাই, কত কি বলিলাম, ক্ষমা করিবেন। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন স্বদেশ রক্ষা করিতে পারি।"

"তোমার মনস্কামনা দেবাদিদেব চন্দ্রনাথ পূর্ণ করুন।"

প্রমোদকিশোর প্রস্থান করিলেন; সুজলা আবার সেই প্রস্তরের উপর বসিলেন, তখন আবার তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় জলে পূর্ণ হইয়া আসিল; তিনি চক্ষু-জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "আমি কি তাহাকে মারিয়া ফেলিতে এই পাহাড়ে আনিয়াছিলাম?" তৎপরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "আমি যন্ত্র মাত্র, বাজাইতেছেন তিনি। যাহার যেখানে নিয়তি, তাহার সেখানে যেমন করিয়াই হউক আসিতে হইবেই! কিন্তু আমার মন যেন বলিতেছে, সে মরে নাই,—একবার ভাল করিয়া সন্ধান না করিয়া আমি যাইব না।"

তথা হইতে ধীরে ধীরে সুজলা ব্রাহ্মণের বাটী আসিলেন, তাঁহাদিগকে সকল কথা বলিলেন; ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী সুষমার অপমৃত্যু শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, নির্ম্মমহৃদয় সর্ব্বেশ্বরেরও চক্ষুতে জল আসিল বলিয়া বোধ হইল। সন্ন্যাসিনী অপরের সম্মুখে হৃদয়ভাব ব্যক্ত করা উচিত নহে ভাবিয়া, মুখ ফিরাইলেন।

সাত দিবস চন্দ্রনাথে থাকিয়া সুজলা, সুষমার অনুসন্ধান করিলেন,

সমস্ত স্থান তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন, কিন্তু সুষমার কোনই সন্ধান পাই-পাইলেন না, তখন তিনিও হতাশ হইলেন। তাঁহারে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, সুষমা সত্য সত্যই খাদে পতিত হইয়া অকালে ইহলীলা ত্যাগ করিয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ঊষা।

দুই পার্শ্বে গভীর শালবন; কে যেন শ্রেণীবদ্ধ করিয়া গাছগুলি সাজা-ইয়া রোপণ করিয়াছিল; সকলগুলিই যেন একদিনে এক সময়ে রোপিত, সকলগুলির আকৃতি এক প্রকার, উর্দ্ধে, শাখাপ্রশাখায়, সকল বিষয়ে সকল বৃক্ষগুলি যেন এক। এই গভীর শালবনের মধ্য দিয়া অতি অপ্রসর পথ; দুই জন মনুষ্য কষ্টে পাশাপাশি হইয়া এই পথ দিয়া চলিতে পারে। কি একরূপ অনির্ব্বচনীয় নিস্তব্ধতা এই গভীর অরণ্যে রাজত্ব করিতেছে; কদাচিৎ দুই একটী পাখী বৃক্ষের এ শাখা হইতে ও শাখায় যাইয়া বসি-তেছে; কিন্তু সেই বিস্তৃত অরণ্যে গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে তাহাদিগের পক্ষ-সঞ্চালন শব্দ ডুবিয়া যাইতেছে।

সহসা সেই নিস্তব্ধতা আলোড়িত করিয়া অশ্বপদশব্দ শ্রুত হইল; অশ্বের পদশব্দ সমস্ত অরণ্য প্রতিধ্বনিত করিয়া গগনে উত্থিত হইতে লাগিল। তখন দুইপ্রহর কেবল মাত্র অতীত হইয়াছে, কিন্তু শালবন-

মধ্যস্থ সেই পথে সূর্য্যদেব নিজ রাজ্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। সেই শীতল ছায়ায় সুশীতল সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চালিত হইতেছে; সমস্ত জগৎ সূর্য্যকিরণে দগ্ধীভূত হইতেছে, কিন্তু এখানে কোমল ও মনোহর বায়ু ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। সুশীতল সমীরণে উৎফুল্ল হইয়া অশ্ব আনন্দে নাচিতে নাচিতে আসিতেছে, পৃষ্ঠে কুমার প্রমোদকিশোর! অশ্ব ও অশ্বারোহী উভয়েই উৎফুল্ল-হৃদয়ে চলিয়াছেন, সহসা অশ্ব স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল; অশ্বারোহী চমকিত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হইয়া উঠিলেন। সম্মুখে পথপার্শ্বে একটী রমণী অবগুণ্ঠনে বসনাবৃত করিয়া সঙ্কুচিতভাবে বৃক্ষপার্শ্বে সরিয়া বসিতেছেন; প্রমোদকিশোরের কর্ণে কষ্টে নিবৃত ক্রন্দন-ধ্বনি প্রবিষ্ট হইল; রমণী বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন ভাবিয়া, প্রমোদকিশোর লম্ফ দিয়া অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন; অশ্বকে সত্বর নিকটস্থ বৃক্ষশাখায় সংলগ্ন করিয়া রমণীর নিকট আসিলেন।

রমণীর বেশ রাজপুতজাতীয়; তাঁহার বয়স ১৫।১৬ বৎসর মাত্র, অলঙ্কার ও বেশাদি দেখিলে তাঁহাকে ভদ্রকুলমহিলা বলিয়া বোধ হয়। "দেবি! অপরিচিত বলিয়া সঙ্কুচিত হইবেন না, আজ্ঞা করুন কি করিতে হইবে। একাকিনী এ অরণ্যে নিশ্চয়ই আপনি কোনরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন।" এই বলিয়া প্রমোদকিশোর রমণীর সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন; তখন তিনি তাঁহার সলিলসিক্ত মুখ তুলিলেন, জলপূর্ণ চক্ষুর্দ্বয় মুহূর্ত্তের জন্য প্রমোদকিশোরের চক্ষে মিলিত হইল; প্রমোদকিশোর ভাবিলেন, এরূপ সৌন্দর্য্য তিনি কখন দেখেন নাই; বলিলেন, "আজ্ঞা করুন, কোথায় আপনাকে রাখিয়া আসিব?" যুবতী তখন চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে হিন্দুস্থানী ভাষায় কহিলেন, আমি আমার মার সঙ্গে চন্দ্রনাথ তীর্থে আসিয়াছিলাম। আমাদের দাসদাসী বাহক যান সকল পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল, আমরা দুইজনে হাঁটিয়া আগে আগে যাইতেছিলাম, হঠাৎ

একটা বাঘ নিকটে ডাকিল, আমাদের লোকজন সব পলাইল, মা কোথায় গেলেন,—আমি ছুটিতে ছুটিতে পথ ভুলিয়া কোথায় আসিয়া পড়িলাম। আমাকে আমার মার নিকট লইয়া চলুন।" প্রমোদকিশোর হিন্দুস্থানী ভাষা জানিতেন, হিন্দুস্থানীতে বলিলেন, "আসুন, আমি তাঁহাদিগের সন্ধান করি।" যুবতী ক্লান্ত হইয়াছিলেন, যুবক হাত ধরিয়া তাঁহাকে তুলিলেন; তাঁহার কর্ণে যে সুমিষ্ট স্বর তখনও বাজিতেছিল, সে স্পর্শে তাঁহার সমস্ত শরীরে,—মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুতাগ্নি প্রবাহিত হইল। তখন অশ্ব সেইখানেই রহিল, দুইজনে সেই অরণ্যে ঘুরিতে লাগিলেন।

কিছু দূর আসিয়া প্রমোদকিশোর কহিলেন, "আপনি তাঁদের নিকট হ'তে কতক্ষণ পৃথক হ'য়েছেন?"

"প্রায় ৪।৫ দণ্ড হইল।"

"তাঁরা নিশ্চয়ই আপনার সন্ধান কর্চ্ছেন; এখনই সন্ধান হবে, ভয়কি?"

তাঁহার হস্তের ভিতর রমণীর হস্ত কম্পিত হইতেছিল। যুবকের অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই নবনীসদৃশ কোমল হস্তস্পর্শে তাঁহার হস্ত ঈষৎ কম্পিত হইতে লাগিল। বলিলেন, "এখানেই নিকটে তাঁহারা আছেন। আপনাদের বাড়ী রাজপুতনায়?"

"হ্যাঁ?"

"রাজপুতনায় কোথায়?"

"জয়পুর?"

"আপনার পিতা সেখানে কি করেন?"

"তাঁর সেখানে ব্যবসা আছে।"

"আপনি একটু দাঁড়ান, এই গাছটা খুব বড়; এর উপর উঠিলে অনেক দূর দেখ্‌তে পাওয়া যাবে; দেখি কাহাকেও দেখা যায় কি না।"

এই বলিয়া প্রমোদকিশোর সেই বৃক্ষের সর্ব্বোচ্চ শাখায় উঠিলেন, অৰ্দ্ধ-ক্রোশ চারিদিকে তাহার দৃষ্টি চলিল কিন্তু কেহ কোথায় নাই। তখন অগত্যা তিনি নামিয়া আসিলেন, বলিলেন, "এ পথে খানিকটা গিয়া দেখি।" আবার দুইজনে চলিলেন। কতক দূর আসিয়া প্রমোদকিশোর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নামটী কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি?" যুবতীর কপোলযুগল রক্তিমাভ ধারণ করিল। তিনি মৃদুস্বরে কহিলেন, "আমার নাম উষা।" প্রমোদকিশোর কহিলেন, "আমার নাম প্রমোদ-কিশোর রায়।" দুইজনে নীরবে বহুক্ষণ ঘুরিলেন, কিন্তু কাহারও সন্ধান পাইলেন না!

কেহই কথা কহিতেছে না, কিন্তু কেন জানি না, উভয়েরই হৃদয় দ্রুত-বেগে স্পন্দিত হইতেছিল। গভীর অরণ্যে একাকী কোন পরমা সুন্দরী রমণীর হস্ত ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিলে হৃদয় স্পন্দিত হয় না, এমন মনুষ্য জগতে নাই।

প্রায় দুই ঘণ্টা উভয়ে ঘুরিলেন, কিন্তু কোথাও জনমানবের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না; তখন যুবতী নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, আর চলিতে পারেন না; অগত্যা প্রমোদকিশোর বাধ্য হইয়া তাঁহাকে এক বৃক্ষতলে বসাইলেন। সন্ধ্যার আর বিলম্ব নাই, অরণ্যে আর বিলম্ব করিবারও তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। কিয়ৎক্ষণ উভয়ে নীরবে সেই বৃক্ষতলে বসিয়া রহিলেন। অবশেষে প্রমোদকিশোর কহিলেন, "তাঁহাদের কাহাকেও তো অনুসন্ধান করিয়া পাইলাম না; রাত্রি হইতেছে, এ বনে আর বিলম্ব করা কর্ত্তব্য নহে। চলুন, বোধ হয় তাঁহারা সন্ধান না পাইয়া পরের চটিতে গিয়াছেন।" যুবতীর দুই চক্ষু হইতে জলধারা বহি-তেছে দেখিয়া প্রমোদকিশোর কহিলেন, "ভয় কি? যদি প্রয়োজন হয়, আমি আপনাকে জয়পুরে রাখিয়া আসিব।" যুবতী মৃদুস্বরে কহিলেন,

"আপনি এই পথে না আসিলে আমার কি হইত, এই রাত্রে আমি কোথায় যাইতাম, হয় তো আমাকে বাঘে খাইত।"

"ভয় নাই, যতক্ষণ দেহে জীবন থাকিবে, এ শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকিবে, ততক্ষণ কেহই আপনার একটী কেশও স্পর্শ করিতে পারিবে না।"

যুবতীর সজল চক্ষুর্দ্বয় প্রমোদকিশোরের মুখের উপর মুহূর্ত্তের জন্য পড়িল; আবার মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার চক্ষের সহিত সেই উজ্জ্বল বিশাল চক্ষুর্দ্বয় মিশিল; প্রমোদকিশোরের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল, হৃদয়ের সমস্ত তন্ত্রীগুলি যেন আঘাতিত হইয়া প্রতিঘাতিত হইতে লাগিল। উভয়ে নীরবে যেখানে অশ্ব ছিল, সেইখানে আসিলেন।

অশ্বরজ্জু হস্তে লইয়া প্রমোদকিশোর ভাবিলেন, "এখন উপায়?" তখন একটু ভাবিয়া বলিলেন, "চলুন।" যুবতী সলজ্জভাবে বলিলেন, "আমি আর হাঁটিতে পারিতেছি না।"

"আপনি কি ঘোড়ায় চড়িতে জানেন?"

"রাজপুতমেয়েরা প্রায় সকলেই ঘোড়ায় চড়িতে পারে।"

"তবে ভালই হইয়াছে, আপনি ঘোড়ায় চড়ুন, আমি হাঁটিয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছি।"

"এখান হ'তে চটি কতদূর?"

"প্রায় ৬।৭ ক্রোশ হইবে।"

"তবে তো হেঁটে গেলে সন্ধ্যার মধ্যে পৌছিতে পারিব না। এ বনে রাত্রে থাকিলে রক্ষা নাই; আপনি ঘোড়ায় চড়ুন।"

"তা—তা—আর ঘোড়াতো উপস্থিত নাই; আপনার বোধ হয় কষ্ট হবে।"

"কিছু নয়; বিপদে লজ্জা কি? রাজপুতেরা বিপদের সময় সকলই করে।"

প্রমোদকিশোর কিয়ৎক্ষণ রমণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন;

তৎপরে কম্পিতস্বরে কহিলেন, "তবে তাহাই হউক্, আর সন্ধ্যা হইবার বিলম্ব নাই।"

যুবতী অশ্বারোহণ করিলেন; যুবক পশ্চাতে লম্ফ দিয়া উঠিলেন; দেখিলেন যুবতীর সমস্ত শরীর বাত্যাতাড়িত বৃক্ষপত্রের ন্যায় কম্পিত হইতেছে। তিনি দেখিলেন, যুবতী অশ্ব হইতে পতিত হন, মুহূর্ত্তমধ্যে যুবক তাঁহাকে ধরিলেন, তখন যুবতীর আর সংজ্ঞা নাই।

বহুক্লেশে সেই আলুলায়িত দেহ বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া, তাঁহার মস্তক নিজ স্কন্ধে স্থাপিত করিয়া প্রমোদকিশোর বাম হস্তে অশ্বের বল্গা ধারণ করিলেন; তখন অশ্ব ছুটিল।

সেই নিবিড় অরণ্যমধ্যে নির্জ্জনস্থানে একাকী প্রমোদকিশোর মূর্চ্ছিত যুবতী-দেহ বক্ষে ধারণ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে ধাবিত হইতেছেন। যুবতীর মস্তক হইতে অবগুণ্ঠন সরিয়া গিয়াছে, তাঁহার কেশ উন্মুক্ত হইয়া তাঁহার বাহু আচ্ছাদিত করিয়া অশ্বদেহে গড়াইয়া পড়িয়াছে; তাঁহার হৃদয়ে যুবতীর হৃদয় সম্মিলিত হইয়া সবলে দ্রুত স্পন্দিত হইতেছে; অস্তমিত সূর্য্যের কোমল কিরণ বৃক্ষপত্রের মধ্য দিয়া সেই কমনীয় বদনে ক্রীড়া করিতেছে। প্রমোদকিশোর আর কিছুই দেখিতেছিলেন না, তাঁহার মন প্রাণ জীবন দৃষ্টি, তাঁহার অস্তিত্ব সকলই যেন সেই বদনে একত্রীভূত হইয়া গিয়াছে। তিনি চাহিয়া চাহিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে নিজ মুখ অবনত করিয়া সেই গোলাপবিনিন্দিত ওষ্ঠের নিকট নিজ বদন আনয়ন করিলেন। তাঁহার অজ্ঞাতসারেই তাঁহার মস্তক ক্রমে এত অবনত হইল যে, রমণীর নিশ্বাস তাঁহার বদনে লাগিল। ক্রমে বদন আরও অবনত হইল, তাঁহার ওষ্ঠে যুবতীর ওষ্ঠ ঈষৎ স্পর্শিত হইল। তন্মুহূর্ত্তেই তাঁহার হৃদয়ে এক আলোড়ন উপস্থিত হইল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চমকিত হইয়া মুখ ফিরাইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর।

রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। চন্দ্রের কোমল কিরণে চন্দ্রনাথের মন্দিরসম্মুখস্থ বিস্তৃত প্রাঙ্গণ বিধৌত হইতেছে। চারিদিকে পর্ব্বত-শৃঙ্গ সকল শ্বেত বস্ত্র পরিধান করিয়া হাসিতেছে। কোথাও মানব-জীবনের অস্তিত্বের চিহ্ন নাই; কেবল পতঙ্গগণ নিজ মনে গীত-ধ্বনি করিয়া যামিনীর নিস্তব্ধতাকে গভীরতর নিস্তব্ধ করিতেছে। কিন্তু সকল নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া, সমস্ত জগৎ যেন অমৃত-সাগরে ভাসাইয়া, মন্দিরের দক্ষিণ দিক হইতে গীত ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। সেই দিকে এক উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গে বসিয়া সুজলা গান গাহিতেছিলেন; তাহার সম্মুখে দূরে নীলসমুদ্র জ্যোৎস্নালোকে সেই মধুর সঙ্গীতের তালে তালে তরঙ্গে নৃত্য করিতেছে।

গান গাহিতে গাহিতে তাঁহার কর্ণে পশ্চাৎ হইতে পদশব্দ প্রবিষ্ট হইল; তিনি গান গাহিতে গাহিতে ফিরিলেন; তখন এক ব্যক্তি লম্ফ দিয়া আসিয়া তাঁহার দুই পা জড়াইয়া ধরিল, তিনি মৃদুহাস্য করিয়া গাহিতে লাগিলেন।

গান শেষ করিয়া সুজলা বলিলেন, "ঠাকুর, আশীর্ব্বাদ করি মনস্কামনা পূর্ণ হ'ক্! এখন পা ছাড়"। ঠাকুর পা ছাড়িলেন না; তখন সুজলা হাসিয়া কহিলেন, "সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর! দুই প্রহর রাত্রে নির্জ্জন স্থানে আমার মত যুবতীর পা জড়িয়ে থাকিলে লোকে দেখিলে আমাকে বলিবে,

ভণ্ড তপস্বিনী, আর তোমায় বলিবে পাপী পাণ্ডা।" সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর অর্দ্ধ-ক্রন্দনস্বরে কহিলেন, "যে যা ইচ্ছা বলুক,—আমি পাগল, আমি পাগল।"

"তা তো স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।"

"আমি তোমার ও রূপে পাগল হ'য়েছি, আমায় রক্ষা কর।"

"বটে? তা ভাল; এর আর আশ্চর্য্য কি! আমি সুন্দরী, আমায় দেখে যে তুমি পাগল হবে, তার আর আশ্চর্য্য কি! তোমার আগেও আমাকে দেখে অনেকে পাগল হ'য়েছে। তা দাঁড়াও, দাঁড়িয়ে যা বলিবার আছে বল।" সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর অগত্যা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "তার পর?"

"তার পর,—আমি পাগল হ'য়েছি।"

"তা তো দেখিতেছি।"

"বল তুমি আমায় বিবাহ করিবে কি না?"

"তার আর আশ্চর্য্য কি?"

"সত্যি!"

"সত্যি না তো কি মিথ্যা।"

"এঁ্যা—এঁ্যা—আমি কি এমন সৌভাগ্যবান্,—আমার অদৃষ্টে কি এও ছিল?"

"কার অদৃষ্টে কি আছে, কে বলিতে পারে? তা হ'লে এখন কথা হ'চ্ছে, তুমি আমায় ভালবাস?"

"প্রাণের চেয়ে, জীবনের চেয়ে তোমায় আমি ভালবাসি। তোমায় দেখে পর্য্যন্ত আমি পাগল; শয়নে স্বপনে তোমার ঐ রূপ আমার হৃদয়ে জাগ্‌চে, তোমার জন্যে আমি প্রাণ দিব।"

"ভাল,—তার পর তুমি আমাকে বিবাহ করিতে চাও?"

"চাই,—তুমি যদি দয়া ক'রে সম্মত হও; তুমি বুঝ্‌তে পাচ্ছো না, আমি তোমায় কত ভালবাসি।"

"কিন্তু সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর, দেখ্‌তেই তো পাচ্চো, আমি নেহাত ছেলে-মানুষটী নই। তুমি আমায় ভালবাস, বিবাহ করিতে চাও, এতে আমার আনন্দ ভিন্ন আর কি হ'তে পারে, –"

"সত্যি?"

"স'রে দাঁড়াও,—হাত ধরিবার সময় এর পর অনেক হবে। এখন শুন।"

"তোমার কথা আমার কাণে যেন বীণা বাজে।"

"তোমায় তো বলিলাম, আমি ছেলেমানুষটী নই। আমি তোমাকে প্রথম পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌বো যে, সত্য সত্যই তুমি আমায় ভালবাস কি না।"

"এই তোমার পা ছুঁয়ে ব'ল্‌চি, আমি তোমায় যত ভালবাসি, তত মানুষকে মানুষ কখন ভালবাস্‌তে পারে না। এতেও যদি না বিশ্বাস কর, চল, চন্দ্রনাথ ছুঁয়ে শপথ ক'রে বলিব।"

"আমি তোমার কথাতেই বিশ্বাস করিতেছি; তবুও পরীক্ষা চাই। যদি এক বৎসর আমার সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌তে পার, যদি এই এক বৎসর আমি যা ব'ল্‌ব তাই কর, যদি এক বৎসরের মধ্যে আর বিবাহের নাম না কর, তা হ'লেই বুঝিব, তুমি আমায় ভালবাস। স্বীকার আছ?"

"এখনই, তোমার সঙ্গে থাকৃতে পারিলে আমি আর কিছুই চাই না। তুমি যা ব'ল্‌বে তাই ক'র্‌বো, যদি মর্‌তে বল মরিব।"

"তা সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক, কখন আমি সে অনুরোধ করিব না। কিন্তু সর্ব্বেশ্বর, তুমি যে আমার সঙ্গে যাবে, তোমার বাপ-মা ছাড়্‌বে কেন?"

"আমি পালাব।"

"তাও কি হয়, তা হ'লে লোকে ব'ল্‌বে কি ?"

"তবে ব'লে যাব।"

"যদি না যেতে দেন ?"

"হুঁ, আমি কচি ছেলেটী আছি কি না ?"

"তবে সেই কথাই ভাল, তোমার বাপ-মাকে ব'লে ক'য়ে ঠিক হ'য়ে থেক, কালই আমরা রওনা হ'ব।"

"আচ্ছা ;—"

"তবে এখন যাও, সকল কথাই তো হ'ল।"

"যে রকম গান গাইলে, সেই রকম একটী গান গাও।"

সুজলা হাসিয়া কহিলেন, "আমার গান কি তোমার ভাল লাগে ?"

"ভাল লাগে ? তোমার গান মধু—মধু—"

"এখান থেকে গিয়ে ঐ মন্দিরের সিঁড়ীতে ব'স ; আমি এখান থেকে গান গাব, তুমি ওখানে ব'সে শুন্‌বে।"

"তা হ'লে যে তোমার মুখ দেখ্‌তে পাব না।"

"মুখ দেখা আর গান শুনা, তুই এক সময়ে হবার যো নাই। না যাও ভালই,—মুখ দেখ।"

সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর মহা বিপদ্‌গ্রস্ত হইলেন, ধীরে ধীরে উঠিলেন, আবার বসিলেন, বলিলেন, "আমি গান শুন্‌তে চাইনে।"

"তা হবে না, তোমায় গান শুন্‌তেই হবে,—যাও, উঠে গিয়ে ঐখানে ব'স।"

"না, আমি গান শুন্‌তে চাই না।"

"বটে ? এই বুঝি তোমার আমার কথা শুনা। তুমি এক বৎসর যে আমার কথা শুন্‌বে, তা বুঝাই যাচ্ছে—যাও।"

"না না, আমি যাচ্ছি, তুমি গান গাও।" এই বলিয়া সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর বেগে প্রস্থান করিলেন; সুজলাও মৃদু হাস্য করিয়া গান ধরিলেন।

সুজলা যখন সঙ্গীত শেষ করিয়া উঠিলেন, তখন রাত্রি শেষ হইয়াছে। পূর্ব্বদিক আলোকমালায় সজ্জিত করিয়া উষাদেবী জগতে ধীরে ধীরে পদার্পণ করিতেছেন, ডালে ডালে পাখী সকল সাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিতেছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সরযূ।

পাহাড়ের মধ্য দিয়া অপরিসর পথ; ঘুরিয়া ফিরিয়া উঠিয়া নামিয়া কতরূপ ভাবে গিয়াছে। সেই পথে পরদিবস দুই প্রহরের সময় ধীরে ধীরে সুজলা চলিয়াছেন। পশ্চাতে মোটমস্তকে সর্ব্বেশ্বর, তাঁহার স্কন্ধে এক ছাতিতে সংলগ্ন একটী বৃহৎ ঘটি ও এক জোড়া পাদুকা, কোমরে কতকগুলি বস্ত্র, দক্ষিণ হস্তে এক স্থূলকায় যষ্টি। সুজলার সেই পূর্ব্ববেশ, বাম হস্তে কমণ্ডলু, দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল।

সম্মুখে একটা বৃহৎ খাদ, ঐ খাদের পরপারে পথ। খাদ পার হইবার জন্য খাদের উপর দুইটা বৃহৎ বৃক্ষ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। সুজলা ত্রিশূলে ভর দিয়া স্থির পাদক্ষেপে খাদের উপর দিয়া চলিলেন; কিন্তু হতভাগ্য সর্ব্বেশ্বরের ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল, তিনি যষ্টিতে ভর দিয়া

অতি কষ্টে চলিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া সুজলা মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন, বলিলেন, "সর্ব্বেশ্বর, তোমার বাপ মা যে তোমায় এত সহজে ছেড়ে দিলেন।" সর্ব্বেশ্বরের কথা নাই, কথা তো দূরের কথা, তাঁহার নিশ্বাস প্রশ্বাস পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। সুজলা আবার বলিলেন, "কথা কও না যে।"

'হুঁ হুঁ—"

"ওকি, চ'লে এস না।"

সর্ব্বেশ্বর আর পারিলেন না, সেই বৃক্ষের উপর দিয়া হামাগুড়ি দিয়া চলিলেন; সুজলা তাঁহার ভাব দেখিয়া উচ্চ হাস্য করিতে লাগিলেন; তাঁহার হাসি শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বহু কষ্টে হামাগুড়ি দিয়া পরপারে আসিয়া সর্ব্বেশ্বর দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "দুর্গা দুর্গা! এমন জায়গা আর কটা আছে?"

"অনেক।"

"এঁ্যা?"

"তোমার কি ভয় কচ্ছিল নাকি?"

"না না,—কে বল্লে আমার ভয় কচ্ছিল?

"তাই তো বলি. সর্ব্বেশ্বরের মত বীর কে!"

"দেখ, তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হবে, তুমি আমাকে সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বেশ্বর ব'লে ডাকলে কেমন কেমন শুনায় না?"

"সে কি? স্বামীকে তো স্ত্রীলোকেরা আদর ক'রে নাম ধরে ডাকে।"

"ডাকে বটে, কিন্তু তাহাদের লজ্জা কম ব'লতে হবে।"

"তবে না হয় এখন থেকে তোমায় কেবল ঠাকুর বলে ডাকবো।"

"তা সেটা বড় মন্দ নয়; তা তোমার আমাকে আদর ক'রে যা ব'লতে ইচ্ছে যায় তাই বল।"

"তা যা হ'ক্ ঠাকুর, তোমার বাপ মা যে তোমায় এত সহজে ছেড়ে দিলেন।"

"তুমি যে তাঁদের আমার আগেই ব'লেছিলে। আমি বল্‌বামাত্র তাঁরা ব'ল্লেন, 'দেবী তোমার কথা ব'লেছেন; যাও তাঁর সঙ্গে, সর্ব্বদা তাঁর সেবা ক'র।' কিন্তু বুড়োকে তো তুমি সব কথা বল নাই।"

"তুমি কি আমায় পাগল ভাব?"

"আমি জানি তুমি নির্ব্বোধ নও।"

"ঠাকুর, একটা গান কর না?"

"আমি কি তোমার মত গাইতে পারি? তুমি একটা গাও।"

"তুমি ভারি চমৎকার গান কর, একটা গাও; আমার শুন্‌তে ভারি ইচ্ছে ক'চ্ছে।"

"সত্যি? তবে গাই। আমার গান রীতিমত শেখা,—আমার তাল মান সব ঠিক আছে। তোমার গান শুনে শেখা; তোমার তাল লয় অনেক সময়ে কেটে যায়।"

"গাও, শুনি।"

দুই চারি বার গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর গান ধরিলেন,—

"বিরহ কে বলে জ্বালা?
জানি প্রাণ তাহে করে ঝালাপালা।
সুখ আছে তাহে,
দুঃখ মাঝে রহে,
বিরহ মাঝে মাঝে হওয়া ভাল, কালা।"

সে গানের গভীর গর্জ্জনে ভীত হইয়া পক্ষী সকল কলরব করিয়া আকাশে উড়িল; অসংখ্য কাক "কা কা' শব্দে সেই স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া

উড়িতে লাগিল; কয়েকটা পেচক বিকট শব্দ করিয়া উড়িয়া পর্ব্বত-শৃঙ্গে যাইয়া বসিল, গান শেষ করিয়া ঠাকুর কহিলেন, "কেমন?"

"এমন গান কখন আমি শুনি নি।"

"আমার গান পরিশ্রম ক'রে রীতিমত শেখা। তাল লয় আমার বেশ বোধ আছে,—না?"

"হ্যাঁ, বেশ বোধ আছে।"

সম্মুখে আর একটা খাদ, এটাও বহু কষ্টে সর্ব্বেশ্বর পার হইলেন। পর-পারে একটু ফিরিয়াই তাঁহারা দেখিলেন, তাঁহাদিগের সম্মুখে একটি স্ত্রীলোক।

তাহার বয়স চতুর্দ্দশবর্ষ হইবে, তাহার দিকে একবার চাহিলে চক্ষু ফিরাইয়া লওয়া দুঃসাধ্য। কিন্তু তাহার সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য অযত্নে মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। পরিধান কৃষ্ণবর্ণ শতগ্রন্থিযুক্ত ছিন্ন বস্ত্র, অলঙ্কারের নামমাত্র শরীরে নাই, আজানুলম্বিত কেশ তৈল বিনা বিবর্ণ হইয়া পৃষ্ঠে লুটাইতেছে; তাহার উজ্জ্বল চক্ষু হইতে একরূপ অমানুষিক তেজ নির্গত হইতেছে। তাহাকে দেখিলে সহসা উন্মাদিনী বলিয়া বোধ হয়।

সুজলা দাঁড়াইলেন, রমণী কহিল, "আপনি সন্ন্যাসিনী?"

"বৎসে, তুমি কে?

"আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে?" এই বলিয়া সর্ব্বেশ্বরের দিকে চাহিয়া বালিকা বলিল, "ও কে?"

"ও আমার চাকর।

সর্ব্বেশ্বর লম্ফ দিয়া উঠিয়া বলিলেন, "সে কি?"

সন্ন্যাসিনী, ঠাকুরের দিকে চাহিয়া ভ্রূকুটী করিয়া বলিলেন. "আমার যা না শুনিলে আমার সঙ্গে থাকিতে পাইবে না।"

"তুমি যে নেহাত অন্যায় কথা বল।"

সুজলা, বালিকার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আমার চাকরের বুদ্ধি বড় কম; তোমার যা বলিবার আছে বল।" বালিকা তখন সুজলার নিকট আসিয়া বলিল, "চন্দ্রনাথের মন্দিরে একজন সন্ন্যাসী আছে।"

"দেবানন্দ স্বামী?"

"তিনি আমাকে আপনার নিকট আসিতে বলিলেন; তিনি বলিলেন যে, বিক্রমপুরের রাজকুমার প্রমোদকিশোর কোথায় গেছেন, তা আপনি আমাকে ব'লে দিতে পারেন।"

"বুঝেছি, তুমিই কামিথ্যাদেবীর মন্দিরের কুমারী।"

"আমি সরযূ।"

"রাজকুমারকে তোমার আবশ্যক কি?"

বালিকা কটি হইতে এক শাণিত ছুরিকা বাহির করিয়া বলিল, "দেখিতেছ না, ছুরি রহিয়াছে!"

সুজলা ধীরে ধীরে তাহার হাত ধরিলেন, ধীরে ধীরে তাহার মস্তক নিজ স্কন্ধে রাখিলেন, তখন বালিকা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল; সুজলা তাহার মস্তকের কেশ হস্ত দ্বারা মার্জ্জিত করিয়া দিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে সরযূ মস্তক তুলিল, তখন সুজলা কহিলেন, "বৎসে, ব্যাকুল হইও না; তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে; আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমাকে প্রমোদকিশোরের কাছে লইয়া যাইব।" তখন সুজলা, সর্ব্বেশ্বরকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন, তাঁহার নিকট হইতে মোট লইয়া, সুজলা এক খানি গেরুয়া বস্ত্র বাহির করিয়া সরযূকে দিলেন। সরযূ কহিল "ওতে আমার কাজ নাই, এই আমার ভাল।"

"তোমার বুদ্ধি আছে। কাপড় পর।"

সরযূ তখন নিজ ছিন্ন বস্ত্র ত্যাগ করিয়া গেরুয়া বসন পরিধান করিয়া

রিয়া

সুজলা নিজ কণ্ঠ হইতে দুই ছড়া রুদ্রাক্ষের মালা লইয়া তাহার গলায় পরাইয়া দিয়া বলিলেন, "শুন, আমি কেমন গাই। সর্ব্বেশ্বর, আমার বীণা দাও।" সর্ব্বেশ্বর, মোট হইতে ক্ষুদ্র বীণা বাহির করিয়া সুজলার হস্তে দিলেন। তখন সেই বীণার মধুর ধ্বনি উঠিল, সরযূ মন্ত্রমুগ্ধা হরিণীর ন্যায় সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে চলিল। সন্ন্যাসিনী গাহিতেছিলেন,—

"ভালবাসা কি আপনি হয়?
সাধ্‌লে পরে স'রে যায়।
ডাক্‌লে পরে ডাক না শুনে,
কখন আসে কেউ না জানে;
লুকিয়ে আসে দেখিয়ে তায়।"

সহসা পশ্চাৎ হইতে রাসভ-বিনিন্দিত স্বরে সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "বা! বা!" সুজলা গীত বন্ধ করিলেন, সরযূও চমকিত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিল। ঠাকুর আবার বলিয়া উঠিলেন, "বা! বা!" সুজলা হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন সরযূও থাকিয়া থাকিয়া হাসিয়া ফেলিল, অবশেষে সর্ব্বেশ্বর ঠাকুরও হাসিয়া উঠিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিপদ।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে মূর্চ্ছিতা উষা-দেহ লইয়া প্রমোদকিশোর গড়-গ্রামের ক্ষুদ্র চটিতে উপস্থিত হইলেন। সুশীতল সমীরণ মূর্চ্ছিতা উষার শিরে লাগিয়া তাঁহাকে অনেক প্রকৃতিস্থ করিয়াছিল। যখন অশ্ব আসিয়া চটির দ্বারে দণ্ডায়মান হইল, তখন উষা ধীরে ধীরে তাঁহার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "আমি কোথায় ?"

"ভয় নাই,—আপনি নিরাপদে আছেন।"

সহসা যেন উষার সমস্ত বৃত্তান্ত স্মরণ হইল ; তিনি সলজ্জভাবে তাঁহার অবগুণ্ঠন টানিয়া বদনাবৃত করিলেন, বস্ত্রাদি যথাস্থানে সংস্থাপিত করিলেন।

প্রমোদকিশোর এক ব্যক্তিকে অশ্ব ধরিতে ইঙ্গিত করিয়া, ধীরে ধীরে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন ; তৎপরে যুবতীকে অশ্ব হইতে নামাইলেন ; তাঁহাদিগের আগমনে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কয় ব্যক্তি চটির বাহির হইয়া আসিল। প্রমোদকিশোর কহিলেন, "এখানকার কর্ত্তা কে ? এক ব্যক্তি অভিবাদন করিয়া কহিল, "আজ্ঞে আমি।"

"এখানে থাকিবার স্থান আছে ?"

"খুব ভাল স্থান আছে,—আপনাদের অনুগ্রহে কৃপারামের চটিতে সকলই পাওয়া যায়।"

"তোমার নাম কৃপারাম ?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"শীঘ্র ইহাঁর জন্য একটা ঘর পরিষ্কার কর, ইনি পীড়িত।"

"এখনই সব ঠিক হবে।"

এই বলিয়া কৃপারাম দ্রুতপদে গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

প্রমোদকিশোর, উষাকে লইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষুদ্র অট্টালিকায় প্রবিষ্ট হইলেন।

আসামের রাজা আসাম হইতে চন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত একটী পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন; তিনি এই পথের পার্শ্বে দশ ক্রোশ অন্তর এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই সকল ধর্ম্মশালায় তিনি এক একটী লোককে দোকান করিয়া দিয়াছিলেন; এই সকল স্থানে, অর্থব্যয় করিলে পথিকেরা সকল দ্রব্যই প্রাপ্ত হইতেন। গড়গ্রামের "ধর্ম্মশালায়" কৃপারাম, দোকানের অধিকারী।

সত্বর একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ উষার জন্য প্রস্তুত হইল; উষা বিশ্রামার্থে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন প্রমোদকিশোর, কৃপারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কোন রাজপুত যাত্রী এসেছেন?"

"না, কৈ, কেহই না।"

প্রমোদকিশোর চিন্তান্বিত হইলেন; ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, পরে ভাবিলেন, "হয় তো তাঁরা এখনও এঁর জন্য বনে ঘুরিতেছেন।"

তখন তাঁহাদের জন্য কৃপারাম আহারের আয়োজন করিল; প্রমোদকিশোর রন্ধনকার্য্য শেষ করিয়া উষার নিকট চলিলেন। দেখিলেন, তাঁহার প্রকোষ্ঠের দ্বার রুদ্ধ। তিনি আঘাত করিলে উষা ধীরে ধীরে দ্বার উন্মুক্ত করিলেন; প্রমোদকিশোর কহিলেন, "কিছু আহার করুন।" উষা ঘাড় নাড়িয়া "না" বলিলেন।

"কেন, তাহাতে যে অসুখ হবে?"

"না, আমি কিছু খাব না।"

"না খেলে অসুখ হবে, কষ্ট হবে; সমস্ত দিন কিছু খান নি; আসুন, যা পারেন, কিছু খাবেন। এখানে কি পাঠিয়ে দিব?"

"না।"

অগত্যা প্রমোদকিশোর ফিরিয়া চলিলেন; ঊষা কহিলেন, "কই, তাঁরা এখানে আসেন নি।"

"বোধ হয়, তাঁরা এখনও আপনার অনুসন্ধান করিতেছেন;—এখনই আসিবেন। আপনি ব্যস্ত হইবেন না।"

ঊষা কোন কথা কহিলেন না, প্রমোদকিশোর আহার করিতে গেলেন। আহার করিতে করিতে প্রমোদকিশোর, কৃপারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে ঘোড়া কিনিতে পাওয়া যায়?"

"আপনাদের অনুগ্রহে কৃপারামই দুই একটা ঘোড়া রাখে।"

"ভালই;—আমার জন্য একটা ঘোড়া কাল খুব সকালেই ঠিক ক'রে রেখ।"

"আজ্ঞে, খুব সকালেই ঠিক ক'রে রাখ্‌ব।"

প্রমোদকিশোর ভাবিলেন, "যখন তাঁরা এখনও এখানে এলেন না, তখন নিশ্চয়ই তাঁরা চন্দ্রনাথ ফিরে গেছেন। এঁকে আবার সেইখানে রেখে আস্‌তে হবে; বাড়ী যেতে বিলম্ব হ'ল, তা কি করিব। অসহায়া বালিকাকে কোথায় ফেলে যাব? তা যদি যাই, তা হ'লে আমার মত কাপুরুষ কে?" তার পর প্রমোদকিশোরের হৃদয়ে যাহা উঠিল, তাহা তিনি ঠেলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু পারিলেন না। তিনি উঠিয়া ধীরে ধীরে ঊষার প্রকোষ্ঠদ্বারে যাইয়া আবার দ্বারে আঘাত করিলেন। ঊষা দ্বার খুলিল;—প্রমোদকিশোর সম্মুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। যাহা বলিবেন বলিয়া তিনি আসিয়াছিলেন, তাহা তিনি

ভুলিয়া গিয়াছেন। উষা কহিলেন, "আপনি আহার ক'রেছেন ?"

"হ্যাঁ, ক'রেছি ?"

আবার দুইজনেই নীরব; তখন প্রমোদকিশোর কহিলেন, "তাঁরা তো এখানে এলেন না, বোধ হয়, তাঁরা ফিরে চন্দ্রনাথ গেছেন। আমি ঘোড়া ঠিক ক'রেছি; কাল আপনাকে চন্দ্রনাথে তাঁদের কাছে রেখে আস্‌বো। কাল ঘোড়ায় চ'ড়ে যেতে কি আপনার কষ্ট হবে ?"

"না—আমি বেশ ঘোড়ায় যেতে পার্‌বো। আপনি আজ এই দরজার কাছে শুয়ে থাক্‌বেন, না হ'লে আমার ভয় ক'র্‌বে।"

"আমি থাক্‌তে আপনার ভয় কি ? আমি সমস্ত রাত্রি এই দরজায় জেগে ব'সে থাক্‌ব।"

"না না, তা হ'লে আপনার কষ্ট হবে।"

"আপনার শরীর অসুখ, যান শুন্‌গে; না হ'লে অসুখ ক'র্‌বে।"

উষা দ্বাররুদ্ধ করিলেন; প্রমোদকিশোর সেই স্থানে শয়ন করিলেন, কিন্তু তাঁহার নিদ্রা হইল না। দুই একবার তন্দ্রা আসিয়াছিল মাত্র, তাহাতে তিনি কেবল নানারূপ স্বপ্নে উৎপীড়িত হইলেন।

প্রাতে উঠিয়া প্রমোদকিশোর বাহিরে আসিলেন, দেখিলেন, কৃপারাম অশ্বের সজ্জা করিতেছে। তিনি আসিলে বলিল, "আপনারা কি এখনই রওনা হইবেন ?"

"হ্যাঁ; রাত্রে আর কোন রাজপুতযাত্রী এখানে আসেন নি ?"

"আজ্ঞে না।"

তখন প্রমোদকিশোর উষার প্রকোষ্ঠের দিকে চলিলেন; দেখিলেন, উষা প্রস্তুত হইয়া দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। প্রমোদকিশোর কহিলেন, ঘোড়া প্রস্তুত, আপনার এখন আর কোন অসুখ নাই তো ?"

"না।"

"আপনি ভীত হ'চ্ছেন কেন? যদি তাঁদের না সাক্ষাৎ পাই, আমি আপনাকে রাজপুতানায় রেখে আস্‌বো।"

উষা সলজ্জভাবে কহিলেন, "আপনার সঙ্গে থাকৃতে আমার কোনই ভয় করে না।"

দুইজনে নীরবে বাহিরে আসিলেন; প্রমোদকিশোর, উষাকে অশ্বারোহণ করাইলেন, তৎপরে নিজেও অশ্বারোহণ করিলেন। তখন ধীরে ধীরে অশ্বদ্বয় চন্দ্রনাথের দিকে চলিল।

প্রমোদকিশোর দেখিলেন, উষা কষ্টে নিতান্ত অনভ্যস্তের ন্যায় অশ্বপৃষ্ঠে উপবেশন করিয়াছেন; তিনি ভাবিলেন, হয় তো অসুস্থ বলিয়া এরূপ হইতেছে।

অদূরে সেই শালবন, এবং সেই নির্জ্জন পথ; জানি না, কেন প্রমোদকিশোরের প্রাণ কম্পিত হইয়া উঠিল। অশ্বারোহীদ্বয় ক্রমে শালবনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন; তখন উষা কহিলেন, "আপনি আমার পাশে পাশে চলুন, না হ'লে,—"

"ভয় কি?" এই বলিয়া সত্বর প্রমোদকিশোর নিজ অশ্ব উষার অশ্বের পার্শ্বে আনিলেন; অপরিসর পথ,—দুই অশ্ব প্রায় সংশ্লিষ্ট হইয়া চলিতে লাগিল। দুইজনের দেহ প্রায় স্পর্শিত হইয়া গেল; কিন্তু বহুক্ষণ কেহই আর কোন কথা কহিলেন না। অবশেষে প্রমোদকিশোর কথা কহিলেন; বলিলেন, "আপনাদের জয়পুর দেখিতে আমার ইচ্ছা করে।"

"বেস তো, একবার যাবেন; তা হ'লে বাবা বড় সন্তুষ্ট হবেন। কবে যাবেন?"

"তা কেমন ক'রে ব'ল্‌বো। মোগলেরা বঙ্গদেশের পশ্চিমদিক্ সব অধিকার ক'রেছে; এইবার শীঘ্রই তারা পদ্মা পার হবে। পদ্মার এ পারেই আমার পিতার রাজ্য; পিতা বৃদ্ধ; রাজ্য রক্ষা করা আমার ক্ষুদ্র বলের

উপর নির্ভর করিতেছে। দেবানন্দ স্বামীর পরামর্শ গ্রহণ করিতে চন্দ্রনাথে গিয়েছিলাম ; ফিরে বাড়ী যাবার পথে আপনাকে দেখিলাম।”

“তবে তো আমি আপনার কাজের অনেক ক্ষতি করিলাম।”

“কিছু না। দুই এক দিন বিলম্বে আর কি ক্ষতি? আপনার মাতাঠাকুরাণী নিশ্চয়ই চন্দ্রনাথে আছেন ; তাঁর কাছে আপনাকে দিয়ে আমি বাড়ী ফিরিব।”

“একবার জয়পুরে যাবেন।”

“যুদ্ধের পর যদি বেঁচে থাকি, তবে নিশ্চয়ই যাব।”

“মোগলেরা কি বড় বীর?”

“আমাদের কাছে বটে, কিন্তু রাজপুতের কাছে নয়। শুনেছি, সেখানে তারা অনেকবার অপদস্থ হ'য়ে এসেছে। এখন একজন রাজপুত-যোদ্ধা তাঁদের সেনাপতি।”

“আপনাদের বাড়ী যেখানে, সেটা কি খুব বড় নগর?”

“বিক্রমপুর নিতান্ত ছোট নগর নয়, তবে হয় তো জয়পুরের মত নয়।”

“আমার ভারি দেখিতে ইচ্ছা করে।”

“বেস্ তো, আমি আপনার মাতাঠাকুরাণীকে বলিব। তাঁরা তো ঐ দিক্ দিয়ে যাবেন, না হয় গরীবের বাড়ী দুই দিন থাকিবেন।”

“দেশের দ্বারে শত্রু, এখন কি আমাদের সেখানে গিয়ে আপনাদের যুদ্ধের ব্যাঘাত করা উচিত।”

“ব্যাঘাত কি? আপনারা যাবেন,—তাতে আবার ব্যাঘাত কি?”

আবার দুইজনে নীরবে চলিলেন ; তাহার পর প্রমোদকিশোর উষার মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “এর পরে আমার কথা কি আপনার আর মনে থাকিবে?” উষা নিজ উজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয় একবার তুলি-

লেন, প্রমোদকিশোরের চক্ষের সহিত সে চক্ষু মিলিল, তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে বিদ্যুৎ সঞ্চালিত হইল। ঊষা কহিলেন, "যিনি আমার প্রাণরক্ষা করিলেন, তাঁকে কি কখন ভুলা যায়?"

সেই নির্জ্জন অরণ্য-পথে, পরমাসুন্দরী অসহায়া যুবতীর কণ্ঠ হইতে এই কয়টী কথা প্রমোদকিশোরের হৃদয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, তাঁহার মস্তিষ্কের মধ্যে একরূপ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল। তাঁহার হৃদয়ে যে সকল বাসনা উদিত হইতেছিল, তাহা বহু কষ্টে দমন করিয়া, তিনি দক্ষিণ-হস্তে ঊষার হাত ধরিলেন, বলিলেন, "ঊষা!" অমনি তিনি চমকিত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিলেন, তৎপরে মুহূর্ত্তের মধ্যে অশ্ব হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন।

ঊষাও চমকিত হইয়া পশ্চাতে মুখ ফিরাইলেন। যখন তিনি দেখিলেন যে, প্রমোদকিশোর ভূমিসাৎ হইয়াছেন, তখন তিনিও সত্বর অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তৎপরে এক বিকট চীৎকার করিয়া পাগলিনীর ন্যায় প্রমোদকিশোরের দেহের উপর পতিত হইলেন। তাঁহার সেই চীৎকার-ধ্বনি সমস্ত অরণ্য আলোড়িত করিয়া দূরে দূরে বহু দূরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

———

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সরযূ ও সুজলা।

শালবনের সেই অপরিসর পথ দিয়া সুজলা, সরযূ ও সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর চলিয়াছেন, সুজলা ও সরযূ সম্মুখে, দুই জনে পাশাপাশি হইয়া চলিয়াছেন। পশ্চাতে মোট মস্তকে ঠাকুর চারিদিকে ভয়ে ভয়ে চাহিতে চাহিতে আসিতেছেন। তিনি প্রতি মুহূর্ত্তেই ব্যাঘ্রের সহিত সাক্ষাৎ প্রত্যাশা করিতেছিলেন। সুজলা ও সরযূ কথা কহিতে কহিতে যাইতেছিলেন। সুজলা কহিলেন, "তার পর ?"

"তার পর, সেই গদাধর ঠাকুর আমাকে লালনপালন করেন। আমার বাপ-মা কে, তা তিনিও জানিতে পারেন নি, আমিও জানি না।"

"তার পর ?"

"তার পর আমি কামিখ্যার মন্দিরে একজন কুমারী হ'লেম ; যাত্রীদের কাছ হ'তে পয়সা আদায় ক'রে বাবাকে এনে দিতাম। যখন আমার ন বছর বয়স, তখন গদাধর ঠাকুরের মৃত্যু হ'ল। তখন আমি রীতিমত "কুমারী" হ'লেম। ঠাকুরের প্রসাদ খেতাম, মন্দিরে শুইতাম। এই রকম ৭।৮ বছর কেটে গেল। প্রায় তিন মাস হ'ল, আমি একদিন বাজার থেকে মন্দিরের দিকে আস্‌চি, এমন সময় পথে একটা ভিড় হ'য়েছে দেখে আমি

সেই দিকে গেলাম। কিন্তু আমি সেখানে যেতে না যেতে সব লোক চারি দিকে ছুটিল। কয়জনা ধাক্কা মেরে আমাকে ফেলে চ'লে গেল; আমি রাস্তায় প'ড়ে গেলাম। যখন উঠিলাম, তখন দেখিলাম আমার প্রায় ৫০ হাত দূরে একটা ভয়ানক বড় মোষ সিং নীচু ক'রে আমার দিকে আসচে। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সে আমাকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে ফেল্‌বে, আমি ভয়ে চীৎকার ক'রে চোক বুজিলাম। চারিদিকে লোকেরা 'পালা, পালা' ব'লে চীৎকার ক'র্‌তে লাগ্‌ল। আমি একবার চোক চাইলাম, দেখ্‌লেম, মোষ আমার নিকট এসেছে; এই সময় একজন এসে পশ্চাৎ হ'তে সেই মোষের গলায় তরোয়াল মারিল; সে আঘাত পেয়ে আমাকে ছেড়ে তার দিকে ফিরিল; আমি ছুটে পলাইলাম। তিনি প্রায় দুই দণ্ড মোষের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তাকে মেরে ফেল্লেন; সকল লোকে তাঁকে প্রশংসা ক'র্ত্তে লাগ্‌লো। তার পর তিনি আমার নিকট এলেন, আদর ক'রে আমার হাত ধ'র্‌লেন; আমাকে ১০ টা মোহর দিলেন। আমি তখন নিলাম বটে কিন্তু তার পর সেগুলো সব ছুড়ে জঙ্গলে ফেলে দিয়েছিলাম।"

"কেন?"

"টাকা নিয়ে আমি কি করিব?"

"তার পর!"

"তার পর, তিনি যখন মন্দির থেকে চ'লে গেলেন, আমি আর থাক্‌তে পারিলাম না; আমিও গোপনে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম।"

"তা তিনি জানিতেন?"

"জানিতেন।"

"তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হ'য়েছে?"

"হ্যাঁ, তিন বার হ'য়েছে। প্রথমবার তিনি আদর ক'রে আমাকে ফিরে যেতে বলেন; লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেন; কিন্তু আমি যাই নাই। দ্বিতীয়বার, তিনি আদর ক'রে অনেক বুঝিয়ে বলিলেন, 'সরযূ, বাড়ী ফিরে যাও, না হয় বিক্রমপুর যাও।' তিনি আমাকে লোক জন দিয়া বিক্রমপুর পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু আমি যাই নাই। আবার তার পর এই চন্দ্রনাথে তাঁর সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল, এবার তিনি আমাকে অপমান ক'রেছেন;—" বলিতে বলিতে বালিকা কাঁদিয়া ফেলিল, কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে কষ্টে চক্ষুর্জল প্রশমিত করিল।

এই সময়ে পশ্চাতে সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর একরূপ বিকট শব্দ করায় উভয়েই চমকিত হইয়া ফিরিলেন। সর্ব্বেশ্বর সভয়ে জঙ্গলের দিকে অঙ্গুলী দিয়া কি দেখাইতেছেন, সুজলা কহিলেন, "কি?" ঠাকুরের কথা নাই।

"মুখে কথা নাই; বাঘ না কি? ভয় নাই, তোমাকে বাঘে খেয়ে অপ্রস্তুত হবে না।"

সর্ব্বেশ্বরের শরীরে সত্য সত্যই মাংসের ভাগ অল্প ছিল।

"না,—না।"

"তবে কি, বলই না!"

সুজলা সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। পথ হইতে আরও একটী অপরিসর পথ,—সেই পথে একটু অগ্রসর হইয়া এক বৃহৎ বৃক্ষ; উহার নিম্নে এক ব্যক্তি রক্তাক্ত-কলেবরে পতিত রহিয়াছে। সুজলা কহিলেন, "এ দস্যুর কাজ। হতভাগাকে মেরে ফেলে তারা তার সর্ব্বস্ব নিয়ে তাকে এখানে ফেলে গিয়াছে; আমরা আর কি করিতে পারি। ঈশ্বর পাপীর দণ্ড বিধান করুন।" এই বলিয়া সুজলা ফিরিলেন। সরযূ ব্যাকুলভাবে কহিল, "না না, এঁকে কোথায় দেখেছি। এঁকে আপনি ভাল ক'রে দেখুন।" সুজলা বলিলেন, "সত্য বটে, লোকটাকে দেখা উচিত।

ঠাকুর ;—লোকটাকে টেনে এদিকে আন দেখি।” ঠাকুর প্রায় অর্দ্ধ-ক্রন্দন-স্বরে কহিলেন “আজ যে শনিবার।”

“তাতে কি?”

“শনি মঙ্গলবারে মড়াটা কেমন ক’রে ছুঁই।”

“তুমি নেহাত অপদার্থ।” এই বলিয়া সুজলা মৃতদেহের দিকে অগ্রসর হইলেন, সরযূও চলিল। তখন অগত্যা নবমীপূজার অজশাবকের ন্যায় কম্পিত-কলেবরে সর্ব্বেশ্বর ঠাকুরও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

দূর হইতে মৃতদেহের পরিধান গেরুয়া বসন দেখিয়া সুজলা চমকিত হইয়া বলিলেন, সন্ন্যাসীর প্রাণবধ করে এমন হিন্দু কে? ভেকের অবমাননা করে এমন দস্যুই বা কে? আমায় দেখিতে হইল।” তখন তিনি মৃতদেহের নিকট আসিলেন, অমনি এক হৃদয়বিদারক শব্দে সেই কানন পূর্ণ হইয়া গেল; উন্মাদিনীর ন্যায় লম্ফ দিয়া সরযূ সেই মৃতদেহের মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিয়াছে। সুজলা দেখিলেন,—সে প্রমোদকিশোর।

তাঁহার হৃদয়ের উপরে একটি তীর বিদ্ধ, পৃষ্ঠে মস্তকের নিম্নে আর একটি তীর; সমস্ত শরীরে অস্ত্রাঘাত চিহ্ন, রক্তে বস্ত্রাদি রঞ্জিত হইয়া সমস্ত শরীর প্লাবিত করিয়াছে। সমস্ত স্থানটী রক্তে লোহিত রঙ্গ ধারণ করিয়াছে। সুজলা মৃতদেহ পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। সরযূ পাগলিনীর ন্যায় কহিল,—“দেখ, দেখ,—ইনি মরেন নি; না ইনি মরেন নি,—না না না,—ইনি কখন মরেন নি।”

“ব্যস্ত হইও না, দেখি।”

“ইনি,—”

সরযূ কথা কহিতে গিয়া সহসা নিরস্ত হইল; তৎপরে উৎসুক-হৃদয়ে সুজলার দিকে চাহিয়া রহিল।

সুজলা সমস্ত দেহ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "ইনি মরেন নি ; যত্ন করিলে বোধ হয় বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন।"

"কি ক'র্ত্তে হবে, বল, কি ক'র্ত্তে হবে ? দেখ, কত রক্ত প'ড়্চে।" এই বলিয়া পাগলিনী নিজ বস্ত্রাঞ্চল দিয়া প্রমোদকিশোরের রক্ত মুছাইতে আরম্ভ করিল। সুজলা কহিলেন, "তুমি যদি এমন ব্যস্ত হও, তবে এঁর প্রাণ কিছুতেই রক্ষা ক'র্ত্তে পার্‌ব না।"

"আর আমি ব্যস্ত হ'ব না, একবারটীও ব্যস্ত হ'ব না। তুমি আমায় বল যে, ইনি বাঁচ্‌বেন।"

"তুমি যদি গোলযোগ না কর, তবে বাঁচ্‌বেন।"

সরযূ আর কথা কহিল না। তখন সুজলা ধীরে ধীরে অতিযত্ন সহকারে প্রমোদকিশোরের দেহ হইতে তীর দুইটী তুলিলেন, তীরের সহিত তীর-বেগে রক্ত ছুটিল। তখন বামহস্তে কাপড় দিয়া রক্ত বন্ধ করিয়া সুজলা দক্ষিণহস্তে সেই পথপার্শ্ব হইতে একটা বৃক্ষের কয়েকটা পাতা লইয়া সেই সকল ক্ষতস্থান বস্ত্র দিয়া উত্তমরূপে বাঁধিয়া দিলেন। ঔষধের অত্যাশ্চর্য্য গুণে মুহূর্ত্তের মধ্যে রক্ত বন্ধ হইল। তখন সুজলা আর একটা বৃক্ষের কতক গুলি পাতা লইয়া চর্ব্বণ করিয়া রস বাহির করিলেন, তৎপরে তাহা প্রমোদকিশোরকে সেবন করাইলেন। সরযূ কহিল, "কেমন দেখিলে, ভাল আছেন তো ? এখনও তো,—"

"দেখ, ওরকম কর তো আমি কিছুই ক'র্‌বো না।"

"না, না,—আমি আর কিছুই ক'র্‌বো না।" এই বলিয়া সরযূ অঞ্চল দিয়া প্রমোদকিশোরকে বাতাস দিতে লাগিল। তখন সুজলা কহিলেন, "ঠাকুর, এখান থেকে চটি প্রায় দুই ক্রোশ হবে। তুমি শীঘ্র গিয়ে ডুলি পাও পাল্কী পাও, যা পাও, একখানা নিয়ে এস।" ঠাকুর নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"যাও না যে।"

"একলা যাব ?"

"একলা না তো সঙ্গে কে যাবে ? কেন, একলা যেতে কি তোমার ভয় করে ?"

"আমার ভয় করে ! তা নয়, তোমাদের একলা এখানে কি ব'লে ফেলে যাব ?"

"তার জন্মে তোমায় বড় ভাব্‌তে হবে না। এখন আর দেরি ক'রো না, যাও !"

তখন অগত্যা "দুর্গা দুর্গা" বলিয়া ঠাকুর পাল্কী আনিতে প্রস্থান করিলেন। সুজলা ও সরযূ পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন।

সেই নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে দুইটি স্ত্রীলোক একটী মৃতপ্রায় দেহ লইয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন ; কিয়ৎক্ষণ পরে সুজলা কহিলেন, "সরযূ!" সরযূ চমকিত হইয়া ফিরিল, সুজলা কহিলেন, "যার উপর তোমার রাগ, যাকে মারিবার জন্য কোমরে ছুরি রাখিয়াছ, সে তো এখন তোমার ক্রোড়ে ; প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ কর না কেন ?" সিংহীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া দুই হস্তে ঘন কেশদাম মুখ হইতে সরাইয়া সরযূ কহিল, "তুমি সন্ন্যাসিনী, তুমি বুঝিবে কি ?" সুজলা মৃদুহাস্য করিয়া আর কোন কথা কহিলেন না। উভয়ে নীরবে বসিয়া রহিলেন।

প্রায় ৩।৪ দণ্ড পরে সর্ব্বেশ্বর পাল্কী লইয়া আসিলেন ; তখন তাঁহারা প্রমোদকিশোরকে সেই পাল্কীতে তুলিয়া কৃপারামের চটিতে আসিলেন। গত রাত্রে যে প্রকোষ্ঠে উষা শয়ন করিয়াছিলেন, সেই প্রকোষ্ঠে অদ্য মৃতপ্রায় প্রমোদকিশোর শয়ন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কুটীর।

প্রমোদকিশোর চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন, তিনি একটী ক্ষুদ্র কুটীর মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র পালঙ্ক উপরে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। কুটীরের জীর্ণ পত্রাচ্ছাদনের মধ্য হইতে সূর্য্যকিরণ গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া গৃহ অর্দ্ধ-আলোকিত করিয়াছে। তিনি উঠিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গে দারুণ বেদনা. তাঁহার শরীরে আর সে বল নাই। তিনি ব্যাকুলভাবে একবার চারিদিকে চাহিয়া চক্ষু মুদিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মনুষ্য-পদশব্দে চমকিত হইয়া প্রমোদকিশোর আবার চক্ষু রুন্মীলন করিলেন; দেখিলেন, এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান; তিনি ব্যাকুলভাবে তাঁহার দিকে চাহিলেন। সন্ন্যাসী কহিলেন, "বৎস, কেমন আছ?"

"ভাল।"

"তবে স্থির হইয়া শয়ন করিয়া থাক; দুই দণ্ড পরে আসিয়া ঔষধ দিব।"

"আমি কোথায়?"

"আমার আশ্রমে।"

"আমি এখানে এলাম কি ক'রে?"

"সে সকল কথা সুস্থ হইলে শুনিতে পাইবে; এখন অধীর হইলে পীড়া বাড়িতে পারে।"

"আমার হৃদয় অস্থির; আমার যাহা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, তাহা না জানিয়া থাকিতে হইলে, আমি কেমন করিয়া স্থির থাকিব ?"

"কি জানিতে চাও বল।"

"আমাকে এখানে কে আনিল?"

"তুমি অর্দ্ধ-মৃত অবস্থায় পথে পড়িয়াছিলে, দুইটী সন্ন্যাসিনী দেখিতে পাইয়া তোমাকে সেদিন চটিতে লইয়া যান; পরদিবস চিকিৎসার জন্য আমার এখানে আনিয়াছিলেন।"

"তাঁরা কে ?"

"তাঁরা সামান্য সন্ন্যাসিনী।"

"আমি কদিন এখানে আসিয়াছি ?"

"তিন দিবস হইল।"

"আর একটী কথা; আমার পীড়ায় কি কোন দেবীমূর্ত্তি আমার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া আমার শুশ্রূষা করিয়াছেন ?"

"করিয়াছেন।"

"তিনি কি রাজপুত ?" এই বলিয়া প্রমোদকিশোর শয্যা হইতে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন, সন্ন্যাসী কহিলেন "না।" প্রমোদকিশোর ধীরে ধীরে শয্যায় শয়ন করিলেন, বলিলেন, "তবে কে ?"

"তিনি একজন—?"

"তাঁর নাম কি উষা ?"

"না ?"

"তবে তাঁর নাম কি ?"

"তাঁর নাম—আমি তাঁর নাম জানি না।"

"তবে তিনি কে ?"

"তিনি একটী বালিকা সন্ন্যাসিনী।"

প্রমোদকিশোর শয়ন করিয়া চক্ষু মুদিলেন, তখন সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

কুটীরের বাহিরে পিঞ্জরাবদ্ধা ব্যাঘ্রীর ন্যায় এক সন্ন্যাসিনী পদচারণ করিতেছিলেন; সন্ন্যাসী নিকট দিয়া চলিয়া যান দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন দেখিলেন?"

"ভাল।"

"নিদ্রা যাইতেছেন?"

"না"

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন; সন্ন্যাসিনীও কুটীরের অনতিদূরে একটী বৃহৎ বৃক্ষের নিম্নে গিয়া বসিলেন।

সপ্তাহ অতীত হইল; প্রমোদকিশোর ক্রমে আরোগ্য হইতেছেন, কিন্তু তখনও নিতান্ত দুর্ব্বল। সপ্তাহ পরে প্রমোদকিশোর একদিন ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। চারিদিকে চাহিলেন, কেহ কোথাও নাই; তখন তিনি বলিলেন, "এখানে কে আছ, একবার আমার নিকট এস।"

কেহ উত্তর দিল না, তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া নিম্নে দাঁড়াইলেন, শয্যার নিকট একটী মৃৎপাত্রে জলের ন্যায় কি ছিল, তিনি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিলেন, সেইটা সমস্ত পান করিলেন। পান করিবামাত্র তাঁহার শরীরে মুহূর্ত্তমধ্যে যেন পূর্ব্ববল সঞ্চারিত হইল; তিনি ধীরে ধীরে কুটীরের বাহিরে আসিলেন।

বাহিরে একটী সুন্দর পুষ্পোদ্যান। কুটীরের চারিদিকে নানা ফুল ফুটিয়া গন্ধে আমোদিত করিতেছে; ভ্রমর ও মধুমক্ষিকাগণ ফুলে ফুলে মধুর সঙ্গীত করিয়া বেড়াইতেছে। প্রাতঃসূর্য্যের কোমল কিরণ বৃক্ষের

শাখায় শাখায়, পত্রে পত্রে পতিত হইয়া সমস্ত কানন নব শোভায় শোভিত করিয়াছে। প্রমোদাকশোর কুটীর দ্বারে বসিয়া সেই শোভা দেখিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকল স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সমস্ত কথা এ:ক একে তাঁহার স্মরণ হইতে লাগিল; তখন নানা চিন্তায় তাঁহার মন আলোড়িত হইয়া উঠিল, মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন।

আরও দুই দিবস অতীত হইল;—প্রমোদকিশোর নিদ্রিত;—পার্শ্বে বসিয়া সরযূ তাঁহাকে বাতাস দিতেছেন। তিনি নিদ্রিতাবস্থায় দুই তিন বার উষার নাম করিলেন; সরযূ শুনিল। বসিয়া বসিয়া সে অস্থির হইল, তাঁহাব চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল; তৎপরে পাগলিনীর ন্যায় কোমর হইতে এক ছুরিকা বাহির করিয়া সে বলিল, "এখনই এ হৃদয় জ্বালা জুড়াতে পারি। উষা,—উষা,—উষা। না! না! না! আমাকে তোমার সঙ্গে থাকিতে দাও। তা দিবে কেন? তোমার যে উষা আছে। সে উষা কে,—আমি এক-বার তাহাকে দেখিব। আমার হৃদয়ের জ্বালা তুমি বুঝিবে কেমন ক'রে? এ হৃদয়ে কি হয় তুমি জানিবে কেমন ক'রে? তুমি নিষ্ঠুর, তুমি কঠিন। তুমি যাই হওনা, তাতে আমার কি; কিন্তু তুমি আমাকে অপমান করিবার কে? উষা! উষা! উষাই তো! আমি কি ম'লেও ওনাম ভুলিব?" সরযূ, বালিকার ন্যায় ক্রন্দন করিয়া উঠিল; তাহার ক্রন্দনে জাগরিত হইয়া প্রমোদকিশোর চক্ষুরুন্মীলন করিবার চেষ্টা করিলেন, অমনি সে সত্বর কুটীর হইতে পলাইল। পাছে কেহ তাহার ক্রন্দন শুনিতে পায়, এই ভয়ে সে হৃদয়-বেগ সবলে প্রশমিত করিতে লাগিল, কিন্তু চক্ষের জল নিরস্ত করিতে পারিল না, চক্ষের জলে তাহার বস্ত্রাঞ্চল আর্দ্র হইয়া গেল।

সহসা তাহার হৃদয়ের অগ্নি যেন তাহার অজ্ঞাতসারে নির্ব্বাপিত

হইতে লাগিল। দগ্ধ স্থানে কোন সুশীতল ঔষধ প্রয়োগ করিলে যেমন সেই স্থানে পরম সুখ বোধ হয়, তেমনি তাহার হৃদয়ে যেন কেমন এক অমৃত সিঞ্চিত হইতে লাগিল; তাহার হৃদয়ের জ্বালা দূরীভূত হইল, তাহার চক্ষের জল নিরস্ত হইল; কেন এরূপ হইতেছে, সে প্রথমে কিছুই বুঝিল না; পরে ক্রমে বুঝিল যে, তাহার কর্ণকুহরে মধুর ধ্বনি প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয়ে শান্তি উৎপাদন করিতেছে, পরে বুঝিল যে, অদূরে উত্থিত মধুর বীণা-ধ্বনির সহিত বিমিশ্রিত সঙ্গীত তাহার কর্ণে আসিতেছে। সেই সুমধুর সঙ্গীতের মোহিনী-শক্তি তাহার হৃদয়ের সমস্ত কষ্ট দূর করিয়াছে। কোথা হইতে সুজলা গাহিতেছিলেন;—

"ল'য়ে নরনারী, হের হরি, হোরি খেলে;
কেহ নড়ে কেহ রড়ে ধায়;
কেহ ওই, লালে লাল হয়;
কেহ সুখ পায়, কারো শুধু দুঃখ মেলে।"

সঙ্গীতের মধুর ধ্বনিতে সরযূর সমস্ত অঙ্গ যেন অবশ হইয়া আসিতে লাগিল, সে বৃক্ষে পৃষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া বসিল, চক্ষু মুদিল; সে তখন আর সকল ভুলিয়া গেল।

যখন সে চক্ষুরুন্মীলন করিল, তখন দেখিল তাহার পার্শ্বে বীণাহস্তে সুজলা দণ্ডায়মানা। তিনি স্নেহপূর্ণনয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন; যেন স্বয়ং মা কৈলাসেশ্বরী ভক্তের কষ্টে বিচলিত হইয়া মর্ত্ত্যে অবতীর্ণা হইয়াছেন। সুজলা ডাকিলেন "সরযূ"। সরযূ মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিল। তিনি বলিলেন, "তিনি নিদ্রিত হইয়াছেন।" সরযূ সত্বর উঠিল, হরিণীর ন্যায় দ্রুতবেগে সে কুটীরে প্রবিষ্ট হইল। সুজলা তাহার দিকে চাহিয়া থাকিলেন, "যখন সে দৃষ্টির বহির্ভূত হইল, তখন তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "হায়! অবোধ বালিকা, তুমি আবার

প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবে! যে, মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মুখ দেখিতে পাইলে জগৎ ভুলিয়া যায়, সে কি কখন তাহার উপর রাগিতে পারে?"

তিনি সেই স্থানে বসিলেন; ধীরে ধীরে বীণার ঝঙ্কার দিলেন; পরে নিজ-মনে সেই বৃক্ষতলে বসিয়া বীণা বাজাইতে লাগিলেন। ক্রমে সেই বীণার মধুর ধ্বনি কানন পরিপূর্ণ করিল; তখন বোধ হইতে লাগিল, যেন সমস্ত অরণ্য অমৃতসাগরে ভাসিতেছে।

সহসা চীৎকারধ্বনিতে কানন পূর্ণ হইল; সুজলা চমকিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বদেশ-যাত্রা।

এক সময়ে তিন জনে কুটীরে প্রবিষ্ট হইলেন, সুজলা, সর্ব্বেশ্বর ও সন্ন্যাসী। দেখিলেন, প্রমোদকিশোর শয্যায় বসিয়া চারিদিকে সভয়নেত্রে ও ব্যাকুলভাবে চাহিতেছেন, সরযূ তথায় নাই। প্রমোদকিশোরের হৃদয়ে ছুরিকা নিবদ্ধ হয় নাই দেখিয়া সুজলা আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু চীৎকারের কারণ জানিবার জন্য সকলেই বিশেষ ব্যস্ত। সন্ন্যাসী প্রথম কথা কহিলেন, বলিলেন, "বৎস, কি হইয়াছে!" প্রমোদকিশোর চারিদিকে ব্যাকুলভাবে চাহিয়া বলিলেন "আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি, আমি এখানে আর

থাকিব না।” তাহার পর সুজলার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “মা, আপনিই বোধ হয় আমাকে পথ হইতে কুড়াইয়া আনিয়া প্রাণদান দিয়াছেন; অনেক অনুগ্রহ করিয়াছেন, আর একটু অনুগ্রহ করুন। আমি বিক্রমপুরের রাজার পুত্র—প্রমোদকিশোর,—আমাকে স্বর্ণগ্রামে রাখিয়া আসুন, সেখান হইতে আমি নিজেই যাইতে পারিব। আর আমি এখানে থাকিব না।” সুজলা কহিলেন, “বৎস, স্থির হও, তোমার শরীর এখনও দুর্ব্বল।”

“আমি আর এখানে থাকিতে পারিব না, এখানে আর থাকিলে আমি বাঁচিব না।”

“কি স্বপ্ন দেখিয়াছ?”

“না—না—সে কথা আমি ভাবিতে পারিব না। আমি এখানে আর থাকিব না; এখানে থাকিলে সেই স্বপ্ন আবার দেখিতে হইবে।”

“বৎস! স্থির হও।”

“আপনারা আমাকে রাখিয়া আসিবেন না? তবে আমি আপনিই যাইব।”

এই বলিয়া প্রমোদকিশোর বেগে উঠিলেন; সুজলা ধীরে ধীরে তাঁহার পৃষ্ঠে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন, “অধীর হইও না; আমরাই তোমাকে রাখিয়া আসিব। তুমি যত শীঘ্র উপকার বিস্মৃত হও, আমরা তত শীঘ্র পীড়িত ও অসহায়কে ত্যাগ করি না।” তিরস্কৃত হইয়া প্রমোদকিশোর কহিলেন, “মা, আমাকে ক্ষমা করুন, কি বলিতে কি বলিয়াছি, জ্ঞান নাই।”

“এখন স্থির হইয়া নিদ্রা যাও; আমরা পাল্কী আনিতে পাঠাইতেছি; আসিলে সংবাদ দিব।”

প্রমোদকিশোর শয়ন করিলেন, তখন তাঁহারা তিন জনে কুটীর হইতে

নির্গত হইলেন। সর্ব্বেশ্বর পাল্কী আনিতে আবার কৃপারামের চটিতে চলিলেন।

সুজলা ধীরে ধীরে কুটীরের পশ্চাতে আসিলেন, তথায় কুটীর-প্রাচীরে ভর দিয়া সরযূ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সুজলা কহিলেন, "সরযূ কি হইয়াছিল?"

"আমি তো কিছুই জানি না; উনি ঘুমাইতেছিলেন, আমি বসিয়া অঞ্চল দিয়া বাতাস দিতেছিলাম, এমন সময় হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন।"

"উনি আর এখানে থাকিবেন না।"

সরযূ কথা কহিল না; সুজলা বলিলেন, "এখন তুমি কি করিবে?"

সরযূ এবারও কোন কথা কহিল না।

"উনি বাড়ী যাইবেন; আমারও কাশী যাইতে হইবে, এখন তুমি কি করিবে?"

এবার সরযূ কথা কহিল, বলিল, "যেখানে হয় যাইব।"

"আমার সঙ্গে চল না কেন?"

"না।"

"ওঁর হৃদয়ে ছুরি না বসাইলে কি তোমার হৃদয় স্থির হইবে না?"

"কিসে আমার হৃদয় স্থির হইবে, কিসে না হইবে, সে কথা জিজ্ঞাসা করিবার তুমি কে?"

"তবে আমি চলিলাম, আমার সঙ্গে তোমার আর দেখা হইবে না।" এই বলিয়া সন্ন্যাসিনী চলিলেন; সরযূ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল, বলিল, "পাগলের কথায় রাগ করিতে আছে? আমি পাগল,—আমি যে পাগল।" সন্ন্যাসিনী ফিরিয়া বলিলেন, "পাগলের কথায় কে কবে রাগ করে? আমার কথা শুনিবে?"

"কেন শুনিব না?"

"তবে আমার সঙ্গে এস; আমি তোমাকে এমন মন্ত্র শিখাইয়া দিব যে, তুমি তাঁকে ভুলিতে পারিবে।"

"কোথায়?"

"তিনি তোমাকে সঙ্গে লইবেন কি?"

"তিনি কি জানিতে পারিবেন যে আমি সঙ্গে আছি?"

"তবে সঙ্গে যাইবে কি করিতে?"

"সে আমার ইচ্ছা।"

"তবে যাও।" এই বলিয়া সুজলা চলিয়া গেলেন। সরযূ সেই স্থানে বসিয়া রহিল।

বৈকালে প্রমোদকিশোর কুটীর হইতে প্রস্থান করিলেন; সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর, সন্ন্যাসিনীর অনুমত্যনুসারে তাঁহাকে রাখিয়া আসিতে চলিলেন। সুজলা, ঠাকুরকে কহিলেন, "আমি তোমার জন্য হর্ষপুরে ভবানীর মন্দিরে অপেক্ষা করিব; যদি আমার উপর সেইরূপ ভালবাসা থাকে আসিও; না হয়, চন্দ্রনাথে ফিরিয়া যাইও।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে সুজলা বিদায় হইলেন; কিন্তু অনেক অনুসন্ধানেও তিনি সরযূর কোন সন্ধান পাইলেন না। সরযূ প্রমোদকিশোরের প্রস্থানের পূর্ব্বেই প্রস্থান করিয়াছিল।

সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর প্রমোদকিশোরকে সুবর্ণগ্রামের "ধর্ম্মশালায়" রাখিয়া হর্ষপুরের দিকে চলিয়া গেলেন। প্রমোদকিশোরের ক্ষত সকল সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছিল, কেবল দুর্ব্বলতামাত্র এক্ষণে তাঁহার শরীরে ব্যাধি। তিনি আঁহার, বস্ত্রের ভিতর অর্থসহ থলির অনুসন্ধান করিলেন, দেখিলেন, তাহা তথায়ই আছে; একটী কপর্দ্দকও অপহৃত হয় নাই। দুর্ব্বলতাবশতঃ তিনি দুই দিবস সুবর্ণগ্রামে রহিলেন। দুই দিবস পরে তৃতীয়

দিবস প্রাতে একটী সুন্দর অশ্ব ক্রয় করিয়া অশ্বারোহণে বাড়ীর দিকে চলিলেন।

কিছুদূর আসিয়া তিনি অশ্বের মুখ ফিরাইলেন; অশ্বকে সবলে কষাঘাত করিলেন, অশ্ব বায়ুবেগে ছুটিল। প্রায় দুই প্রহরের সময় তাঁহার অশ্ব আবার কৃপারামের চটির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অশ্বের পদশব্দ শুনিয়া কৃপারাম সত্বর বাহিরে আসিল। প্রমোদকিশোর জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কোন রাজপুত-রমণী আছেন বা এসেছিলেন?"

"আপনার সঙ্গে এসেছিলেন, তার পর আর আসেন নি।"

"তার পর তাঁর আর কোন সম্বাদ তোমরা পাও নি?"

"না।"

অশ্ব আবার তীর-বেগে ছুটিল। সেই শালবনের মধ্য দিয়া অশ্ব ছুটিল; অশ্বের পদশব্দে অরণ্য প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

যেখানে তিনি একদিন মৃতপ্রায় পড়িয়াছিলেন, সেই স্থান দিয়া তাঁহার অশ্ব চলিয়া গেল। সম্মুখে চন্দ্রনাথ পর্ব্বত; কষাঘাতের দারুণ যন্ত্রণায় অশ্ব দ্রুত-বেগে উপরে উঠিতে লাগিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে অশ্বসহ অশ্বারোহী চন্দ্রনাথের মন্দিরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দুর্ব্বল প্রমোদকিশোর তখন অশ্বপৃষ্ঠে কম্পিত হইতেছিলেন। তিনি সম্মুখে একটী বালককে দেখিয়া, অশ্ব ধরিতে ইঙ্গিত করিলেন। সে আসিয়া অশ্ব ধরিল। তিনি অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন, কিন্তু দাঁড়াইতে পারিলেন না, টলিতে টলিতে যাইয়া মন্দিরের সোপান-প্রাচীরে পৃষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া বসিলেন। বালক, অশ্বকে পাদচারণ করাইতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মোগল আক্রমণ।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর প্রমোদকিশোর অনেক পরিমাণে প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন তিনি বালককে অশ্ব লইয়া নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন; সে নিকটে আসিলে তাহাকে পুরস্কৃত করিবার জন্য তিনি একটী মুদ্রা বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেলেন; কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চমকিত হইয়া বলিলেন, "আমি তোমায় কোথায় দেখিয়াছি!

"এখানেই দেখিয়া থাকিবেন।"

"আমি তোমার গলাও কোথায় শুনিয়াছি।"

"এখানেই শুনিয়া থাকিবেন।"

সহসা প্রমোদকিশোরের যেন কি মনে পড়িল. তিনি বালকের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন,—

"কেন আমার সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছ, এতে আমাকে কষ্ট দেওয়া হয় মাত্র।"

"কে আপনার সঙ্গে বেড়াইতেছে। আপনি ডাকিলেন, অনুগ্রহ করিয়া ঘোড়া ধরিতে বলিলেন; আপনার আজ্ঞা পালন করিয়াছি।"

"যাও, বাড়ী ফিরে যাও—"

বালক হাসিয়া বলিল, "বিশ্রাম করুন, আপনার মস্তিষ্ক স্থির নাই।"

"তোমার অর্থের অভাব হ'তে পারে; তোমার কষ্ট হ'তে পারে।" এই বলিয়া প্রমোদকিশোর এক হস্ত পূর্ণ করিয়া মোহর বাহির করিলেন;

"রাজকুমার,আমি অর্থের কাঙ্গাল নই" বলিয়া, বালক সিংহের ন্যায় ফিরিয়া চলিয়া গেল। দূরে গিয়া বলিল, "উষা চন্দ্রদ্বীপে আছে। রাজকুমার তাহাকে লইয়া গিয়াছে।"

রাত্রে প্রমোদকিশোর চন্দ্রনাথে বাস করিলেন। পরদিবস তিনি, উষা ও সরযূর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাদিগের উভয়ের কাহারই কোন সন্ধান পাইলেন না, তখন হতাশ হইয়া তিনি ফিরিলেন।

পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া যেমন ফিরিবেন, সম্মুখে দেবানন্দস্বামী। প্রমোদকিশোর লম্ফ দিয়া অশ্ব হইতে নামিয়া, সন্নাসীকে প্রণাম করিলেন। তিনি বলিলেন, "তুমি এখনও চন্দ্রনাথে? আমি জানিতাম তুমি বাড়ী ফিরিয়াছ"

প্রমোদকিশোর কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, তাঁহার বদন রক্তিমাভ ধারণ করিল; তাঁহার ভাব দেখিয়া স্বামী কহিলেন, "প্রমোদকিশোর, সাবধান, মিথ্যা কাজে থাকিয়া কর্ত্তব্য-কার্য্য করিতে ভুলিও না। আমি শুনিলাম, মুসলমানেরা পদ্মা পার হইয়াছে, তোমার পিতার রাজ্য আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছে। আর তুমি এখানে!" লম্ফ দিয়া প্রমোদকিশোর অশ্বারোহণ করিলেন, অশ্ব ছুটিল; তিনি মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "গুরুদেব, আমি,—"

বহু দূর আসিয়া তিনি অশ্বের গতি লাঘব করিলেন; ভাবিলেন, "আমি ভয়ানক কাপুরুষ; একটী অসহায়া রমণীকে বিপদে নিক্ষেপ করিলাম, তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা,—এমন কি তাঁহার অনুসন্ধান পর্য্যন্ত করিলাম না।" তিনি অশ্ব থামাইলেন, "চন্দ্রদ্বীপ, সে তো আমাদের রাজ্যের নিকট, পদ্মার ওপার। চন্দ্রদ্বীপের রাজকুমার তো সুমন্ত, সে নরাধম সব করিতে পারে। না, আমার আগে তাহাই দেখিতে হইল, কিন্তু সরযূ তো আমার সহিত প্রতারণা করিল না। তাহাতে তাহার ইষ্ট কি?"

অশ্বের মুখ তিনি ফিরাইতেছিলেন, অমনি বলিয়া উঠিলেন, "আমি কি নরাধম ; মুসলমান আমার রাজ্যে ;—আমার বাপ মা বিপদে, আর আমি কি না একটা অপরিচিত বিদেশী রমণীর জন্য ব্যাকুল!" তিনি অশ্বকে কষাঘাত করিলেন।

তিন দিবস তিনি এক এক বার দুই এক দণ্ডের জন্য পথে বিশ্রাম করিয়াছিলেন মাত্র ; তিন দিবস অবসানে রাত্রি দুই প্রহরের সময় তিনি নিজ নগরের সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন। নগরে আসিয়াছেন, আর ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই ভাবিয়া, তিনি ধীরে ধীরে নগরের দিকে চলিলেন। সহসা তিনি দেখিলেন যে, নগরের দিকে আকাশ রক্তিম রঙ্গে রঞ্জিত হইয়াছে ; দেখিতে দেখিতে সেই রক্তিমাভ স্পষ্ট অগ্নিশিখায় পরিবর্ত্তিত হইল। প্রমোদকিশোর নগরে অগ্নি লাগিয়াছে ভাবিয়া অশ্ব ছুটাইলেন। নগরের নিকট আসিয়া দেখিলেন, সমস্ত নগরে অগ্নি-সংযোগ হইয়াছে ; চারিদিক হইতে অগ্নি গগন্ বেষ্টন করিয়া উঠিতেছে। অসংখ্য লোক—বৃদ্ধ, বালক, যুবা, স্ত্রীলোক সকলে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলাইতেছে। অগ্নি লাগিলে তো ঠিক এরূপ হয় না। তিনি দুই এক জনকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহ তাঁহার কথায় উত্তর দিল না। তিনি অগ্রসর হইলেন, সেই অগ্নির ভিতর দিয়া চলিলেন। সম্মুখ দিয়া একজন সৈনিক পলায়ন করিতেছে, তিনি তাঁহাকে দাঁড় করাইলেন, বলিলেন, "তোমরা সকলে পলাইতেছ কেন?"

"দেখিতেছ না?"

"কি দেখিব ; -সহরে আগুন লাগিয়াছে? তা তো অনেক সময়ই লাগিয়া থাকে ; তাহাতে সহর ছাড়িয়া পলাইয়া ফল কি?"

"মুসলমানেরা সহরে আগুন দিয়া সহর লুঠ করিতেছে।"

"কি?—আর তুমি এক জন সৈনিক, স্বদেশকে শত্রুহস্তে দিয়া পলা-

ইতেছ? নরাধম, প্রত্যাবর্ত্তন কর্, নতুবা এখনই তোর শিরশ্ছেদ করিব।”

“আরে পাগল, যুদ্ধ করে কে? রাজকুমার দেশে নাই, রাজা বৃদ্ধ, আর মুসলমানেরা হঠাৎ এসেছে; আমরা সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত।” এই বলিয়া সে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইল। ক্রোধে প্রমোদকিশোর তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ অশ্ব ফিরাইয়া রাজপুরীর দিকে ধাবিত হইলেন। চারিদিকে অগ্নি ও ধূম; চক্ষে কিছুই দেখা যায় না; নরনারীর আর্ত্তনাদে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে; সেই সকল লোমহর্ষণ হৃদয়-বিদারক দৃশ্যের মধ্য দিয়া বায়ুবেগে প্রমোদকিশোরের অশ্ব ছুটিয়াছে।

রাজপুরীর দ্বারে একজন মোগল-সেনা অসিহস্তে দণ্ডায়মান; সে আসিয়া তাঁহার গতি রোধ করিল। প্রমোদকিশোর লম্ফ দিয়া অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন; সে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কে?” মুহূর্ত্তমধ্যে মোগলের শির ভূমিতে পতিত হইল, মুহূর্ত্তমধ্যে প্রমোদকিশোর রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন।

রাজা ও রাণী প্রকোষ্ঠমধ্যে নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতেছিলেন; সহসা পুরীমধ্যে গোলযোগে তাঁহাদিগের নিদ্রা ভঙ্গ হইল; তাঁহারা চমকিত হইয়া উঠিয়া শয্যায় বসিলেন। কিসের গোলযোগ, কিছুই ভাল বুঝিতে পারিলেন না। রাজার বয়স ৭০ বৎসর,—তিনি দুর্ব্বল, ক্ষীণ, তাঁহার উত্থান শক্তি নাই বলিলেই হয়। রাণীর বয়স চল্লিশ মাত্র,—সবল, বলিষ্ঠা, সাহসী। তিনি বলিলেন, “আমি দেখি, কিসের গোল।”

“কাজ নাই, চাকরদের ডাক।”

রাণী সে কথা শুনিলেন না, উঠিলেন। তখন গোলযোগ প্রকোষ্ঠের নিকটস্থ হইয়াছে; অসংখ্য লোকের পদশব্দ ও কোলাহল শ্রুত হইতেছে। রাণী ধীরে ধীরে যাইয়া দ্বার উন্মুক্ত করিলেন; অমনি ১০।১২ জন মুসল-

মান যোদ্ধা বেগে গৃহে প্রবিষ্ট হইল। চীৎকার করিয়া ফিরিতেছিলেন, কিন্তু কয়জনে আসিয়া তাঁহাকে ধরিল; আর কয় জন ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় যাইয়া রাজাকে ধরিল।

এই সময়ে কে এক জন লম্ফ দিয়া আসিয়া সেই প্রকোষ্ঠ মধ্যে পড়িলেন, দেখিতে দেখিতে তাঁহার অসিনিম্নে ৩।৪ জন ভূতলশায়ী হইল। তখন মুসলমানেরা রাজা-রাণীকে ত্যাগ করিয়া, চারিদিক হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে আরও ৪।৫ জনকে ভূতলশায়ী করিলেন; তখন অবশিষ্টেরা পশ্চাৎপদ হইয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া পড়িল। তখন তিনি দ্বার রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইলেন। রাণী কহিলেন, "প্রমোদ?"

"মা, এখন কোন কথা কহিবার সময় নাই। রাজাকে নিয়ে ঐ শিঁড়ি দিয়ে পলাও। ওদিকে এখনও মুসলমান যায় নাই। বাগানের দরজায় নৌকা আছে, নিকটে লোক আছে;—যেখানে হয় পলাও।"

দ্বারে মোগলেরা আসিয়া আঘাত করিতেছে। প্রমোদকিশোর পৃষ্ঠে যথাসাধ্য বল প্রয়োগ করিয়া দ্বার রুদ্ধ রাখিলেন; এদিকে রাণী, রাজাকে লইয়া সেই গুপ্তদ্বার দিয়া পলাইলেন। যখন প্রমোদকিশোর দেখিলেন যে, তাঁহারা নিরাপদে চলিয়া গেলেন, তখন তিনি এক লম্ফে দ্বার ত্যাগ করিয়া গবাক্ষে আসিয়া উঠিলেন। তিনি দ্বার ত্যাগ করিবামাত্র যাহারা দ্বারে সবলে আঘাত করিতেছিল, তাহারা দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিল। দেখিতে দেখিতে বহুসংখ্য মোগল সেই প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইল। তাহাদিগের মধ্যে প্রধান কহিল, "কাফের অস্ত্র ত্যাগ কর।" "প্রমোদকিশোর অস্ত্র ব্যবহার করিতে জানে, ত্যাগ করিতে জানে না।" এই বলিয়া তিনি গবাক্ষ হইতে লম্ফ প্রদান করিলেন। যবনেরা ছুটিয়া গবাক্ষে আসিল, নিম্নে ঘোর অন্ধকার।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাজকুমার ও গরীব ব্রাহ্মণ।

পর দিবস বিক্রমপুর শ্মশানে পরিণত হইল। পরদিবস পর্য্যন্ত অগ্নি ভস্মীভূত গৃহভিত্তির উপর জ্বলিতে লাগিল। জীবিত প্রাণীর চিহ্ন মাত্র নাই; কল্যকার মুসলমান ও অগ্নির হস্তে যাহারা রক্ষা পাইয়াছে, তাহারা কেহ অরণ্যে, কেহ দূরবর্ত্তী স্থানে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কল্য যিনি লক্ষপতি ছিলেন, যাঁহার গৃহ দাসদাসীতে পূর্ণ ছিল, সুখস্বচ্ছন্দতার আকর ছিল, বিলাসের লীলাভূমি ছিল, আজ তিনি পুত্রবিহীন, পথের কাঙ্গাল। সেই শশ্মানভূমিতে মুসলমান অশ্বারোহীগণ প্রহরায় নিযুক্ত; ভস্মীভূত রাজপ্রাসাদের দ্বারে অর্দ্ধ-চন্দ্রবৎ পতাকা উড়িতেছে: একদল মুসলমান বাদ্যকর নগরের ভগ্ন ও শূন্য রাজপথে বাজাইয়া বেড়াইতেছে।

দুই প্রহরের সময় এই শ্মশানভূমির মধ্য দিয়া শঙ্কিতহৃদয়ে ও ব্যাকুলিত মনে এক ব্রাহ্মণ যাইতেছিলেন,—তিনি সর্ব্বেশ্বর শর্ম্মা। কয়েক পদ যাইতে না যাইতে চারিদিক হইতে চারিজন অশ্বারোহী আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিল ও তাঁহাকে দাঁড়াইতে আজ্ঞা করিল। ঠাকুর যদিও তাহাদিগের কথা বিন্দুবিসর্গ বুঝিলেন না, তত্রাচ দাঁড়াইলেন। তখন দুই জন অশ্ব হইতে নামিয়া, অশ্ব অপর দুই ব্যক্তির নিকট রাখিয়া, তাঁহাকে লইয়া চলিল। হতভাগ্য সর্ব্বেশ্বর, "দোহাই তোমাদের ধর্ম্মের, দোহাই তোদের ঈশ্বরের, গরীব ব্রাহ্মণকে মারিস্ নে" বলিতে বলিতে চলিলেন। রাজপ্রাসাদের নিকট আসিয়া, সেই দুই যমমূর্ত্তি যেরূপভাবে তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তাহাতে তাঁহার প্রাণ হৃদয়ের ভিতর দমিয়া গেল,

তিনি জীবনের আশা ত্যাগ করিলেন। চক্ষু মুদিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ আরম্ভ করিলেন।

প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে পটমণ্ডপে মুসলমান-সেনাপতি আবদুল হুসেন আলি বিরাজ করিতেছেন। তিনি ভারতীয় ভাষা কতক আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন; সেই আশ্চর্য্য মিশ্রিত ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে?" কম্পিত-কলেবর হতভাগ্য সর্ব্বেশ্বর মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া কহিলেন, "আমি গরিব ব্রাহ্মণ; আমার বাড়ী এদেশে নয়।"

"লোকটার আকৃতি দেখিলে ইহাকে গুপ্তচর বলিয়া বোধ হয় না; তবুও ইহাকে নজরবন্দী রাখিবে; আর কাল আমার ঘোড়ার সহিস মরিয়াছে, সেই কাজে ইহাকে নিযুক্ত করিয়া দেও" এই বলিয়া সেনাপতি অন্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। ঠাকুর, সেনাপতির কথা বিন্দু-বিসর্গ না বুঝিতে পারিয়া ভাবিলেন যে, তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল, তখন আর তাঁহার কণ্ঠ হইতে কোন কথাই নির্গত হইল না, তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন।

দুই জনে ধাক্কা মারিতে মারিতে তাঁহাকে প্রাসাদের এক ভগ্ন অংশে লইয়া আসিল, তথায় কয়েকটা অশ্ব দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহারা তাঁহাকে কতক ইঙ্গিতে, কতক ভাষায়, কতক ধাক্কা মারিয়া বুঝাইয়া দিল যে, তাঁহাকে এক্ষণে ঘোড়ার সহিস হইতে হইবে। সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর বুঝিলেন; প্রাণ রক্ষা হইল ভাবিয়া হৃদয় অনেক আশ্বস্ত হইল সন্দেহ নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণের ছেলে,—এ কাজটা কেমন করিয়া করেন।

যবনদ্বয় চলিয়া গেল। ঠাকুর দেখিলেন, এক ব্যক্তি উন্মুক্ত অসি হস্তে তাঁহাদিগের প্রহরায় নিযুক্ত থাকিল। বন্দী তিনি একক নহেন; আরও এক ব্যক্তি সেই স্থানে বসিয়া একখানা জাল পরিস্কার করিতেছিল। "হা ঈশ্বর! ঘোড়ার নিকট কেমন করিয়া যাইব? শাস্ত্রে লিখিয়াছে

"শতহস্তেন বাজিন"; যায় যাবে প্রাণ, আমি ও দুরন্ত প্রাণীর কাছে কখনও যাইব না।" এই বলিয়া ঠাকুর অপর ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে বাপু, দেখ তো, ঘোড়াটা থেকে আমি একশ হাত দূরে আছি কি না?" সে একটু মৃদু হাস্য করিল। তখন ঠাকুর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "এতে হাসিবার কি পাইলে?" সে ব্যক্তি কহিল, "ঠাকুর, হাসিব কেন? কিন্তু আপনি যদি ঘোড়ার কাছ থেকে একশ হাত দূরে থাকিবেন, তা হ'লে ঘোড়ার কাজ কেমন ক'রে করিবেন?"

"না হয় নাই করিব।"

"না করিলে ঐ লোকটার হাতে যে বেত দেখিতেছেন, ঐ বেত পিঠে পড়িবে। আমি কাজ করি নাই বলিয়া মা'র খাইয়াছি।"

"তোমারও কি আমার মত দুর্দ্দশা?"

"হ্যাঁ।"

"তবে তোমার বেশ দেখে বোধ হ'চ্চে তুমি ভদ্রলোক নও;—চির-কাল ছোট কাজ ক'রে আস্‌চ, আজ না হয় আর একটা ছোট কাজ ক'ল্লে। কিন্তু আমি যে ব্রাহ্মণ? তুমি কি জেলে?"

"হ্যাঁ, তা হ'লে আমি আপনার হ'য়ে ঘোড়ার কাজ ক'রে দিব? আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে থাকুন।"

"আঃ, বাঁচালে;—আশীর্ব্বাদ করি, তুমি ভাম্ম রাজা হও।"

"ঠাকুর, যে আশীর্ব্বাদ ফল্‌বে না, সে আশীর্ব্বাদে আমার কাজ নাই।"

"তবে আশীর্ব্বাদ করি, তোমার ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হ'ক।" তার পরে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে এ পাপিষ্ঠেরা ধরিল কেমন ক'রে?"

"আমি কাল রাত্রে পলাইয়াছিলাম; কাল আমার সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে; আজ তাই একবার সেই সব না দেখে থাকৃতে পারিলাম না,

যেমন নগরে এসে ঘুরিতেছি, অমনি আমাকে ধরিল। তার পর এই জাল পরিষ্কার করিতে দিয়াছে। মাছ ধ'রে দিতে হবে।"

"আমার দুর্দ্দশা বলিতে হইবে, আমার অদৃষ্টের লিখন। আমার বাড়ী এদেশে নয়; আমি চন্দ্রনাথ দেবের সেবাইত।"

"তবে এখানে আসিলেন কেন?"

"সে অনেক কথা, সে কথায় আর কাজ নাই, বলিলাম তো অদৃষ্টের লিখন।" ঠাকুর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বসিয়া রহিলেন, অপর ব্যক্তি নিজ কাজে মন দিল।

রাত্রি হইল। ঠাকুর রন্ধন করিলেন, তাঁহারা দুই জনে আহার করিলেন; তৎপরে দুই জনে একসঙ্গে সেই অশ্বশালায় শয়ন করিলেন, দ্বারে প্রহরী পদচারণ করিতে লাগিল।

গভীর রাত্রে অপর ব্যক্তি সর্ব্বেশ্বর শর্ম্মার গাত্রে হস্ত প্রদান করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "ঠাকুর, নিদ্রা গেলেন?"

"এরূপ অবস্থায় নিদ্রা কি সহজে হয়?"

"আস্তে, গোল করিলে সব নষ্ট হ'বে। আস্তে আস্তে আমার সঙ্গে এস।"

"কোথায়?"

"এখান থেকে যাবার সুবিধা হ'লে যেতে কি অনিচ্ছুক? যদি পলাইতে ইচ্ছা না থাকে, থাক, আমি চলিলাম।"

ঠাকুর তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "সত্যি পলাবার উপায় আছে? তেমন দিন কি আর হবে।"

"আমি কি উপায় না থাকিলে বলিতাম, অন্তত চেষ্টা ক'রেও দেখা উচিত।"

"চল।"

তখন দুই জনে নিঃশব্দে উঠিলেন। নিঃশব্দে অন্ধকারে ধীরে ধীরে চলিলেন। যে প্রকোষ্ঠে তাঁহারা ছিলেন, তাহার পশ্চাতে একটা গুপ্তদ্বার ছিল, সেই দ্বার দিয়া তাঁহারা উভয়ে একটী উদ্যানে আসিলেন। সেই উদ্যানের ভিতর দিয়া গিয়া তাঁহারা আর একটী গুপ্তদ্বারে আসিলেন। ঠাকুরের সহচর সে দ্বার উন্মুক্ত করিলেন, তখন দেখিলেন, বিশাল পদ্মা তাঁহাদিগের সম্মুখে তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিতেছে। দ্বারের পার্শ্বেই একখানি ক্ষুদ্র নৌকা বাঁধা রহিয়াছে, তখন নিঃশব্দে তাঁহারা দুই জনে সেই নৌকায় উঠিলেন, অন্ধকারে নৌকা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

যখন নৌকা নদীর মধ্যস্থলে আসিল, তখন পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি কহিল, "ঠাকুর, আমাকে কোথাও দেখিয়াছ বলিয়া বোধ হয় ?"

"তোমাকে দেখেছি, ঠিক বলিতে পারি নে ; কিন্তু—"

"কিন্তু কি ?"

"তোমাকে দেখিয়া আমার যাঁহার কথা মনে পড়িতেছে, তুমি যদি তিনি হও, তবে বিক্রমপুরের যথার্থই পরিবর্ত্তন হইয়াছে।"

"তোমার সন্দেহ মিথ্যা নয়, আমিই প্রমোদকিশোর।"

"কুমার বাহাদুর—আপনারই যথার্থ দুর্দ্দশা।"

"অদৃষ্টের লিখন ঘটিবেই ঘটিবে, তাহাতে কাহার হাত ?"

"আপনি ইচ্ছা ক'রে কেন আবার বিপদে প'ড়েছিলেন ?"

"আমার রাজধানীর কি অবস্থা হইল, আমি কি না দেখিয়া থাকিতে পারি ; তাই ছদ্মবেশে দেখিতে আসিয়াছিলাম।

"রাজা রাণী কিরূপ আছেন ?"

"তাঁরা এরূপ বিপদে যেরূপ ভাল থাকা সম্ভব, সেইরূপই আছেন। সর্ব্বস্ব হারাইয়াছেন, কেবল প্রাণ মাত্র আছে।"

"সেও অনেক। কিরূপে কাল রক্ষা পাইলেন ?"

"কাল আমার উপস্থিত হইতে এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলে যবনের অসিতে তাঁহাদিগের পবিত্র জীবন নষ্ট হইত। আমি ঠিক সময়ে আসিয়াছিলাম। যখন তাঁহাদের শয়নগৃহে নরাধমেরা প্রবিষ্ট হইয়াছে, যখন তাহারা তাঁহাদিগের গাত্রে তাহাদিগের কলঙ্কিত হস্ত আরোপ করিতে উদ্যত হইয়াছে, ঠিক সেই সময়ে আমি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। দু দশটা যবন হত্যা করিবার বল এখনও এ বাহুতে আছে।

তার পর রাজা রাণী একটা গুপ্তদ্বার দিয়া ঐ বাগানের দ্বারে আসিলেন, দ্বারে এই নৌকা ছিল। কিন্তু বাহিয়া যাইবার লোক কেহ ছিল না। তাঁহারা চলিয়া গেলে আমি দ্বার ছাড়িয়া দিলাম, তৎপরে সেই গৃহের গবাক্ষ হইতে লম্ফ দিয়া একেবারে নিম্নে পড়িলাম। যবনেরা অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইল না। আমি সত্বর ঐ বাগানের দ্বারে আসিলাম; সেখানে রাজা রাণী তখনও বসিয়া আছেন। নৌকা বাহিবার কেহ নাই। তার পর, আমি তাঁহাদের নৌকায় বসাইলাম, নৌকা বাহিয়া ওপারে গেলাম। এখন তাঁরা ঐ বনের ভিতর আছেন। ঠাকুর, তুমি এখানে কোথা থেকে আসিলে?"

"আমি ভৈরবীর মন্দিরে সন্ন্যাসিনীকে না পেয়ে ভাবিলাম হয় তো বিক্রমপুরে গিয়াছেন। তাই কুক্ষণে এদিকে এসেছিলাম।"

"তুমি এসকল আগে কিছুই জান নাই?"

"কিছুই না; পথে একটি মানুষের সঙ্গেও দেখা হয় নি। নগরে এসে নগরের অবস্থা দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হ'চ্ছি; এমন সময় পাপিষ্ঠেরা ধরিল।"

"তুমি কি ঠাকুর সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রেছ?"

"না।"

"তবে সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে ঘুর কেন?"

"সে কথায় আর কাজ নাই!"

"ঠাকুর, আমার একটা প্রার্থনা রাখিবে।"

"আপনার এমন কি প্রার্থনা যে রাখিব না?"

"রাজা রাণী একা রহিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে এক জন লোক না রাখিয়া আমি অন্য কোথাও যাইতে পারিতেছি না;—না গেলেও নয়। একবার সমস্ত রাজাদের কাছে গিয়া রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করিব, কিন্তু বৃদ্ধ পিতা মাতাকে একাকী রাখিয়া কেমন করিয়া যাই? তুমি তাঁহাদের সঙ্গে এখানে থাকিবে? অন্য কোন লোকও নাই, আর থাকিলেও আমি কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারি না।"

"এ বড় কঠিন কাজ নয়—তবে,—"

"তবে কি?"

"তবে, না এমন বিশেষ কিছু নয়,—এক মাস থাকা,—তা অনায়াসেই থাকিতে পারা যায়, কিন্তু,—"

"কিন্তু কি?"

"সন্ন্যাসিনীর অনুসন্ধান করিতে হইবে।"

"তোমার হ'য়ে আমি করিব; সন্ধান পাইবামাত্র তোমাকে সংবাদ দিব।"

ঠাকুর একটু ভাবিলেন, এত বড় রাজার ছেলের কথাটা কেমন ক'রেই বা না শুনেন, তাহার পর একটু স্বার্থও আছে। যখন তিনি সন্ন্যাসিনীকে বিবাহ করিবেন, তখন তো গৃহস্থ হইতেই হইবে, তখন অর্থের প্রয়োজন নিশ্চয় হইবে। এখন প্রমোদকিশোরের উপকার করিলে, তখন আর অর্থের অভাব হইবে না। এই সকল ভাবিয়া তাঁহার মন সম্মত হইতে চাহিল, কিন্তু হৃদয় সন্ন্যাসিনীর দিকে যাইতেছে, ঠাকুর একটু ভাবিলেন, তৎপরে বলিলেন, "থাকি।"

"এই পদ্মার উপর আমার নিকট প্রতিশ্রুত হও যে, আমি না ফিরিলে রাজা রাণীকে ত্যাগ করিয়া যাইবে না ?"

"করিলাম ; কিন্তু আপনিও প্রতিশ্রুত হউন যে, আপনি যথাসাধ্য সন্ন্যাসিনীর অনুসন্ধান করিবেন ?"

"করিব।"

"রাজকুমার, গরীব ব্রাহ্মণকে ভুলিবেন না।"

প্রমোদকিশোর হাসিলেন, বলিলেন, "যদি রাজ্য পাই, তুমি আমার প্রধান মন্ত্রী হবে।"

আনন্দে ঠাকুরের বাক্যস্ফুরণ হইল না। তখন দুইজনে আবার নীরবে চলিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রমোদকিশোর কহিলেন, "ঠাকুর, আমি যখন চন্দ্রনাথে গিয়াছিলাম, তখন সেখানে কোন রাজপুতের মেয়ে গিয়াছিলেন ?"

"রাজপুত ? কই না, এ বৎসর চন্দ্রনাথে তো কোন রাজপুত যায় নাই।"

"গিয়াছিলেন, তুমি তবে দেখ নাই, যাহ'ক তার পরে আর কখন কোন রাজপুতের মেয়ে দেখিয়াছ ?"

"কই, স্মরণ হয় না ?"

"তোমার সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে আর কোন মেয়ে থাকেন ?"

"থাকেন ; তিনিই আপনার শুশ্রূষা ক'রেছিলেন।"

"তাঁর নাম কি ঊষা ?"

"না।"

"না !—তবে কি ?"

"সরযূ।"

আর কেহ কোন কথা কহিলেন না, নৌকা আসিয়া তীরে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রদ্বীপ।

যাঁহারা কল্য রাজপ্রাসাদে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়াও ক্লেশানুভব করিতেন; অসংখ্য দাসদাসী যাঁহাদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিতেন, আজ তাঁহারা একাকী ক্ষুদ্র কুটীরে শয্যায় শায়িত। রাজ্য গিয়াছে; জীবনের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে,—কিন্তু সর্ব্বদুঃখনাশিনী, শান্তিপ্রদায়িনী নিদ্রা তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া যান নাই; রাজা রাণী নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন। প্রমোদকিশোর পিতা মাতার অবস্থা দেখিয়া চক্ষুজল সম্বরণ করিতে পারিলেন না;—তাঁহার কপোলযুগল ভাসাইয়া চক্ষুজল বহিল। তিনি সর্ব্বেশ্বর ঠাকুরের হাত ধরিয়া বলিলেন, "দেখ, দেখ, এও কি সন্তানে কখন সহ্য করিতে পারে?—আমার নিজের শত সহস্র ক্লেশ হইলেও তাহা আনন্দে সহ্য করিতে পারি,—কিন্তু,—এও কি সহ্য হয়।" ঠাকুরের চক্ষেও জল আসিল, ঠাকুর কোন উত্তর দিলেন না।

"রাণী চমকিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "বাবা এলি?"

"হাঁ মা, অনেক বিপদ ঘটেছিল। যবনেরা আমাকে বন্দী ক'রেছিল, তা না হ'লে আরও আগে আসিতে পারিতাম।"

"এঁ্যা—তার পর কি ক'রে সেই রাক্ষসদের হাত হ'তে এলি?"

"মা, তোমার আশীর্ব্বাদে সর্ব্বত্রই জয়লাভ করিবার আশা করি।"

"ইনি কে?"

"ইনি একজন ব্রাহ্মণ; ইনি আপনাদের সঙ্গে থাক্‌বেন; আমি এখনি রওনা হইব।"

"না, তুই আর দিনকতক থাক্; আমাদের সব গিয়াছে, তাতে আমি দুঃখিত নই, তোর ও মুখ দেখিলে আমি সব ভুলে যাই। তুই আর কোথাও যাস্ নে;—সব নিয়েছে, নিক্, কি হবে রাজ্য ধনে?"

"মা—মা—দেখ, রাজা মাটিতে শুয়ে—এও কি কখন সন্তানে দেখিতে পারে! কাল যিনি সোণার পর্য্যঙ্কে শয়ন করিতেন, আজ তাঁহার দুর্দ্দশা; আমি কুলাঙ্গার, কুপুত্র যে, পিতার দুঃখ দেখিয়া এখনও স্থির হইয়া বসিয়া আছি; মা, আশীর্ব্বাদ কর।"

রাণী চক্ষুজল মুছিয়া কহিলেন "মা কল্যাণেশ্বরী তোর কল্যাণ করুন।"

"পিতাকে আর বিরক্ত করিব না" এই বলিয়া প্রমোদকিশোর নিদ্রিত পিতার চরণ-ধূলি মস্তকে লইলেন; তৎপরে বলিলেন, "ইনি আপনাদের আজ হ'তে সন্তান, আমারই মতন যত্ন করিবেন; যতদিন না ফিরে আসি ইনিই এখানে থাকিবেন। এঁর সব কথা ইনি এর পর বলিবেন। মা, খুব সাবধানে পিতাকে রাখিও, যেন যবনেরা তোমাদের সন্ধান না পায়।"

প্রমোদকিশোর মাতার চরণ-ধূলি মস্তকে লইলেন;

রাণী কহিলেন "আশীর্ব্বাদ করি, প্রতি পদে তোর জয় হউক।"

প্রমোদকিশোর গেরুয়া বসন পরিধান করিলেন, কটিতে অসি নিবদ্ধ করিলেন, তৎপরে কৈলাসেশ্বরীর নাম স্মরণ করিয়া সেই কুটীর হইতে বহির্গত হইলেন। সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর সঙ্গে আসিলেন; রাণী দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কিছুদূর আসিয়া প্রমোদকিশোর ঠাকুরের হাত ধরিয়া বলিলেন, "অঙ্গীকার ভুলিও না।"

"না মরিলে নয়।"

"তবে যাও, আর সঙ্গে আসিয়া লাভ নাই।"

"একটা কথা।"

"কি? বল।"

"সন্ন্যাসিনীর সন্ধান করিবেন।"

"করিব, সন্ধান পাইলে সর্ব্বাগ্রে তোমাকে সংবাদ দিব।"

ঠাকুর কুটীরে ফিরিলেন, রাণীকে নিদ্রা যাইতে বলিয়া, সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রে আচ্ছাদন করিয়া, সেই কুটীরের দ্বারে শয়ন করিলেন। রাণী নিদ্রিত হইলেন না; স্বামীর মস্তকের নিকটে বসিয়া সমস্ত রাত্রি তিনি পুত্রের মঙ্গলের জন্য ইষ্টদেবতাকে ডাকিলেন।

এদিকে সেই গভীর অরণ্যের নির্জ্জন প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রমোদ-কিশোর ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন; নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে কেমন করিয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে রাজপুত বালিকা উষার কথা তাঁহার মনে উঠিল; ভাবিতে ভাবিতে তাহার সন্ধান লইবার ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠিল; তিনি মুহূর্ত্তের জন্য স্বদেশ-উদ্ধার পিতা মাতার ক্লেশ বিস্মৃত হইলেন। কিন্তু তৎপরেই তাঁহার হৃদয়ে কে যেন বলিল, 'তুমি নরাধম।' প্রমোদকিশোর বলিয়া উঠিলেন, 'শত সহস্র বার নরাধম;' আবার তাহার ভাবনা! 'সেই তো আমার দুর্দ্দশার কারণ, সেই তো আমার পিতা মাতার কষ্টের কারণ। যদি তাকে আমি পথে না দেখিতাম, যদি তাকে রাখিতে চন্দ্রনাথ না ফিরিতাম, তবে আহত হইতাম না; তাহ'লে বাড়ী ফিরিতে বিলম্ব হইত না, তাহ'লে এমন ক'রে রাজ্যও যাইত না। আমি নরাধম না হ'লে তার কথা আবার ভাবি।' হৃদয় হইতে বলসহকারে প্রমোদকিশোর এ চিন্তা দূরীভূত করিলেন; তখন আবার অজ্ঞাতসারে আর এক জনের চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইল। সরযূর দুঃখমাখা মলিন মুখ তাঁহার নয়নে উদিত

হইল; তিনি ভাবিলেন আমি কি নিষ্ঠুর! অনাথা বালিকাকে একটু আশ্রয় দিতে পারিলাম না; সে আমার এত করিল, আর আমি কি না তাহাকে নিকট হইতে দূর করিয়া দিলাম। সে আমার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রনাথ এসেছিল কেন? সে আমার জন্য এত করে কেন? আমার সঙ্গে সঙ্গে আসে কেন? তার প্রাণরক্ষা ক'রেছিলাম ব'লে? সে তো আমার কর্ত্তব্য কাজই। এবার দেখা হ'লে তাকে নিয়ে মা'র কাছে রেখে দিব; হয় তো তার খাবার কষ্ট হ'চ্ছে; তার একটি পয়সাও নাই; তাতে সে সরলা বালিকা; যৌবনে পদার্পণ করিতেছে; সম্মুখে অসংখ্য বিপদ। তার প্রাণ রক্ষা করা আমার যেমন কর্ত্তব্য, তাকে পাপ-পথ হ'তে রক্ষা করাও আমার তেমনি কর্ত্তব্য। এবার দেখা পেলে তাকে মা'র কাছে এনে রাখিব। সে উষার দেখা কোথায় পেলে? আবার তার ভাবনা! কিন্তু তার সন্ধান করা আমার কর্ত্তব্য ছিল। তখন এই সকল চিন্তা হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিয়া প্রমোদকিশোর কিরূপে স্বদেশ উদ্ধার হইতে পারে, সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে নিকটস্থ রাজগণের নিকট যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন; এক্ষণে ভাবিলেন, 'প্রথম কোথায় যাই, বারেন্দ্রে শ্বশুর মহাশয়ের নিকট প্রথম যাইব, না নিকটে চন্দ্রদ্বীপ, সেইখানে যাইব?' যে কারণেই হউক, তিনি প্রথমে চন্দ্রদ্বীপ যাওয়াই স্থির করিলেন।

চারি দিবস পরে তিনি চন্দ্রদ্বীপে উপস্থিত হইলেন; রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; রাজা তাঁহাদিগের দুর্দ্দশায় বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিলেন, তৎপরে বলিলেন, "বৎস, যদি সমস্ত রাজগণ একত্রিত হইয়া যবন দূরীকৃত করিতে প্রতিশ্রুত হন, তবে চন্দ্রদ্বীপ সে কাজে অপর হইতে বড় পশ্চাৎপদ হইবে না। যখন আসিয়াছ, কয়েক দিন এখানে থাকিয়া যাও।"

"মহারাজ, এখন কি আমাদের আমোদ করিবার সময় আছে?"

"তবে অন্ততঃ এক দিন থাকিয়া যাও, এতে আমি আর তোমার কোন আপত্তি শুনিব না।"

তখন অগত্যা বাধ্য হইয়া প্রমোদকিশোর চন্দ্রদ্বীপে এক দিন বাস করিতে স্বীকৃত হইলেন। রাজার আজ্ঞায় তখন তিনি রাজকুমার সুমন্ত-দেবের প্রাসাদে নীত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সুমন্তদেব।

সুসজ্জিত সুশোভিত প্রকোষ্ঠ মধ্যে তোষামোদকারী কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া চন্দ্রদ্বীপের রাজকুমার সুমন্তদেব আনন্দ উৎসবে নিমগ্ন। সুরার গন্ধে সমস্ত প্রকোষ্ঠ দূষিত, সুরাপাত্র ছিন্নভিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত, দুইজন নর্ত্তকী প্রায় অৰ্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় রাজকুমারের সম্মুখে নৃত্য ও গীতে নিযুক্ত। হায়, রাজকুমারে ও রাজকুমারে কত প্রভেদ; হায়, প্রমোদকিশোর ও সুমন্তদেবে কত প্রভেদ।

দাস আসিয়া প্রমোদকিশোরের আগমন সংবাদ প্রদান করিল; সুরায় বিঘূর্ণিত-মস্তক সুমন্ত করিলেন, "এখানে কি আসিবেন?"

"কেন নয়? এ সব নাচ গাওনা তাঁরই জন্য।"

প্রমোদকিশোর প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া গৃহের পাপ-দৃশ্যে ব্যথিত হইয়া দ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন; এস্থানের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বেশ তাঁহার পরিধান, তিনি যোগীবেশে ভ্রমণ করিতেছেন; যোগীদের উপযুক্ত স্থান সে প্রকোষ্ঠ নহে। কিন্তু সুমন্তদেব তাঁহার মনের ভাব কিছুই বুঝিতে পারি-

লেন না; টলিতে টলিতে যাইয়া তাঁহার হাত ধরিলেন, প্রমোদকিশোর দ্বিরুক্তি না করিয়া আসিয়া বসিলেন। তখন রাজকুমারের ইঙ্গিতে নৃত্যগীত আরম্ভ হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সুমন্তদেব চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিয়া প্রমোদকিশোরের কাণের নিকটে মুখ আনিয়া কহিলেন "তোমার সঙ্গে একটা গোপনীয় কথা আছে।" প্রমোদকিশোর ধীরে ধীরে কহিলেন, "বল"। রাজকুমার ফিরিয়া, নর্ত্তকীদ্বয় ও অন্যান্য সকলকে সেই গৃহ হইতে বিদায় হইতে আজ্ঞা করিলেন; সে রাত্রের মত তাহারা রক্ষা পাইল; তখন সকলে যে যাহার বাড়ী প্রস্থান করিল; তাহারা সকলে চলিয়া গেলে, প্রমোদকিশোর কহিলেন, "তোমার সঙ্গে আমারও একটা কথা আছে।"

"কি?"

"তুমি কি সম্প্রতি চন্দ্রনাথে গিয়াছিলে?"

"কোথা?"

"চন্দ্রনাথ।"

"চন্দ্রনাথ? ওঃ—ওঃ—গিয়াছিলাম বই কি, সেই তো ব'ল্‌ছি" এই বলিয়া সুমন্তদেব একজন ভৃত্যকে আহ্বান করিলেন, সে আসিলে তিনি বলিলেন, "তাকে একাকী এখানে পাঠাইয়া দেও।"

"মহারাজ, কাকে?"

"গাধা!" এই বলিয়া উত্থানশক্তিহীন রাজকুমার উঠিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না; ভৃত্য পলায়ন করিল। প্রমোদকিশোর জিজ্ঞাসা করিলেন, "চন্দ্রনাথ গিয়ে দেখিলে কি?"

"একটী পরী;—এক বেটা সন্ন্যাসী আর একটা বিদেশী মেয়ে একটা বনের মধ্য দিয়া দুই জনে দুই ঘোড়ায় চ'ড়ে যাচ্ছে,—আহা, তেমন রূপ তুমি কখন দেখ নি!"

"তোমরা তাদের সংবাদ কেমন ক'রে পেলে?"

"তুমি নেহাৎ ছেলেমানুষ, নেহাৎ ছেলেমানুষ? আমরা যে চটিতে ছিলাম, সেই চটিতে সন্ন্যাসীকে অজ্ঞান-অবস্থায় নিয়ে এসেছিল; সেই রাত্রি সেই চটিতে তারাও থাকিল, পরদিন সকালে সেখান থেকে রওনা হ'ল; আমরাও পশ্চাৎ চলিলাম। হা, হা, হা!" প্রমোদকিশোরও হাসিলেন, সেই হাসিতে উৎসাহিত হইয়া সুমন্তদেব বলিলেন, "তার পর বনের মধ্যে সন্ন্যাসীর দফা শেষ ক'রে আমরা সেই অমূল্যরত্ন লাভ করিলাম, কেমন? হা! হা! হা!" প্রমোদকিশোর নিকট হইতে সুরাপাত্র লইয়া সুরায় পূর্ণ করিয়া সুমন্তের মুখে ধরিলেন; সুমন্ত পান করিয়া কহিলেন, "ভায়া! সে একটা বাঘিনী; তাকে কিছুতেই বশ ক'র্ত্তে পাচ্ছিনে। কত বশ হ'য়ে গেল, এটাকে কিছুতেই তো পারিনে। একবার তুমি চেষ্টা ক'রে দেখ; —তুমি, হা! হা! হা!" প্রমোদকিশোর আবার সুরাপাত্র পূর্ণ করিয়া সুমন্তকে প্রদান করিলেন; রাজকুমার তাহাও পান করিলেন; বলিলেন, "বাবা প্রমোদ, তুমি বড় সুছেলে।" আবার সুরাপাত্র পূর্ণ হইল।

আবার সেই অগ্নিতুল্য সুরা কুমারের উদরস্থ হইল; তখন "প্রিয়ে, এস এস।" এই বলিয়া রাজকুমার শয্যায় শায়িত হইলেন, অমনি তিনি গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন।

এই সময়ে সমস্ত অঙ্গ বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া একটী রমণী ধীরে ধীরে সেই প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রমোদকিশোর লম্ফ দিয়া উঠিয়া বলিলেন, "আমার সঙ্গে আসুন। পাপিষ্ঠ নিদ্রা যাইতেছে; বোধ হয়, আপনি আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন, সুতরাং আমাকে অবিশ্বাসের কারণ নাই।" রমণী অগ্রসর হইলেন। দুই জনে তখন সেই প্রকোষ্ঠ হইতে বহির্গত হইয়া চলিলেন। কয়েকটা প্রকোষ্ঠের পর একটী প্রকোষ্ঠ মধ্যে কয়েকজন ভৃত্য রহিয়াছে, তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রমোদকিশোর

কহিলেন, "রাজকুমার নিদ্রিত হইয়াছেন; আমি শয়ন করিতে যাই-তেছি।" তৎপরে পশ্চাৎ ফিরিয়া বলিলেন, "ইনি আজ রাত্রে আমার সঙ্গে থাকিবেন; তোমরা কেহ আমার সঙ্গে একটা আলো লইয়া আইস।"কেহ দ্বিরুক্তি করিল না; একজন সঙ্গে সঙ্গে আলো লইয়া চলিল।

দ্বারে প্রহরী; ভৃত্য তাহাকে প্রমোদকিশোরের নাম বলিল, সে অভিবাদন করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। তৎপরে রমণীকে দেখিয়া কহিল, "রাজকুমার, কোন স্ত্রীলোককে ছাড়িয়া দিবার অনুমতি আমার নাই" ভৃত্য কহিল, "কুমার বাহাদুর অনুমতি দিয়াছেন।" এই বলিয়া সেই প্রহরীর গা টিপিল; সে আর কোন কথা কহিল না।

প্রমোদকিশোর রমণীকে লইয়া নিজ নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে আসিলেন; তথায় ভৃত্যকে বিদায় করিয়া দিয়া তিনি বলিলেন, "সঙ্গে আসুন; এখনই পলাইতে হইবে।" দুই জনে নিঃশব্দে বহির্গত হইয়া আসিয়া একটা উদ্যানে আসিলেন, তৎপরে তথায় তাঁহারা বহুক্ষণ নীরবে অপেক্ষা করিলেন, যখন নিস্তব্ধ হইল তখন তাঁহারা তথা হইতে বহির্গত হইয়া, ধীরে ধীরে আসিয়া দ্বার উন্মুক্ত করিলেন; তৎপরে নানা প্রকোষ্ঠের মধ্য দিয়া আসিয়া রাজপথে পড়িলেন। সমস্ত নগরী তখন নিদ্রার ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিতেছে।

তাঁহারা দুইজনে নিঃশব্দে দ্রুতপদে নগর উত্তীর্ণ হইলেন; দ্রুতপদে রাজপথ ত্যাগ করিয়া অরণ্যের মধ্যস্থ ক্ষুদ্র পথে প্রবিষ্ট হইলেন। দুই-জনে নীরবে সেই অন্ধকার শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের মধ্য দিয়া বহু কষ্টে চলি-লেন। যাহারা শত্রু-হস্ত হইতে পলায়ন করে, তাহারা মনুষ্যের নিকট হইতে হিংস্রক জন্তুগণের নিকট থাকিলে অধিক নিরাপদ মনে করিয়া থাকে।

এইরূপে নীরবে সমস্ত রাত্রি চলিয়া তাঁহারা অতি প্রত্যূষে এক নদীর তীরে আসিলেন ; তথায় ধীবরদিগের কয়েকখানা ক্ষুদ্র নৌকা ছিল ; প্রমোদকিশোর একখানা নৌকা খুলিয়া লইয়া রমণীকে তাহাতে উঠাইয়া নৌকা খুলিয়া দিলেন। পরপারে যখন তাঁহারা উপস্থিত হইলেন, তখন উষাদেবী ধীরে ধীরে জগতে আসিতেছেন, চারিদিক ক্রমে আলোকিত হইয়া আসিয়াছে।

সেই স্থানে নৌকা বাধিয়া প্রমোদকিশোর তীরে উঠিলেন ; রমণীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কিয়দ্দূর আসিয়া রমণী কহিলেন, "রাজকুমার!" বাণবিদ্ধের ন্যায় চমকিত হইয়া প্রমোদকিশোর ফিরিলেন, তখন কহিলেন, "আমি উষা নই।" এই বলিয়া অবগুণ্ঠন অপসৃত করিয়া রমণী কহিল, "আমি সরযূ।"

তৃতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী।

সুজলার জীবন কবিত্বময়; সংসারে মায়া নাই; তাঁহার নিকট সংসার কিছুই নয়, অথচ সংসার তাঁহার সকলই। সংসারের যখন যে কার্য্য সম্মুখে আসিতেছে, সুজলা তাহাই করিতেছেন। ফুল যেমন আপন মনেই ফুটে, কেহ দেখুক আর নাই দেখুক, তেমনই সুজলা আপন মনেই গান করেন, বীণা বাজান, ঘুরিয়া বেড়ান,—কেহ দেখুক আর নাই দেখুক।

সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর প্রমোদকিশোরকে লইয়া প্রস্থান করিলে, সুজলা বহুক্ষণ ধরিয়া সরযূর অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু তাহার কোন সন্ধান পাইলেন না; তখন তিনি ভাবিলেন, সরযূ নিশ্চয়ই প্রমোদকিশোরের সঙ্গে গিয়াছে। তখন তিনিও সেইদিকে চলিলেন। সুজলা পূর্ব্বপরিচ্ছেদোল্লিখিত ঘটনার পাঁচ দিবস পরে, একদিন দুই প্রহরের সময় হর্ষপুরের নিকটস্থ পথ দিয়া যাইতেছিলেন। কিয়দ্দূর আসিয়া তিনি দেখিলেন, একজন সন্ন্যাসী সেই পথে যাইতেছেন। সুজলা দ্রুতপদে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন, তিনি পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া ফিরিলেন, তখন সুজলা দেবানন্দস্বামীকে প্রণাম করিলেন, তিনি বলিলেন, "প্রমোদকিশোর গিয়াছে ?"

"হাঁ।"

"স্ত্রীলোক হ'তেই সমস্ত গেল।"

"দেব স্ত্রীলোক কি অপরাধ করিল?"

"অন্য দৃষ্টান্তের আবশ্যক নাই; এই মূর্খ রাজকুমারটা একটা স্ত্রীলোকের জন্য পাগল; তারই জন্য আহত, পীড়িত; এদিকে যবনেরা তাহার রাজ্য লইল।"

"যবনেরা কি এসেছে।"

"এসেছে; এখনও বিক্রমপুর যায় নাই, কিন্তু দুই এক দিনেই যাবে।"

"উপায়?"

"উপায় কিছুই নাই—বিধির বিধান।"

"এ স্ত্রীলোক,—এ উষা কে, জিজ্ঞাসা করিতে পারি?"

সন্ন্যাসী একটু হাসিলেন, বলিলেন, "রাজপুতের মেয়ে।"

"তা জানিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু!"

"এখনি তার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হবে। এখন কোথায় যাইতেছ?"

"বিক্রমপুরের দিকে যাইব।"

"কেন? দেখিও সংসারের চক্রে বিঘূর্ণিত হইও না, মায়ায় মুগ্ধ হইও না, সাবধান।"

"দেব, এখনও কি দাসীকে অবিশ্বাস?"

"দেখ, সংসার কিছুই নয়; তুমি আমি কিছুই নই, সকলই তিনি। তুমি মনে মনে স্থির করিয়াছ, বিক্রমপুর যাইবে, কিন্তু আমি জানিতেছি, তোমার সেখানে যাওয়া হইবে না; তুমি অন্যত্র যাইবে।"

"আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনি কি না জানেন।"

"তবে যাও, আমি অদ্য কাশী চলিলাম।"

"একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব ?"

"কর।"

"আপনি তাকে যে ব্রাহ্মণের কাছে রেখেছিলেন, তার নাম কি গদাধর ?"

"তাকে কে ?"

"সেই ?"

সন্ন্যাসী বহুক্ষণ সুজলার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, তৎপরে বলিলেন, "বিশ বৎসরের তপস্যা কি জলাঞ্জলি দিবার ইচ্ছা করিয়াছ ? যাহা দেবতাকে দিয়াছ, তাহার প্রতি আবার দৃষ্টি কেন ?—সাবধান, সাবধান।"

"আমি স্ত্রীলোক, সহস্র তপস্যার পর স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকই থাকে। তাহার কথা কখন কি আপনাকে বলিয়াছি ? এত দিন পরে সে আমার সম্মুখে আসিয়াছে ;—যাহার কথা আমি বলিতেছি, আমার মন বলিতেছে, সে সেই। সন্দেহ মিটাবার জন্য আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। দাসীকে অবিশ্বাস কেন ? আবার কি সংসারে ফিরিব মনে করেন ? কার জন্য ফিরিব ; মেয়ের জন্য ? মেয়ে আমার কে ? মেয়ে মা'র কদিন ? আর সে তো দেবতার দ্রব্য।"

"সাবধান ! মায়ায় মুগ্ধ হইও না ; মায়া মানবের পরম শত্রু।"

"যাকে লইয়া আমার সংসার, তিনি সন্ন্যাসী,—সংসারত্যাগী ; আমি সংসারী হইব, ইহাও কি কখন সম্ভব ?"

"তবে তার ভাবনা মনে স্থান দিও না ; সে নেই মনে কর ; জীবন, দেবতার কাজে উৎসর্গ কর।"

"আর তাকে চিনেও চিনিব না ; সে কষ্ট পাইবে দেখিব, সে পাপে মগ্ন হইবে দেখিব —?"

"কেন, সে আর অপরে প্রভেদ কি ; অন্যকেও যেমন কষ্ট হইতে রক্ষা করিবে, পাপ হইতে দূরে রাখিবে, তাহাকে যদি পাও, তাহাকেও ঠিক সেইরূপ করিবে। তোমার কাছে সে আর অপরে প্রভেদ কি ? সাবধান, তোমার মনে আবার ভেদাভেদ আসিয়াছে।"

"দাসীকে ক্ষমা করুন, আপনি দেবতা, আমি স্ত্রীলোক ? এই বলিয়া সুজলা কাঁদিয়া উঠিলেন, সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে তাহার দুই হস্ত দুই হস্তে ধরিলেন, তৎপরে হস্ত ত্যাগ করিয়া দুই হস্তে সুজলার মুখ তুলিলেন ; তুলিয়া সেই জলসিক্ত বদনের দিকে বহুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "অদ্য হইতে সপ্তাহ পর্য্যন্ত সমস্ত রাত্রি তপ করিবে, দেখিও ভুলিও না।"

সুজলা মুখ তুলিয়া দেখিলেন, সন্ন্যাসী আর নাই। তখন তিনি সেই কাননের নিস্তব্ধতাকে আলোড়িত করিয়া, সমস্ত প্রকৃতিকে অমৃতসাগরে ভাসাইয়া, গান গাহিতে গাহিতে চলিলেন ; তিনি গাহিতেছিলেন,—

"আমি কাননের পাখী সই,
কাননে কাননে ঘুরি, সদা সুখে রই।
ফুলে ফুলে ফিরি, আকাশেতে উড়ি।
সখি, আমি কারো নই!
আদরে আদর দিয়ে, হাসি হাসি সাথে গিয়ে,
হৃদয়-মাঝারে প্রেমভরে, কত সুখী হই।"

তিনি সন্ধ্যার পূর্ব্বেই হর্ষপুরে আসিলেন, প্রথমে সর্ব্বেশ্বর ঠাকুরের সন্ধানে ভবানীর মন্দিরে গেলেন, তথায় ঠাকুর নাই। তখন তিনি বাহির হইয়া আসিতেছিলেন, সহসা পার্শ্ব হইতে কে আসিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল, সুজলা চমকিত হইয়া ফিরিলেন, দেখিলেন একটি রাজপুত যুবতী।

তিনি প্রথমে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, তৎপরে আনন্দিত হইলেন, তৎপরে হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "তুমি!"

রাজপুতবালাও হাসিলেন, বলিলেন, "এখানে তোমায় দেখিব, কে ভাবিয়াছিল?"

"সন্ন্যাসিনীকে লোকে সর্ব্বত্রই দেখিবার প্রত্যাশা করে; কিন্তু যা হ'ক্।"

"আমায় ক্ষমা কর।"

"তার আর ক্ষমা কি? আমায় বলিলে হইত; আমি সত্য সত্যই তোমার জন্য কেঁদেছি।"

"তা আমি জানি; তার জন্য আমার যে কষ্ট হয়েছে তা—" "যাক্ সে কথা—এর পর সে সব কথা শুনিব। যতদূর জেনেছি, তাতে তো বুঝেছি যে, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'য়েছে, কিন্তু এখানে কোথা থেকে?—আর প্রমোদকিশোরকে আহত ক'রে বনের মধ্যেই বা কে রেখে গিয়েছিল; তার পর তুমিই বা কোথায় ছিলে?"

"চন্দ্রদ্বীপের রাজার ছেলে আমাদের বনের মধ্যে আক্রমণ ক'রে; তার পর তিনি আহত হ'য়ে মূর্চ্ছিত হ'লে, তারা আমাকে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল।"

"তার পর?

"তার পর একটী সন্ন্যাসিনী, একটী বালিকা গিয়া আমাকে মুক্ত করিয়াছিল;—সে সব অনেক কথা, পরে বলিব। শুনিলাম, রাজকুমার তোমাদের আশ্রয়ে ছিলেন।"

"কে বলিল?"

"একটী ব্রাহ্মণ, তিনি এই মন্দিরে তোমার অনুসন্ধান করিতেছিলেন?"

"তিনি কোথায় গেলেন ?"

"তোমার সন্ধান না পেয়ে বিক্রমপুর গিয়াছেন।"

"তুমি এখানে কোথায় আছ ?"

"চন্দ্রদ্বীপে দাদার সঙ্গে আমার দেখা হয়; তাঁর সঙ্গে বিক্রমপুর যাইতেছি। যবনেরা এসেছে ব'লে এখানে আছি; দাদা সংবাদ আনিতে গিয়াছেন। যদি যুদ্ধ সম্ভব না থাকে, তবে বিক্রমপুর যাব।"

"সে সন্ন্যাসিনী কোথায় ?"

"তুমি কি তাঁকে চিন ?"

"হ্যাঁ।"

"কেমন করিয়া চিনিলে ?"

"সন্ন্যাসিনী সন্ন্যাসিনীকে চিনিবে না ?"

"তাঁর সংবাদ বলিতে পারি না, এখন তিনি কোথায় আছেন জানি না, তিনি কে তাও জানি না।"

সুজলা চিন্তিত হইলেন; ঊষা কহিলেন, "এখন কোথায় যাইবে ? যদি বিশেষ কোন প্রয়োজন না থাকে, তবে দুইদিন আমার সঙ্গে থাক; সব কথা বলিব; তোমার মত বন্ধু আমার কে ?"

সুজলা ঘাড় নাড়িলেন, ঊষা কহিলেন, "কেন, কোথায় যাইবে ?"

"চন্দ্রদ্বীপে।"

"কেন ?"

"সেই সন্ন্যাসিনীর সন্ধান করিতে।"

"তিনি তো সেখানে নাই, তিনি কুমারের সঙ্গে গিয়াছেন।" সুজলা কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "সেখানেই কোথায় আছেন, সন্ধান করিব।"

"তার পর বিক্রমপুরে আসিবে ?"

"বোধ হয় আসিব, কিন্তু সন্ন্যাসিনীর কোথায় যাওয়া, কোথায় না যাওয়া, তাহার কিছুই স্থির নাই।"

"তাঁর সঙ্গে যদি দেখা হয়, তবে বলিও যে, আমি তাঁকে কখন ভুলিব না, তিনি আমার ধর্ম্ম রক্ষা, জীবন রক্ষা ক'রেছেন; সেরূপ উপকারকের প্রত্যুপকার ইচ্ছা করাও পাপ; তবে যদি কখন কিছু তাঁর করিতে পারি, জীবন সার্থক মনে করিব। যদি দেখা হয় বলিও।"

"বলিব।"

তৎপরে সুজলা একটু হাসিয়া কহিলেন, "তার জন্য কি করিতে পার?"

"যাহা আমার জীবন অপেক্ষা মূল্যবান্, তাহা যে রক্ষা করিয়াছে, তাহার জীবন দিতে পারি।"

সন্ন্যাসিনী আবার হাসিলেন, বলিলেন, "জীবন সামান্য বিষয়, সকলেই দিতে পারে, সময়ে দেখা যাইবে।" সুজলার কথায় ভীতা হইয়া উষা বলিলেন, "তোমার কথা বুঝিতে পারি না, আমায় বুঝাইয়া বল।"

"বুঝিবার কিছুই নাই।"

এই বলিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। উষা বহুক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তৎপরে তিনিও ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সরযূর ভালবাসা।

প্রমোদকিশোর সন্ন্যাসীর কুটীর হইতে প্রস্থান করিয়া কি করিয়াছেন, তাহা আমরা বলিয়াছি, সন্ন্যাসিনী কি করিয়াছিলেন, তাহাও বলিলাম। এক্ষণে সরযূ কি করিয়াছিল, তাহাই বলিব। কিন্তু অগ্রে সরযূর পূর্ব্ববৃত্তান্ত একটু বলা আবশ্যক হইতেছে।

সরযূ বাল্যকাল হইতে পিতৃমাতৃহীনা, পরকর্ত্তৃক পালিতা, অযত্নে বর্দ্ধিতা। কেহ কখন তাহাকে ভাল উপদেশ দেয় নাই। বাল্যকাল হইতেই সে যাহা ইচ্ছা তাহা করিত; বাল্যকাল হইতে সে পুরুষের ন্যায় কাপড় পরিত, বালকদিগের সহিত খেলা করিয়া বেড়াইত; ভয় বলিয়া যে জগতে একটা কিছু আছে, তাহা সে জানিত না। সে যে বালিকা, সে যে স্ত্রীলোক, তাহা সে ভাল বুঝিত না;—অন্যান্য বালিকাদিগের কথা দূরে থাকুক, অধিকাংশ বালকও তাহার সহিত বলে পারিত না।

যৌবনে পদার্পণ করিয়া তাহার চরিত্রের কোনই পরিবর্ত্তন হইল না; কেবল তাহার স্বাভাবিক চঞ্চলতা কতক হ্রাস হইল। এইরূপ সময়ে, যখন তাহার হৃদয়ের কোমল বৃত্তিসকল একে একে প্রস্ফুটিত হইতেছিল, যখন হৃদয়ের স্ত্রীভাব সকল ধীরে ধীরে স্ব স্ব রাজ্য বিস্তার করিতেছিল, যখন হৃদয় বিকশিত হইয়া ভালবাসার দ্রব্য অনুসন্ধান করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে, প্রমোদকিশোর তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন।

আজীবন তাহার ভালবাসার কেহ ছিল না, বাল্যকাল হইতে সে ভাল-বাসার দ্রব্য কিছুই পায় নাই, কিন্তু যৌবনের প্রারম্ভে হৃদয়বৃত্তি সকল প্রস্ফুটিত হইয়া কাহাকে ভালবাসাইয়া দেয় এরূপ অবস্থায় সরযূ প্রমোদ-কিশোরের মধুর স্বভাবে সুমিষ্টতাপূর্ণ কথায় ও দেবোপম রূপে মুগ্ধ হইল। প্রথমে বিপদ-উদ্ধারকের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল, তৎপরে প্রমোদকিশোরের আদরে, দয়ায়, মিষ্ট কথায় তার মন মুগ্ধ হইল। প্রমোদকিশোরকে দেখিলে তাহার হৃদয় নাচিয়া উঠে, প্রমোদকিশোরের কথা শুনিলে তাহার হৃদয় কম্পিত হয়, প্রমোদকিশোর যখন তাহার হাত ধরিয়া আদর করিয়া তাহাকে কত কথা বলিতেন, তখন সে বাহ্যিক জ্ঞানশূন্য হইত; সে জগৎ ভুলিয়া যাইত।

প্রমোদকিশোর ইহার কিছুই জানিতেন না; কখন এ বিষয় ভাবিয়াও দেখেন নাই। দরিদ্র অনাথিনী পিতৃ-মাতৃহীনা সুন্দরী বালিকার উপর সহানুভূতি কাহার না হয়? তাহাই তিনি যে কয়দিন কামিখ্যায় ছিলেন, সেই কয়দিন অন্য কোন কাজ না থাকায়, প্রায় সরযূর সহিত থাকিতেন, তাহাকে আদর করিতেন, যত্ন করিতেন।

যখন প্রমোদকিশোর কামিখ্যা ত্যাগ করিলেন, তখন সহসা সরযূর সুখের স্বপ্ন ভঙ্গ হইল, সহসা সে চারিদিক অন্ধকার দেখিল। প্রমোদ-কিশোর যাইবার সময় তাহাকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি চন্দ্রনাথ চলিলেন। দুইদিন পরে সে, যেন জানে না, কাহাকে কিছু না বলিয়া চন্দ্রনাথ চলিল। তাহার বলিবারই বা কে ছিল?

সংসারজ্ঞানবিরহিতা বালিকা একাকিনী চলিল, অর্থশূন্য, সহায়শূন্য, তথাপি সে চলিল। কোথায় চন্দ্রনাথ? তথায় কোন্ পথে যাইবে, সে তাহার কিছুই জানে না। অপর কেহ হইলে কখনও এ দুঃসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হইত না; কিন্তু সরযূ সেরূপ বালিকা নহে। বালিকা-

বয়স হইতে সে হৃদয়ে যাহা উদিত হইয়াছে, তাহাই করিয়াছে; অদ্যও না ভাবিয়া, না চিন্তিয়া তাহাই করিল।

পথে আসিয়া সে তখন তাহার ক্লেশ কতক বুঝিল; আহারের অভাব, শয়নের জন্য স্থানের অভাব, পথ না জানিয়া বিপথে যাইবার ভয়, এই সকল সে পথে আসিয়া বুঝিল। সে পরমাসুন্দরী, যৌবনে প্রস্ফুটিতা বালিকা; পথে পাপমতিদিগের পাপদৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তখন সরযূ বুঝিল যে, বন্য হিংস্রক জন্তু অপেক্ষা স্ত্রীজাতির শত্রু পুরুষ অধিক। কিন্তু সে অন্যের মত বালিকা নহে। তাহার হৃদয়ে সিংহীর তেজ লুক্কায়িত-ভাবে প্রজ্জ্বলিত ছিল। সে পথে তাহার হস্তস্থ রৌপ্যবালা বিক্রয় করিয়া, এক শাণিত ছুরিকা সংস্থান করিল। তখন তাহার হৃদয় সাহসে পূর্ণ হইল। সে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া চন্দ্রনাথের দিকে চলিল। তাহার ভাব দেখিয়া সকলে সভয়ে তাহার নিকট হইতে সরিয়া যাইত, কেহ কেহ ভাবিত,—সে উন্মত্তা।

হর্ষপুরে ভবানীর মন্দিরে প্রমোদকিশোর অপেক্ষা করিতেছিলেন। সরযূ তথায় আসিয়া তাহা জানিল। সে সেই মন্দিরের সোপানের এক-পার্শ্বে বসিয়া থাকিল। প্রমোদকিশোর ভবানীর পূজা সমাপন করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিলেন, সহসা তাঁহার দৃষ্টি সরযূর প্রতি পড়িল; তিনি সত্বর নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি এখানে কোথা থেকে এলে?" সরযূ ইহার কি উত্তর দিবে? তাহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া প্রমোদকিশোর কহিলেন, "তোমার কি অসুখ হ'য়েছে? এখানে কার সঙ্গে এলে?" সরযূ এবারও কোন উত্তর দিতে পারিল না; তখন প্রমোদকিশোর আদর করিয়া তাহার হাত ধরিয়া তুলিলেন, তাহাকে সঙ্গে করিয়া নিজ বাসস্থানে আনিলেন; তাহাকে আহার করাইলেন। তখন তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "সরযূ, এখানে কি

একলা এসেছ? কেন? কোথায় যাইতেছ? সরযূ তখন কম্পিতস্বরে কহিল, "আমার কামিখ্যা আর ভাল লাগে না, তাই সেখান থেকে চ'লে এসেছি।"

"কোথায় যাবে? তুমি ছেলেমানুষ; সেখানে তোমার পরিচিত অনেক লোক আছে, বিদেশে নূতন স্থানে গিয়ে যে বিপদে পড়িবে।"

"আমার আর বিপদ কি?"

"আমার একটা কথা রাখিবে?"

হায়! প্রমোদকিশোর যদি একবার সেই ক্ষুদ্র হৃদয়ের ভাব বুঝিতেন! সরযূ তাহার বিশাল চক্ষুদ্বয় প্রমোদকিশোরের মুখের উপর নিক্ষেপ করিল, তিনি তাহার দুই খানি হাত ধরিয়া বলিলেন, "বাড়ী যাও—তুমি ছেলে মানুষ, সংসারের কিছুই জান না, বিপদে পড়িবে। আমি টাকা দিতেছি, বিশ্বাসী লোক দিতেছি,—বাড়ী যাও। যদি কখন বিপদে পড়, কি কষ্টে পড়, আর কোথাও যাইও না, বিক্রমপুরে যাইও।"

সরযূ কোন উত্তর দিল না, তাহার হৃদয়ে কোন উত্তর উদিত হইল না। তখন প্রমোদকিশোর সেইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন। সরযূকে কামিখ্যায় রাখিয়া আসিবার জন্য একজন বিশ্বস্ত লোক ঠিক করিলেন, তৎপরে তাহাকে পাঁচটি মোহর দিয়া সেই লোকের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন।

তাহাকে বিদায় করিয়া প্রমোদকিশোর চন্দ্রনাথ যাত্রা করিলেন। সরযূ কামিখ্যায় ফিরিল না; সে কৌশলে ছল করিয়া, সেই লোকের নিকট হইতে পলাইল। হর্ষপুরে চটির দ্বারে প্রমোদকিশোর দেখিলেন, সরযূ বসিয়া আছে; তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, বলিলেন, "তুমি বাড়ী যাও নাই, আবার এখানে কোথা থেকে এলে?"

"আমি বাড়ী যাই নাই।"

"কেন ? বাড়ী ভাল না লাগে, তুমি বিক্রমপুর যাও। আমি লোক দিয়া তোমাকে সেখানে পাঠাইতেছি ; মা তোমাকে যত্নে রাখিবেন।"

সরযূ কোন কথা কহিল না। প্রমোদকিশোর তাহাতে তাহার সম্মতি আছে ভাবিয়া সকল আয়োজন করিলেন, লোক দিয়া তিনি তাহাকে বিক্রমপুর পাঠাইয়া চন্দ্রনাথ চলিলেন।

হায়, সরযূ কি আহারের, বসন-ভূষণের কাঙ্গাল ! সে বিক্রমপুর গেল না ; আবার পলাইল।

চন্দ্রনাথে প্রমোদকিশোর দেখিলেন, সম্মুখে সরযূ। তিনি প্রথম আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, তৎপরে বিরক্ত হইলেন, একটু ক্রুদ্ধ হইলেন, বলিলেন, "সরযূ, একি—বিক্রমপুর যাও নাই ?"

"বিক্রমপুর আমার ভাল লাগিবে না।"

"তবে কোথা যাইবে, কোন্ স্থান তোমার ভাল লাগিবে ? তুমি কথা বলিলে শুন না, ভাল কথা গ্রাহ্য কর না।"

এ পর্য্যন্ত সরযূ, প্রমোদকিশোরের মুখে কখন কঠোর কথা শুনে নাই, অদ্য তাহার হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিল ; সেরূপ কষ্ট সে কখনও পায় নাই ; সে কাঁদিয়া উঠিল।

হায় ! প্রমোদকিশোর তাঁহার হৃদয়ভাব বুঝিলেন না ; বলিলেন, "যখন তুমি কথা শুন না, তখন আর আমি তোমার কি করিব ; তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর।" এই বলিয়া প্রমোদকিশোর তথা হইতে চলিয়া গেলেন ; দুই পদ যাইতে না যাইতে তাঁহার হৃদয়ে যে সন্দেহ এ পর্য্যন্ত কখন উদিত হয় নাই, তাহাই হইল ; তিনি ভাবিলেন হয়তো সরযূ তাঁহারই অনুসরণ করিতেছে, হয়তো সে তাঁহাকে ভালবাসে। তিনি ফিরিয়া আসিলেন, বলিলেন, "তোমাকে আমি আমার ভগ্নীর ন্যায় ভালবাসি, আমার কথা যদি শুন, তোমাকে ভগ্নীর ন্যায় রাখিব, আর কথা না শুনিলে

আমি কি করিব বল, সরযূ—" এই বলিয়া আদর করিয়া প্রমোদকিশোর তাহার হাত ধরিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তখন সরযূর হৃদয়ের লুক্কায়িত তেজ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে; তাহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে; সে সবলে প্রমোদকিশোরের হাত দূরে নিক্ষেপ করিয়া তথা হইতে বেগে প্রস্থান করিল। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল, পাঠক তাহা অবগত আছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সরযূ ও ঊষা।

কুটীর হইতে যখন প্রমোদকিশোর, সর্ব্বেশ্বর ঠাকুরের সহিত প্রস্থান করিলেন, তখন সরযূ পূর্ব্বে যাহা করিয়াছিল, এবারও তাহাই করিল, সে প্রমোদকিশোরের অনুসরণ করিল।

সে যে ইচ্ছা করিয়া ইহা করিত, তাহা নহে; ইচ্ছা তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব হারাইয়াছিল; ইচ্ছামত কার্য্য করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। সে ইচ্ছা করিত, প্রমোদকিশোরকে ভুলিবে, তাহা পারিত না; সে ইচ্ছা করিত, প্রমোদকিশোরের সঙ্গে থাকিবে না, যাইবে না, কিন্তু তাহা পারিত না। সে ভাবিত, এইবার সুবিধা হইলেই প্রমোদকিশোরের বুকে ছুরিকা বসাইবে, কিন্তু সুবিধা আসিলে তাহা পারিত না। তাহার অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। তাহার হৃদয়ে কেবল এক বৃত্তি বিরাজিত, এক ভাব তথায়

জাগ্রত। সেই জন্যই অনিচ্ছাসত্ত্বেও সরযূ, প্রমোদকিশোরের অনুসরণ করিল।

পূর্ব্বে তাহার হৃদয়ে প্রমোদকিশোরের কঠোর-বাক্যে যে অগ্নি জ্বলিয়াছিল, এক্ষণে তাঁহার মুখে উষা নাম শুনিয়া তাহা শতগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। কেন হইয়াছে, সে জানে না, কেন তাহার হৃদয় জ্বলিয়া যায়, তাহার মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ জ্বলিতে থাকে, কেন সে থাকিয়া থাকিয়া উন্মত্তের ন্যায় হয়, তাহার সে কিছুই বুঝিতে পারে না।

সে হর্ষপুরে প্রমোদকিশোরের সঙ্গে আসিয়া তথা হইতে চন্দ্রনাথ প্রস্থান করিল। পথে রামীর মা বুড়ীর কুটীরে একদিন থাকিল। কৃপারামের চটির উত্তরে রামীর মা থাকিত; গ্রামের সকলে তাহাকে দয়া করিত, বুড়ী প্রত্যহ সকলের বাড়ী যাইয়া, কাহারও বাড়ী হইতে চাল, কাহারও বাড়ী হইতে ডাল, কোথা হইতে তরকারি, এইরূপে নানাদ্রব্য সংস্থান করিয়া আনিত। চন্দ্রনাথ যাইবার সময় সরযূ একদিন বুড়ীর কুটীরে বাস করে; তাহাই তাহার সহিত পরিচয়। যাইবার সময় সরযূ তাহাকে প্রমোদকিশোরদত্ত মোহর কয়টী দিয়া গিয়াছিল।

এক্ষণে সরযূ আসিলে বুড়ী বড় সন্তুষ্ট হইল, বলিল, "বাছা, তোর জন্য আমি কেঁদে মরি।"

"কেন বুড়ী? তুমি আমার জন্য কাঁদ কেন?"

"তোর যে মা নেই।"

সরযূর চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল, ক্ষণেক পরে বুড়ী বলিল, "সে কোথায় গেল?" সরযূ বুঝিয়াও বুঝিল না, বলিল, "কে?"

"সেই যে—আরবার যার কথা ব'লেছিলি, যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলি?"

"সে চ'লে গেছে।"

"কোথায়?"

"জানিনে।"

"তুই আর যাবিনে তো?"

"না।"

"তুই তাকে ভালবাসিস্‌নে?—বুড়ীর কথা শুনিস্‌, পুরুষমানুষকে কখনও ভালবাসিস্‌নে!" সরযূ কোন কথা কহিল না।

বুড়ীর কুটীর হইতে সরযূ চন্দ্রদ্বীপের দিকে চলিল। সে ভাবিয়াছিল, প্রমোদকিশোর নিশ্চয়ই উষার সন্ধানে চন্দ্রদ্বীপ যাইবেন, তাহাই সে জিজ্ঞাসা করিয়া চন্দ্রদ্বীপে উপস্থিত হইল। কিন্তু চন্দ্রদ্বীপে প্রমোদকিশোর যান নাই, তিনি স্বদেশ গিয়াছিলেন। চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া সরযূ জানিল যে, প্রমোদকিশোর তথায় আসেন নাই। তখন সে উষার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সমস্ত দিবস অনাহারে অপরিচিত স্থানে সে ঘুরিল, কিন্তু উষার কোন সন্ধানই পাইল না। সন্ধ্যার সময় ক্লান্ত হইয়া সে একটি মন্দিরের দ্বারে বসিল। সেই পথ দিয়া একটি সুন্দর অশ্বারোহী যুবক যাইতেছিলেন। তিনি সরযূর অলৌকিক রূপেই হউক, বা তাহার মলিন দুঃখিনী সন্ন্যাসিনী বেশ দেখিয়াই হউক, বা তাহার ক্লান্ত পরিশ্রান্ত অবস্থা দেখিয়াই হউক, যে কারণেই হউক, তিনি অশ্বকে দণ্ডায়মান করাইলেন; তৎপরে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া সরযূর নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাকে ক্লান্ত দেখিতেছি, যদি দোষ মনে না করেন, তবে কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে, আপনি এদেশে নূতন এসেছেন, না এখানেই আপনার বাড়ী?" যুবকের মধুর সম্ভাষণে সরযূ রাগ করিতে পারিল না, সলজ্জভাবে বলিল, "আমি আজ নূতন এদেশে এসেছি।"

"তবে কোথায় থাকিবেন?"

"তা ঠিক নাই, এই মন্দিরেই থাকিব।"

"যদি আপত্তি না থাকে, তবে আমার বাটীতে থাকিলে অনুগৃহীত হইব।"

"আমি সন্ন্যাসিনী, সন্ন্যাসিনীর দেবমন্দিরে থাকাই কর্ত্তব্য, আমি এখানেই থাকিব।

"আপনার কোন কার্য্যে আসিতে পারি?"

সরযূ ঘাড় নাড়িল, যুবক কহিলেন, "আমি বারন্দ্রের রাজকুমার,—আমার নাম সুশীলসুন্দর; এখানে রাজার 'কমল কাননে' বাস করিতেছি। যদি আবশ্যক হয়, আমাকে সম্বাদ দিবেন; দিলে অনুগৃহীত হইব।" সরযূ আবার ঘাড় নাড়িল, তখন যুবক পুনরায় অশ্বারোহণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সরযূ সাত দিবস অনুসন্ধানের পর উষার সম্বাদ পাইল; সে এই সাত দিবস এই মন্দিরে বাস করিল। সে দেখিল, বারন্দ্রের রাজকুমার প্রত্যহই এই মন্দিরে পূজার্থে আইসেন, প্রত্যহই তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করেন, কিন্তু কোন কথা তাহার সহিত কহেন না। সে দেখিল, তিনি প্রত্যহ বৈকালে সেই পথে অশ্বারোহণে যান, কখন কখন দুই তিন বারও সেই পথে গমনাগমন করেন। সরযূ তাঁহাকে দেখিয়াও দেখে না।

সরযূ, রাজকুমার সুমন্তদেবের একজন দাসীর সহিত পরিচিত হইল; তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে উষার সন্ধান পাইল। সে এক দিন দাসীকে বলিল, "তার সঙ্গে আমাকে একবার দেখা করিতে দাও; একবার কেবল দেখা করিব।" দাসী তাহার মলিন মুখ দেখিয়া দুঃখিত হইয়া সম্মত হইল, সে বলিল, "বড় শক্ত কথা; রাজকুমার জানতে পারলে আমাকে কুকুর দিয়া খাওয়াইবেন।"

"তিনি জানিবেন কেন? তোমার সঙ্গে যাব, তোমার সঙ্গে চ'লে আসব।"

"তবে আজ এস, আজ যখন আমি তার খাবার নিয়ে যাব, তখন তুমি আমার সঙ্গে যেও।"

"আচ্ছা।"

সরযূ মন্দিরে আসিয়া অনেকক্ষণ কি ভাবিল, তৎপরে সে 'কমল কানন' কোথায় এক জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া সেই দিকে চলিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুশীলসুন্দর।

কুমার সুশীলসুন্দর বৈকালে ভ্রমণের জন্য বেশ-বিন্যাস করিয়া বহির্গত হইতেছিলেন, এমন সময়ে একজন দাস আসিয়া সম্বাদ দিল, "একজন সন্ন্যাসিনী আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চায়।" কুমার চমকিত হইয়া ফিরিলেন।

"কে?"

"একজন সন্ন্যাসিনী।"

"সন্ন্যাসিনী?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আসিতে বল।"

দাসের সহিত সরযূ গৃহে প্রবিষ্ট হইল; কুমার বলিলেন, "আপনি যে কখনও আমার নিকট আসিবেন, তাহা ভাবি নাই।"

"আপনি সে দিন বলিয়াছেন যে, যদি কখন কোন আবশ্যক হয়, আপনার নিকট আসিতে, তাই আসিয়াছি।"

"বলুন, কি করিতে হইবে ?"

"এই দেশের রাজপুত্র একজন স্ত্রীলোককে আটক করিয়া রাখিয়াছেন।"

"সুমন্ত ঐ রকম নরাধমই বটে। আমি এখনি তার কাছে যাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বলিতেছি। সে আমাকে ভয় করে।"

"এ বিষয় লইয়া গোলযোগ হয়, আমার ইচ্ছা নয়, আমি তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিব; আপনি বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিবেন, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া তিনি যেখানে যাইতে চান, সেইখানে তাঁহাকে রাখিয়া আসিবেন। এ উপকার করিবেন কি ?"

"এ তো সামান্য কার্য্য; কিন্তু এরূপে আপনি হয়তো বিপদে পড়িতে পারেন। কেমন করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিবেন জিজ্ঞাসা করিতে পারি ?"

"সে কথা আপনার শুনিয়া কাজ নাই; যদি আমি কোন বিপদে পড়ি, তখন যা হয় করিবেন। কিন্তু আমি কোন বিপদে পড়িব না।"

"কখন কোথায় আমাকে যাইতে হইবে ?"

"আজ রাত্রি এক প্রহরের পর রাজকুমার সুমন্তদেবের প্রাসাদের পশ্চাৎদিকে আপনি দণ্ডায়মান থাকিবেন।"

"আচ্ছা, নিশ্চয়ই থাকিব।"

সরযূ বহির্গত হইয়া চলিলেন, কুমার সঙ্গে সঙ্গে দ্বার পর্য্যন্ত আসিলেন, পরে বলিলেন, "যখন যে আবশ্যক হইবে, আমাকে জানাইবেন।" সরযূ কোন কথা কহিল না, ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। কুমার অশ্বারোহণে বহির্গত হইলেন।

রাত্রি এক প্রহরের পর তিনি প্রাসাদের পশ্চাদ্দিকস্থ ক্ষুদ্র দ্বারের নিকট বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত থাকিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সেই স্থানে

সরযূ আসিল, সে তাঁহাকে দেখিল, কিন্তু কোন কথা না কহিয়া ভিতরে প্রবিষ্ট হইল।

সরযূ দাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিল, তৎপরে তাহার সহিত উষা যে প্রকোষ্ঠে বদ্ধা ছিলেন, সেই প্রকোষ্ঠে গেল। উষা দুইজনকে দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। দাসী কহিল, উনি খান, তুমি তোমার কথা সেরে নেও। খাওয়া হ'লে আমি থালা বাসন নিয়ে যাব।" দাসী চলিয়া যাইবামাত্র সরযূ কহিল, 'শীঘ্র উঠ, আমার এ কাপড় তুমি পর। আমাকে তোমার কাপড় দেও, কথা না ক'য়ে দাসীর সঙ্গে চ'লে যাও, দ্বারে একজন লোক আছেন, তাঁকে অবিশ্বাসের কারণ নাই, তাঁকে ব'লো কোথায় যাবে, তিনি সেইখানে তোমায় রেখে আস্‌বেন।" উষা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, সরযূ ব্যস্ত হইল,—বলিল, "শীঘ্র,—শীঘ্র,—দেরি ক'রো না।"

"কোথায় যাব ?"

"পলাও।"

"আমি পলাইলে তোমার কি হবে ?"

"সে কথায় তোমার কাজ কি ?"

"তোমাকে আমি চিনিনে, জানিনে; তোমাকে আমি বিপদে ফেলে পলাইব না।" সরযূ ক্রুদ্ধ হইল, কটী হইতে ছুরিকা বাহির করিল, বলিল, "দেখ, আমি তোমার বুকে ছুরি বসাইতে আসিয়াছিলাম, আমাকে রাগাইও না, পলাও।"

"আমি সেরূপ নই; তুমি কে আমি জানিনে, কেন তুমি আমার জন্য এত করিতেছ, না জানিলে আমি অনর্থক তোমাকে বিপদে ফেলে কখনও পলাইব না।"

সরযূ পিঞ্জরাবদ্ধা ব্যাঘ্রীর ন্যায় পদচারণ করিতে লাগিল তৎপরে সহসা

ফিরিয়া বলিল, "প্রমোদকিশোর পীড়িত, যদি দেখিতে চাও, তবে এখান থেকে পলাও।" বিদ্যুৎবেগে উষা উঠিলেন, মুহূর্ত্তের মধ্যে বেশ পরিবর্ত্তন করিলেন, বলিলেন, "এ উপকার কখন ভুলিব না।"

এই সময় দাসী আসিল; উষা তাঁহার সহিত অবগুণ্ঠনে মুখাবৃত করিয়া চলিয়া গেলেন। সরযূ, উষার বেশে তথায় বসিয়া রহিল; নিঃসন্দিগ্ধমনা দাসী কখনই সন্দেহ করিল না।

উষা বাহিরে আসিলে, কুমার সুশীলসুন্দর তাঁহার নিকটে আসিয়া চমকিত হইয়া বলিলেন, "তুমি!" উষাও চমকিত হইয়া প্রথম প্রায় বাক্‌শক্তিহীনা হইয়াছেন, কিন্তু সত্বর প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, "চল,—শীঘ্র এখান থেকে চল, পরে সকল বলিব।"

তখন দুইজনে দ্রুতপদে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

কুমার সুশীলসুন্দর নিজ বাসস্থানে আসিয়া, নিজ লোকজনকে বলিলেন, "এখনই প্রস্তুত হও, এখনই রওনা হইব।"

সেই রাত্রিতেই সুশীলসুন্দর উষাকে লইয়া, চন্দ্রদ্বীপ ত্যাগ করিলেন।

পরদিবস প্রমোদকিশোর চন্দ্রদ্বীপে আসিলেন। ঐ দিবস রাত্রে তিনি সরযূকে মুক্ত করিয়া চন্দ্রদ্বীপ ত্যাগ করিয়া গেলেন; প্রাতে সুমন্তদেব, প্রমোদকিশোরের সহিত উষার পলায়নের সম্বাদে ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইলেন; তৎক্ষণাৎ প্রমোদকিশোরের সন্ধানে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। তিনি জানিতেন না যে, প্রমোদকিশোর উষাকে লইয়া যান নাই, উষা পূর্ব্বরাত্রে আর একজনের সহিত পলাইয়াছেন।

উষাকে অন্যত্র রাখিয়া, পরদিবস কুমার সুশীলসুন্দর চন্দ্রদ্বীপে ফিরিলেন; তিনি সরযূর সন্ধান করিয়া জানিলেন যে, প্রমোদকিশোরের সহিত গিয়াছেন; তখন তিনিও প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সরযূ ও প্রমোদকিশোর।

যখন পশ্চাৎ হইতে সরযূ কহিল, "আপনি ঠকিয়াছেন, আমি সরযূ।" তখন প্রমোদকিশোর সত্য সত্যই চমকিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন, তিনি উষাকে উদ্ধার করিয়াছেন,—তাঁহার হৃদয় তখন উষাময়,—তিনি একবারও ভাবেন নাই যে, পশ্চাতে যে রমণী আসিতেছে, সে উষা ভিন্ন আর কেহ; সুতরাং সরযূর বাক্যে তিনি স্তম্ভিত হইলেন, কয়েক মুহূর্ত্ত কোনই কথা কহিতে পারিলেন না। ক্রমে তাঁহার মনে চিন্তাশক্তির উদ্দীপনা হইল, তখন তিনি ভাবিলেন, "উষা কে? তাকে তো দুইমাত্র দেখিয়াছি।" তার পর ভাবিলেন "আমি বড় নিষ্ঠুর, এ বালিকা আমার জন্য এত করে, আমি ইহার কথা একবারও ভাবি না।" তাহার পর এতদিন যাহা তাঁহার হৃদয়ে কখন উদিত হয় নাই, তাহাই হইল; তিনি ভাবিলেন, "উষার অপেক্ষা সরযূ সুন্দর।" মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার মনে এই সকল চিন্তা উদিত হইল; তিনি বলিলেন, "সরযূ, তুমি অন্যায় বল নাই, আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি উষাকেই উদ্ধার করিয়াছি; কিন্তু আমি সেজন্য চন্দ্রদ্বীপে যাই নাই। ঘটনাক্রমে জানিলাম, উষা বদ্ধ আছে, তাহাকে মুক্ত করিবার সুবিধা হইল, বলিতে গেলে, সে আমার জন্যই বিপদে পড়িয়াছিল, তাহাই তাহাকে উদ্ধার করা কর্ত্তব্য মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু সরযূ, তুমি এখানে কোথা হইতে আসিলে, তোমাকে সুমন্ত কিরূপে বন্দী করিল?"

"আমি উষাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছি।"

"তুমি! তুমি তাহাকে চিনিলে কিরূপে? আমি নিশ্চয় জানি, তুমিই পুরুষবেশে চন্দ্রনাথে উষার কথা আমাকে বলিয়াছিলে, সেখান থেকে তুমি চন্দ্রদ্বীপে কবে গেলে?"

"তখনই।"

"কেন?"

"উষাকে দেখিতে।"

"উষাকে দেখিতে! উষা তোমার কে?"

"উষা আমার কে?"

"তবে যে তাহাকে হইতে চন্দ্রদ্বীপে দেখিতে গিয়াছিলে? তবে যে আপনাকে বিপদে ফেলে, তাহার পর তাহাকে মুক্ত করিলে?"

"ইচ্ছা হ'ল।"

"আমি তোমাকে বুঝিতে পারি না। কিন্তু আপনাকে ওরূপে বিপদে ফেলা উচিত হয় নাই। কেমন করিয়া উষাকে মুক্ত করিলে?"

এ প্রশ্নে যে সরযূ কষ্ট পাইবে, তাহা প্রমোদকিশোর ভাবেন নাই, কিন্তু সরযূ বড় কষ্ট পাইল; সে ভাবিল, প্রমোদকিশোর ছলে উষার সম্বন্ধ জানিতেছেন। তাহার মুখ রক্তিমাভ ধারণ করিল! সে ধীরে ধীরে উষার কথা তাঁহাকে বলিল। কিন্তু তখন প্রমোদকিশোরের হৃদয় হইতে উষারূপ অন্তর্হিত হইতেছিল; প্রমোদকিশোর বুঝিয়াছিলেন যে, সরযূ তাঁহারাই জন্য উষাকে মুক্ত করিয়াছে; তখন প্রমোদকিশোরের সরযূর হৃদয় বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না। তখন তাঁহার মনে হইল, এরূপ ভালবাসার প্রতিদান না করা নিতান্ত পাষণ্ডের কার্য্য। সরযূর উপর তাঁহার আকর্ষণ কতক বৃদ্ধি হইল; তিনি মনে করিলেন, তিনি সরযূকে ভাল বাসেন। উষার কথা শুনিয়া বলিলেন, "তিনি বিদেশী, বিপদে পড়িয়াছেন, আমার কর্ত্তব্য কাজ আমি করিয়াছি। এক্ষণে তিনি

যাঁহার হস্তে পতিত হইয়াছেন, তিনি আমা অপেক্ষা অধিক সাহায্য করিতে পারিবেন; তিনি নিশ্চয়ই তাহাকে লোকজন দিয়া জয়পুর পাঠাইয়া দিবেন।”

এ কথায় সরযূ একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, প্রমোদকিশোরের মুখের দিকে চাহিল; প্রমোদকিশোর কহিলেন, “তুমি ক্লান্ত হইয়াছ, এস এই গাছতলায় একটু বসি।”

দুই জনে বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রমোদকিশোর কহিলেন, “সরযূ, তুমি কি আমার জন্য চন্দ্রদ্বীপে গিয়াছিলে? ভাবিয়াছিলে, ঊষার জন্য নিশ্চয়ই সেখানে যাইব। আমি বুঝিয়াছি।” সরযূ কথা কহিল না; প্রমোদকিশোর, সরযূর হাত ধরিলেন, “তুমি আমায় ভালবাস! কেন আমায় এত ভালবাস?” তোমার ভালবাসার উপযুক্ত কি আমি? তোমার অপরিসীম ভালবাসার প্রতিদান করিতে কি কখনও আমি পারিব?” সরযূ উত্তর দিল না, বাত্যাতাড়িত বৃক্ষপত্রের ন্যায় তাহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইতেছিল; প্রমোদকিশোর আদর করিয়া তাহার মুখ তুলিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সরযূ, তুমি কি আমায় ভালবাস? আমি বুঝিয়াছি, তবু তুমি একবার তোমার ঐ সুমিষ্টস্বরে আমায় বল।”

সরযূ নীরব। প্রমোদকিশোর কহিলেন, “বল, সরযূ, একবার বল।”

সে মুখ তুলিল, কি বলিবে মনে করিল, কিন্তু পারিল না।

“সরযূ!”

সরযূ জগৎ-সংসার ভুলিয়া গেল, তাহার মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইল, প্রমোদকিশোরের আদরপূর্ণ মধুরস্বরে সে আত্মবিস্মৃত হইল; সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছিল। প্রমোদকিশোর তাহার অবশ দেহ নিজ হৃদয়ে টানিয়া

লইয়া, সাদরে আলিঙ্গন করিয়া তাহার সেই রক্তিমরঞ্জিত ওষ্ঠে চুম্বন করিতে উদ্যত হইলেন,—অমনি সবলে প্রমোদকিশোরকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া সরযূ তীরবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল, উন্মাদিনীর ন্যায় কহিল, "রাজকুমার আমি উষা নই, আমি উষা নই।"

প্রমোদকিশোরের হৃদয়ে তখন সত্য সত্যই উষা ছিল না,—তিনি তাহাকে দুইদিন মাত্র দেখিয়াছেন, আর সরযূকে কত দিন দেখিতেছেন, আর সরযূ তাঁহাকে এত ভালবাসে; সত্য সত্যই তখন সরযূকে বড় ভাল বাসিয়াছিলেন; তাঁহার হৃদয় হইতে উষা একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছিল। তিনি উঠিয়া বলিলেন, "সরযূ, তুমি ভুল করিতেছ; উষা আমার কে? তাকে আমি দুই দিন মাত্র দেখিয়াছি; সে বিদেশী রাজপুত; বিবাহিতা কি কুমারী তাহাও আমি জানি না। সে বিপদে পড়িয়াছিল, যাহা সকলের কর্ত্তব্য, তাহাই আমি করিয়াছি; ইহাতে কি আমার অন্যায় হইয়াছে? সরযূ, তুমি কেন ভুল ভাবিতেছ?"

সরযূ কাঁদিয়া উঠিল। প্রমোদকিশোর তাহার হাত ধরিয়া আনিয়া নিকটে বসাইলেন, বলিলেন, "সরযূ, সরযূ, কাঁদ কেন? তুমি কাঁদিলে যে আমার কান্না পায়!" সরযূ তাঁহার হৃদয়ে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন সেই নির্জ্জন স্থানে বৃক্ষনিম্নে যুবকযুবতী দুই জনেই আত্মবিস্মৃত হইলেন প্রমোদকিশোর সেই ক্ষুদ্র বালিকার কর্ণে তখন কত ভালবাসার কথা কহিলেন। কত আশা, কত বাসনা, কত কি বলিলেন; বালিকা সরযূও তাঁহার সেই সকল কথা শুনিল, বিশ্বাস করিল, —সংসার, সুখ দুঃখ, জগৎ-সংসার সকলই বিস্মৃত হইল।

নানা কথা বলিয়া প্রমোদকিশোর, সরযূকে সান্ত্বনা করিলেন; তখন সে তাহার জলসিক্ত হাস্য বদন তুলিল; প্রমোদকিশোর দুই হস্তে তাহার মুখ তুলিয়া আবার বলিলেন, "সরযূ, একবার বল, সেই সুমিষ্টস্বরে বল;

সরযূ, তুমি আমায় ভালবাস।” ক্ষুদ্র বালিকার ন্যায় সরযূ,—হাস্যমুখী সলজ্জ সরযূ, প্রমোদকিশোরের গলা জড়াইয়া, তাঁহার ওষ্ঠে চুম্বন করিল। তখন প্রমোদকিশোর তাহার ওষ্ঠে, কপোলে, শতসহস্র চুম্বন করিতে লাগিলেন! সংসার তাহাদিগের নিকট নাই।

সময় ও অবস্থায় পড়িয়া প্রমোদকিশোর জীবনে একটী গুরুতর ভুল করিলেন। সরযূ যে জানিত, প্রমোদকিশোর তাহাকে ভাল বাসেন না, তাহা তাহার ছিল ভাল। সহসা উদিত হৃদয়বেগে পরিচালিত হইয়া, প্রমোদকিশোর সরযূকে নিজ ভালবাসা দেখাইলেন, সেই ভালবাসা প্রকাশ করিলেন, মুখেও ব্যক্ত করিলেন, সরযূ তাহাই বিশ্বাস করিল; সে সংসারের কি জানে, সে অপরের হৃদয়ের ভাব কি বুঝে?

অরণ্য-পথ, নির্জ্জন বৃক্ষতল, পরমা সুন্দরী অবলা সরলা যুবতী হৃদয়ে,—প্রমোদকিশোরের মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইল, তাহার জ্ঞান লোপ হইল! সরযূ চমকিত হইয়া সত্বর তাঁহার হস্ত হইতে ধীরে ধীরে আপনাকে মুক্ত করিল। প্রমোদকিশোর নিজ কার্য্যে লজ্জিত হইলেন, ঘোর পাপ কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন ভাবিয়া দুঃখিত, ভীত ও লজ্জিত হইলেন; উঠিয়া বলিলেন, “চল সরযূ, চল নিকটে কোন স্থানে যাইয়া আহারের আয়োজন করি।” সরযূ নীরবে সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ঊষার সহিত সাক্ষাৎ।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে সরযূ ও প্রমোদকিশোর হর্ষপুরের নিকটে আসিলেন। সমস্ত পথ সরযূ ক্ষুদ্র বালিকার ন্যায় কত কি বলিতে বলিতে আসিয়াছে; তাহার জীবনে এমন সুখের দিন আর হয় নাই, সে সে দিবস স্বর্গে অতিবাহিত করিয়াছে; কিন্তু প্রমোদকিশোর—সত্য কথা বলিতে কি—তিনি সেরূপ সুখে সে দিবস যাপন করেন নাই! তাঁহার মনে নানা চিন্তা উত্থিত হইয়াছে; তিনি আসিতে আসিতে ভাবিতেছিলেন, "আমি কি সত্য সত্যই একে ভালবাসি; বোধ হয় বাসি, কিন্তু ভাল বাসিলেই বা কি? আমি কি এই অজ্ঞাতকুলশীলা সন্ন্যাসিনীকে বিবাহ করিতে পারি? আমি করিতে চাহিলেই বা পিতা দিবেন কেন? আমার অন্যায় হইয়াছে; একে এরূপ করা উচিত হয় নাই; কিন্তু কি করিব? আমার অপরাধ কি?" এইরূপ প্রমোদকিশোর ভাবিতেছিলেন তিনি তাহার পার্শ্বস্থ বালিকার হাস্যপূর্ণ বালসুলভ কথার কিছুই শুনেন নাই। সহসা হৃদয়াবেগে যাহা করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা ফিরাইবার জন্য তিনি হয়তো এখন জীবন পর্য্যন্ত দিতে পারিতেন। কিন্তু হায়! সংসারে এরূপ নিত্যই ঘটিয়া থাকে। শত চেষ্টা করিলেও যাহা একবার করিয়া ফেলা যায়, তাহা আর কখনও ফিরাইয়া লওয়া যায় না।

হর্ষপুরের নিকট আসিয়া প্রমোদকিশোর কহিলেন, "সরযূ, তুমি এই-খানে থাক; আমার তো এখন বাড়ী ঘর নাই, আমি পথের ভিখারী, এখন আমায় সব রাজাদের কাছে যেতে হবে। তুমি এইখানে থাক, একটা

বাড়ী ঠিক করিয়া টাকা দিয়া যাইতেছি; যতদিন না ফিরি, ততদিন তোমায় এখানেই থাকিতে হইতেছে।"

"কেন, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব?"

"তা হ'লে কাজের ক্ষতি হ'বে, তুমি এখানেই থাক?"

"আমি তোমার কোন কাজের ক্ষতি করিব না।"

"তুমি সঙ্গে থাকিলে কাজের ক্ষতি হ'বে, দেখ, আমার রাজ্য গেছে, আমার বাপ মা না খেয়ে মরিতেছেন বলিলে হয়, এসময় তোমার কি আমার কাজের ক্ষতি করা উচিত?"

সরযূ দুঃখিত হইল, হৃদয়ে কষ্ট পাইল, বলিল, "আমি এইখানেই থাকিব. তুমি কতদিনে ফিরিবে?"

"যত শীঘ্র পারি ফিরিব।"

"সাত দিনের মধ্যে?"

"এত শীঘ্র হ'বে না, তবে যত শীঘ্র পারি ফিরিব।"

"১৫ দিনে?"

"ঠিক কত দিনে কিরূপে বলিব?"

সরযূ, প্রমোদকিশোরের কথায় হৃদয়ে আবার কষ্ট পাইল, আর কোন কথা কহিল না।

প্রমোদকিশোর হর্ষপুরে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে চিনিতেন; এক্ষণে তাঁহার আলয়ে সরযূকে রাখিয়া যাওয়াই স্থির করিলেন। বৃদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে টাকা দিয়া, সরযূকে বিশেষ যত্ন করিতে বলিলেন,; সরযূ কোন কথা কহিল না, প্রমোদকিশোরও যাইবার সময় তাহাকে বিশেষ কিছু বলিয়া গেলেন না। সরযূ হৃদয়ে দারুণ কষ্ট পাইল, কিন্তু সে কোন কথা কহিল না; ব্রাহ্মণের আলয়ে রহিল; সে প্রমোদকিশোরের কার্য্যে কোন ক্রমে ব্যাঘাত দিবে না স্থির করিয়াছিল।

প্রমোদকিশোর তাহাকে বলিয়াছে যে, তিনি তখনই বঙ্গদেশে যাত্রা করিবেন, কিন্তু ঘটনাক্রমে তাহা তাঁহার ঘটিল না। যাইবার সময় ভবানীর পূজা করিয়া যাওয়া তিনি উচিত বিবেচনা করিলেন; সন্ধ্যার সময় তিনি ধীরে ধীরে সেই উদ্দেশে মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন।

যখন তিনি মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, তখন জ্যোৎস্নালোকে চারিদিক হাসিতেছে; মন্দিরের নিকট আর কেহই নাই, যে দুই চারি জনা আছে, তাহারা একে একে নিজ স্থানে প্রস্থান করিতেছে। মন্দির হইতে যাইতে হইলে একটী সুন্দর পুষ্করিণীর পার্শ্ব দিয়া যাইতে হয়; প্রমোদ-কিশোর দেখিলেন, সেই পুষ্করিণীর ঘাটে একটী রাজপুত রমণী বসিয়া আছেন। রাজপুত বেশ দেখিয়া প্রমোদকিশোর অনিচ্ছাসত্বেও তাঁহার নিকট দিয়া যাইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তিনি নিকটস্থ হইলে রমণী তাঁহার পদশব্দে তাঁহার দিকে ফিরিলেন, অমনি প্রমোদকিশোর তাঁহাকে চিনিলেন, দেখিলেন তিনি ঊষা! রমণীও তাঁহাকে চিনিলেন, সত্বর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রমোদকিশোর নিকটে যাইয়া বলিলেন, আপনাকে এখানে দেখিব ভাবি নাই, আবার যে কখনও এ সৌভাগ্য হইবে, তাহাও ভাবি নাই।

"আপনার সৌভাগ্য কি, আমরাই সৌভাগ্য।"

"পাষণ্ড সুমন্তদেবের শিরশ্ছেদ না করিলে এ ক্রোধ যাইবে না। না জানি নরাধম আপনার উপর কত অত্যাচার ক'রেছে।"

"অত্যাচার কিছুই করিতে পারে নাই; কিন্তু করিত; এমন সময় দেবতা যেন আমার মুক্তির জন্য এক সন্ন্যাসিনীকে পাঠাইয়া দিলেন।"

"সে সকল আমি শুনিয়াছি।"

"শুনিয়াছিলাম, সে সন্ন্যাসিনীকে না কি আপনি মুক্ত করিয়াছিলেন, তিনি এখন কোথায়?"

"এইখানেই আছেন।"

"একবার আমার নিকট আনিবেন, আমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব।"

"তার আর আশ্চর্য্য কি? কালই আনিব?" হায় প্রমোদকিশোর, রাজ্য উদ্ধার, পিতামাতার ক্লেশ, সরযূর মলিন মুখ, এখন কোথায় রহিল?

"আপনার আহত অবস্থা দেখে এসেছিলাম, আপনার জন্য যে কত কষ্ট পেয়েছি, তা ঈশ্বরই জানেন?'

"আমার কথা কি আপনার স্মরণ ছিল?"

"দাসীকে যে আপনি মনে রাখিয়াছেন, ইহাই যথেষ্ট।"

"এখানে কোথায় রহিয়াছেন?"

"বোধ হয় শুনিয়াছেন, বারেন্দ্রের কুমার সুশীলসুন্দর আমাকে আশ্রয় দেন, তিনিই আমাকে চন্দ্রদ্বীপ হ'তে এখানে আনিয়াছেন, এখানেও তাঁহারই আশ্রয়ে আছি।"

"তিনি এখানে আছেন?"

"না, তাঁর কি কাজে গিয়াছেন; কাল প্রাতে আসিবেন।"

"তিনি এখনও কেন আপনাকে জয়পুরে পাঠান নাই?"

"বোধ হয় সুবিধা করিতে পারেন নাই।"

"আচ্ছা, আমি কালই ইহার সুবিধা করিব।"

সুশীলসুন্দরের উপর প্রমোদকিশোরের ঈর্ষার উদ্রেক হইল। প্রণয়! তোমাকে শত সহস্র বার প্রণাম করিতে ইচ্ছা যায়। তোমার অলৌকিক মায়া; এক মুহূর্ত্তে প্রমোদকিশোর, সরযূকে ভুলিয়া গেলেন, রাজ্য উদ্ধার, পিতামাতার ক্লেশ বিস্মৃত হইলেন, আপন স্ত্রীর ভ্রাতা সুশীলসুন্দরের উপর ঈর্ষাপরায়ণ হইলেন।

উষা কহিলেন, "আমি ঐ বাড়ীতে বাস করিতেছি; কাল সন্ন্যাসিনীকে আনিবেন?"

"আনিব, কখন আনিব ?"

"যখন ইচ্ছা, প্রাতে আসিবেন।"

"নিশ্চয় আসিব।"

উষা চলিয়া যাইবার উদ্যম করিলেন; প্রমোদকিশোর সম্মুখে দাঁড়াইলেন,—উষা সলজ্জভাবে মুখ তুলিলেন। প্রমোদকিশোর কহিলেন, "সেই ঘোড়ায় চ'ড়ে সাল বনের মধ্য দিয়ে যাওয়ার কথা আপনার মনে পড়ে ?"

"সে দিন কি কখন ভুলিব ?"

"সে দিন বড় সুখের দিন, অন্ততঃ আমার পক্ষে।"

উষা কথা কহিলেন না, যদি প্রমোদকিশোর দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে দেখিতেন, উষা মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন। প্রমোদকিশোর থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার হৃদয় উথলিত হইতেছে, তিনি বলিলেন, "আপনি, সে দিন কি বলিয়াছিলেন, মনে পড়ে ?"

"আপনার কি আমার সহিত একাকী এই নির্জ্জন স্থানে এরূপ কথা কওয়া উচিত ?"

শত শত বৃশ্চিক তাঁহার হৃদয়ে যেন দংশন করিল, তিনি বলিলেন, "আমি উন্মত্ত, আমাকে ক্ষমা করিবেন।" উষা দুই পদ যাইয়া বলিলেন, "কাল সকালে সন্ন্যাসিনীকে আনিতে ভুলিবেন না।" উষা চলিয়া গেলেন, প্রমোদকিশোর হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি লইয়া সরযূর সন্ধানে, বৃদ্ধের বাড়ী চলিলেন। তখন রাত্রি প্রায় দুই প্রহর।

তাঁহার আহ্বানে বৃদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করিল; প্রমোদকিশোর তখন সরযূর নিকট মহা অপরাধ করিয়াছিলেন ভাবিয়া, অনুতাপিত হইয়া, তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে গেলেন; কিন্তু হায়! সরযূ সেখানে নাই, সরযূ পলাইয়াছে।

প্রমোদকিশোরের সে রাত্রের হৃদয়ের যন্ত্রণা বর্ণনাতীত। একবার ঈর্ষা, একবার হতাশা, তন্মুহূর্ত্তেই সরযূর কথা তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইয়া, তাঁহাকে প্রায় উন্মত্ত করিয়া তুলিল; তিনি সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাইতে পারিলেন না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সরযূর পীড়া।

বৃদ্ধের আলয়ে আহারাদি করিয়া সরযূ শয়ন করিতে পারিল না, তাহার হৃদয় ক্রমেই অস্থির হইয়া উঠিল। পূর্ব্বের ন্যায় প্রমোদকিশোরের অনুসরণ করিতে তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইল; সে অনেক প্রকারে হৃদয়কে বুঝাইতে লাগিল। তাহার কষ্ট হয় হউক; তাঁহার তো ভাল হইবে, তাঁহার তো কাজের ক্ষতি হইবে না। সরযূ প্রথমে প্রকোষ্ঠমধ্যে বসিয়া একমনে ভাবিতেছিল, তৎপরে আর থাকিতে পারিল না, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বাহির হইল। বাহিরে চাঁদ হাসিতেছে, সেই হাসি দেখিয়া সমস্ত জগৎ হাসিতেছে। অস্থির-হৃদয়ে সরযূ ধীরে ধীরে ভবানীর মন্দিরের দিকে চলিল।

সম্মুখে পুষ্করিণী,—সে দেখিল, দুই জন সেই পুষ্করিণীর তীরে দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছে। সে নিকটস্থ হইল—চিনিল, একজন প্রমোদকিশোর, অপর ঊষা। সে শুনিল প্রমোদকিশোর বলিতেছেন, "ঊষা। সেদিনকার কথা মনে পড়ে।" সে আর শুনিতে পাইল না, আর অধিক শুনিবার ক্ষমতাও তাহার ছিল না, বিদ্যুৎ তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে ক্রীড়া করিয়া উঠিল, তাহার সর্ব্ব শরীর—কেশ হইতে পদাঙ্গুলী পর্য্যন্ত কম্পিত

হইয়া উঠিল, সে নিমেষমধ্যে কটী হইতে ছুরিকা বাহির করিল। ছুরি দৃঢ়রূপে হস্তে ধারণ করিয়া ঊষার হৃদয় লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছিল, কিন্তু তাহা করিল না; নিমিষমধ্যে ছুরি কটীতে বদ্ধ করিয়া অরণ্যের দিকে বেগে ছুটিল। তাহার দুই চক্ষু বৃহদায়তন হইয়াছে,—তাহা হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে; তাহার কেশ উন্মুক্ত হইয়া পৃষ্ঠে ও হৃদয়ে লুটাইয়া পড়িয়াছে; তাহার হস্ত মুষ্টিবদ্ধ; একাকিনী সেই অরণ্য-পথ দিয়া পাগলিনীর ন্যায় ছুটিয়াছে। শৃগাল প্রভৃতি নিশাচর শ্বাপদগণ ভয়ে তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিতেছে।

সমস্ত রাত্রির মধ্যে একবারও সে দাঁড়াইল না; রাত্রি তিন প্রহর অতীত হইলে, সে রামীর মা বুড়ীর কুটীরদ্বারে আসিয়া সবলে পুনঃ পুনঃ দ্বারে আঘাত করিল। তাহার পুনঃ পুনঃ আঘাতে বুড়ী সভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। সরযূর ভাব দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া গৃহের ভিতর পলাইল; সরযূ টলিতে টলিতে গৃহে প্রবিষ্ট হইল;—কিন্তু আর দাঁড়াইতে পারিল না, মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলশায়ী হইল। তখন রামীর মা সাহস করিয়া নিকটে আসিল, সরযূকে দেখিবামাত্র চিনিল। বলিল, "বাছা, তুই মানুষ না কি?"

এ বিষয়ে সন্দেহসত্ত্বেও বৃদ্ধা, সরযূকে অযত্ন করিল না। একটা অর্দ্ধছিন্ন বালিশ আনিয়া তাহার মস্তকে দিল, তাহার মস্তকে জল দিতে লাগিল, তাহাকে বাতাস দিল, কিন্তু সরযূর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল না। তখন সেও বাতাস দিতে দিতে সেইখানেই নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

পরদিবস প্রত্যূষে উঠিয়া বৃদ্ধা আশ্চর্য্যান্বিত হইল, ক্রমে তাহার পূর্ব্বরাত্রের কথা স্মরণ হইল, সে ধীরে ধীরে সরযূর কপালে হাত দিল, দেখিল, তাহার দারুণ জ্বর; শরীরে অগ্নি জ্বলিতেছে। তাহার হস্তস্পর্শে সরযূ চক্ষু উন্মীলন করিল, বলিল, "বুক জ্ব'লে যায়, বুক জ্ব'লে যায়?" বৃদ্ধা

সত্বর জল আনিয়া সরযূ মুখে ধরিল, সরযূ বিকট হাস্য করিয়া বলিল, "দূর বুড়ী, বুক জ্বালা কি জলে যায়?" তৎপরে গান ধরিল,—

"কত কাল বল জ্বালাবে নাথ বিরহ-অনলে।"

বৃদ্ধা ছুটিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল; সে বড় হাঁটিতে পারিত না, তথাচ বহুকষ্টে একরূপ দৌড়াইতে দৌড়াইতে সে তাহাদিগের গ্রামের বৃদ্ধ কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ী আসিল। তাঁহাকে সকল কথা বলিল, তিনি বৃদ্ধার সঙ্গে সরযূকে দেখিতে আসিলেন; তখন সরযূ জ্বরে অজ্ঞান। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "ভয়ানক বিকার উপস্থিত হইয়াছে; তবে দেখ, ঔষধ দেও;—বাঁচা মরা ঈশ্বরের হাত।" বৃদ্ধা, কবিরাজ মহাশয়ের হাত ধরিয়া, হস্তে সরযূপ্রদত্ত একটী মোহর দিয়া বলিল, "দেখুন, একে আরাম করুন, আমি আপনাকে আর একটা মোহর দিব।"

কবিরাজ মহাশয় প্রথম সরযূর রূপ ও বেশ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এক্ষণে মোহর দেখিয়া আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, বলিলেন, "বুড়ী, এটী তোমার কে?"

"এটী আমার সব, ভাল কর, তোমার পায়ে কেনা হইয়া থাকিব।"

কবিরাজ মহাশয় ভাবিলেন, "এ তো বুড়ীর কেউ নিশ্চয়ই নয়; বুড়ীর কেউ থাকিলে আমরা জানিতাম। তারপর এ রূপ, এ রাজার মেয়ে না হ'য়ে কখন যায় না, তারপর এই মোহর পাবে কোথায়? নিশ্চয়ই এ কোন রাজার মেয়ে; কোন কারণে বুড়ীর এখানে এসে প'ড়েছে। যা হ'ক্, এঁকে আরাম করিতে পারিলে আমার আর দুঃখ থাকিবে না।" সুতরাং বলা বাহুল্য যে, কবিরাজ মহাশয় সরযূর চিকিৎসার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সাত দিবস চিকিৎসায় সরযূর মৃত্যুভয় দূর হইল, কিন্তু শঙ্কা তখনও দূরীভূত হয় নাই। এই সময় বৃদ্ধা পীড়িতা হইলেন; তখন পথ্য ও যত্ন

অভাবে উভয়ের বিশেষ কষ্ট আরম্ভ হইল। কবিরাজ মহাশয় দেখিলেন, তাঁহার এত পরিশ্রম সমস্ত বৃথা হয়; তিনি নিজ হইতে অর্থ দিয়া একটী স্ত্রীলোককে সরযূ ও বৃদ্ধার শুশ্রূষায় নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাহাদের উপযুক্ত যত্নের অভাব হইতে লাগিল। তখন তিনি সরযূকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য হইলেন। একদিন সরযূ একটু ভাল আছে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার এখানে অযত্নে কষ্ট হইতেছে, আপনার কোন আত্মীয়কে সম্বাদ দিলে ভাল হয়; যদি বলেন তো আমি সম্বাদ পাঠাইতে পারি।" সরযূ একটু ভাবিল, তৎপরে বলিল, "আমার আত্মীয় কেহ নাই।"

"কেহ না কেহ আপনাকে যত্ন করিতে পারেন।"

"আছেন এক সন্ন্যাসিনী, তিনি কোথায় আছেন জানি না।"

"তা হ'লে তাঁহার সন্ধান পাওয়া অসম্ভব, আর কেহ নাই কি?"

সরযূ অনেকক্ষণ ভাবিল, তৎপরে ধীরে ধীরে বলিল, "আর এক জন আছেন; তিনি বারন্দ্রের রাজকুমার, সুশীলসুন্দর। তাহাকে সম্বাদ দিলে তিনি সাহায্য করিলেও করিতে পারেন।"

"এ কাজ খুব সহজ; আমি জানি, তিনি এখন হর্ষপুরে বাস করিতেছেন, তাঁহার নিকট লোক পাঠাইব। কি বলিয়া পাঠাইব?"

"বলিবেন, যে সন্ন্যাসিনী চন্দ্রদ্বীপে আপনার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিল, সে, আপনাকে একবার দেখিতে চায়।"

কবিরাজ মহাশয় তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গেলেন। সরযূ তাহার নিজের জন্য ব্যথিত হয় নাই, সে মৃত্যু কামনা করিতেছিল, কিন্তু সে অযত্নে বৃদ্ধার মৃত্যু দেখিতে পারে না, সুতরাং কাহারও সাহায্য গ্রহণ না করিলে, নয়, কিন্তু তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিবার জগতে এমন কে আছে? প্রথমে তাহার প্রমোদকিশোরের নাম হৃদয়ে উদিত হইল, সে চক্ষু মুদিল,

সে নাম সে আর স্মরণ করিতে চায় না। তৎপরে সন্ন্যাসিনীর কথা মনে পড়িল, কিন্তু সন্ন্যাসিনী কোথায়; তৎপরে অন্য আর কেহ নাই, কাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিবে। সহসা কুমার সুশীলসুন্দরের কথা তাহার মনে পড়িল, সে কবিরাজ মহাশয়কে তাঁহার কথা বলিল; তিনি যে তাহার সাহায্য করিতে আসিবেন, সে আশা, সে আশামাত্র মনে করিল, কিন্তু তিনি ভিন্ন তাহার আর কেহই নাই।"

প্রমোদকিশোরের নাম তাহার পীড়ার প্রকোপে স্মরণ ছিল না, কিন্তু যখন একবার স্মরণ হইল, তখন তাহা আর হৃদয় হইতে যাইতে চাহে না। সরযূ যত চেষ্টা করে, সে নাম হৃদয় হইতে দূর করিবে—সে নাম, সে চিন্তা, ততই তাহার মনে আইসে। ক্রমে তাহার হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িল, সেই বিদ্যুৎ মস্তিষ্কে আবার সঞ্চারিত হইল। কবিরাজ মহাশয় দেখিলেন, তাহার জ্বর ক্রমে আবার বাড়িতেছে; যে বিকার গিয়াছিল, সেই বিকার আবার দেখা দিতেছে; এবার কবিরাজ মহাশয় তাহার জীবনের আশা একবারেই ত্যাগ করিলেন।

বৃদ্ধার আলয়ে আসিবার ১৫ দিবস পরে, একদিন সন্ধ্যার সময় সরযূর পীড়া অতিশয় বাড়িল, বিকারে সে নানা কথা কহিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু থাকিয়া থাকিয়া "আমার বুক জ্ব'লে যায়, আমার বুক জ্ব'লে যায়" বলিয়া সে যে ব্যাকুলভাবে কাঁদিয়া উঠিতেছিল, তাহা শুনিয়া বনের পশুপক্ষীও ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিতেছিল না। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। ক্রমে সরযূ নিস্তব্ধ ও অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে তাহার ক্রন্দন নীরব হইয়া আসিতেছিল।

এই সময়ে সেই স্থান অশ্বপদশব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল; সেই কুটীরদ্বারে আসিয়া একজন অশ্বারোহী অশ্বকে দণ্ডায়মান করাইলেন; অশ্ব ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর,—তাহার সমস্ত অঙ্গ হইতে ধূম নির্গত হইতেছে,

মুখ হইতে ঝলকে ঝলকে ফেন পতিত হইতেছে। অশ্বারোহী, অশ্বকে দণ্ডায়মান করাইয়া লম্ফ দিয়া অবতীর্ণ হইলেন ; তিনিও নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত।

অশ্বপদশব্দে চমকিত হইয়া সরযূ চীৎকার করিয়া বলিল, "কে এল, ঐ কে এল ? তিনি—তিনি কি এলেন ?" যুবক এ কথা শুনিলেন, বলিলেন, "বলুন, কুমার সুশীলসুন্দর এসেছেন।" কবিরাজ মহাশয় দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "রাজকুমার, এখন আসা বৃথা।"

দুইজনে একত্রে কুটীরে প্রবেশ করিলেন ; সরযূ অজ্ঞান ; তখন অতি ধীরে তাহার নিশ্বাস বহিতেছে।

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসিনীর সহিত সাক্ষাৎ।

প্রমোদকিশোরের হৃদয় দুইজনের মধ্যে দোলায়মান হইতেছিল। উষাকে না দেখিয়া সরযূর গভীর অপরিসীম ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার হৃদয় উষাকে বিস্মৃত হইতেছিল, তাঁহার হৃদয় সরযূতে আকৃষ্ট হইতেছিল। এমন সময়ে কুক্ষণে আবার উষা তাঁহার চক্ষে পতিত হইল; অমনি সেই নির্ব্বাপিত অগ্নি পুনরুদ্দীপ্ত হইল; তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে সরযূকে বিস্মৃত হইলেন।

কিন্তু উষার ব্যবহারে ও কথায় তাঁহার মনে ঈর্ষার উদ্রেক হইল; তিনি হৃদয়ে আহত ও অপমানিত হইলেন; অমনি তাঁহার সরযূর কথা মনে পড়িল। সরলা বালিকাকে যে তিনি ভালবাসিবেন বলিয়াছেন, তাহাকে যে তিনি আদর করিয়াছেন, চুম্বন করিয়াছেন; সে যে তাঁহাকে কত ভালবাসে! উষা কে? উষা বিদেশী রাজপুত; উষা তাঁহাকে ভালবাসে না, হয়তো তাঁহাকে ঘৃণা করে। এই সকল নানা চিন্তায় প্রমোদকিশোরের হৃদয় ব্যথিত হইল; তিনি উষার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া সরযূর নিকট চলিলেন। মনে মনে জানিলেন, তিনি তাহার নিকট গুরুতর অপরাধী; কিন্তু সরযূ কোথায়, সে আর হর্ষপুরে নাই। প্রমোদকিশোর

উন্মত্তের ন্যায় সমস্ত রাত্রি তাহার সন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান পাইলেন না।

প্রাতে তাঁহার উষার নিকট যাইবার কথা ছিল; তাঁহার মন যাইবার জন্য ব্যাকুল হইল, কিন্তু গেলেন না; হৃদয়ের ইচ্ছা হৃদয়ে প্রশমিত করিলেন।

দুই প্রহর পর্য্যন্ত চারিদিকে তিনি সরযূর অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কোথাও সরযূকে পাইলেন না, কেহ তাহার কোন সম্বাদ দিতেও পারিল না। তখন তিনি হর্ষপুর ত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়া, একবার উষার সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

কিন্তু হায়, উষা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না; লোক দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "আজ হইতে ৭ দিবস পরে সাক্ষাৎ হইবে, কোন কারণে তিনি এখন রাজকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন না।"

বুদ্ধিমতী উষা এত দিন পরে ভুল করিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, অদর্শনে তাঁহার ভালবাসা বাড়িবে—সত্যই তাহাই হইত; কিন্তু ঈর্ষা সে পথের কণ্টক হইল। তিনি জানিতেন না, কখন ভাবেনও নাই যে প্রমোদকিশোর, সুশীলসুন্দরের উপর ঈর্ষাপরায়ণ হইয়াছেন। তিনি উষার কথায় ক্রোধে আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় তথা হইতে ফিরিলেন; তৎক্ষণাৎ তিনি হর্ষপুর ত্যাগ করিয়া গেলেন। কিন্তু ভালবাসা একবার হৃদয়ে প্রবেশ করিলে কি কখনও সহজে যায়?

পথে তাঁহার হৃদয় অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিল; প্রথম তিনি সরযূকে ভালবাসিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া, তাহার প্রতি ভালবাসা দেখাইয়া আবার উষার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; দ্বিতীয়তঃ উষার জন্য রাজ্য উদ্ধারে অবহেলা করিয়াছেন; তৃতীয়তঃ পিতামাতাকে একরূপ বিস্মৃত হইয়াছেন। তিনি ভাবিলেন, "আমার মত নরাধম কে? কেহ আমার বুকে ছুরি

বসাইয়া দেয় না কেন? কোথায় আমি রাজাদের নিকট যাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিব, না আমি স্ত্রীলোকের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছি? এখন কোথায় যাই? পিতামাতার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিব; অনেক দিন তাঁহাদের কোন সম্বাদ পাই নাই, কিন্তু তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিব? আমি কোন্ মুখ লইয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব? আমার মন ব্যাকুল হইয়াছে, একবার তাঁহাদের সম্বাদ না লইলে আমার মন স্থির হইতেছে না।" তিনি পিতা মাতার সন্ধানে চলিলেন। তিনি গোপনে তাঁহাদিগকে দেখিলেন;—দেখিলেন, তাঁহারা সেই কুটীরে তাঁহার অপেক্ষায় জীবনধারণ করিয়া রহিয়াছেন; তিনি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না; আবার চলিলেন।

পথে একদিন সহসা তাঁহার সুজলার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি সুজলাকে প্রথম চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু সুজলা তাঁহাকে চিনিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজকুমার, আমি আপনার অনুসন্ধান করিতেছি।

"আমি কি কোন কার্য্যে আসিতে পারি?"

"কোন কার্য্যের জন্য নয়। সরযূ এখন কোথায়, আমি তাহার অনুসন্ধানে চন্দ্রদ্বীপে গিয়াছিলাম,—উষার নিকট শুনিয়াছিলাম, সেখানেও শুনিলাম যে, সে আপনার সঙ্গে গিয়াছে; সে এখন কোথায়?"

প্রমোদকিশোর তাহার বিষয় যাহা জানিতেন, সকল বলিলেন; শুনিয়া সুজলা চিন্তিত হইলেন, বলিলেন, "কোথায় গিয়াছে মনে করেন?"

"কিছুই বুঝিতে পারি না, অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি, কোন সন্ধান পাই নাই।"

"রাজকুমার, তুমি তো কিছু কর নাই, সে কেন আবার পলাইল? তাহাকে কি আবার কঠোর কথা বলিয়াছ?"

প্রমোদকিশোরের হৃদয় তখন অনুতাপে দগ্ধ ; তিনি, সরযূ ও তাঁহার একত্র ভ্রমণের কথা সুজলাকে সমস্ত বলিলেন ; শুনিয়া সন্ন্যাসিনী কহিলেন, "তবে সে যাইবে কেন ? তুমি তো তার পর আর কোনরূপ নিষ্ঠুরাচরণ কর নাই ?"

"দেবী, আমি কি পশু ?"

সুজলা এ কথা শুনিয়াও শুনিলেন না, বলিলেন, "হর্ষপুরে উষা আছে, তাহার সঙ্গে তোমার সে দিন সাক্ষাৎ হয় নাই ?"

প্রমোদকিশোর অস্বীকৃত হইতে পারিলেন না, উষার সহিত সাক্ষাতের কথা কহিলেন ; শুনিয়া সুজলা কহিলেন, "বুঝিয়াছি, এখন কোথায় যাইতেছ ?"

"এখনও স্থির করিতে পারি নাই।"

"সাবধান থাকিও, সুমন্তদেব মোগলসেনাপতির সহিত যোগ দিয়াছেন, তাঁহারা তোমাকে বন্দী করিবার চেষ্টা করিতেছেন, সাবধানে থাকিও। আর যদি আমার কথা শুন, তবে শীঘ্র মণিপুরের দিকে যাও, মণিপুরের রাজা মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন, তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলে উপকার হইতে পারে।"

"আমি এখনই সে দিকে চলিলাম।"

সন্ন্যাসিনী দুইবার উষার নাম করিয়াছিলেন, তাঁহাকে উষার কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তাঁহার হৃদয় ব্যাকুলিত হইল ; কিন্তু তিনি সে ইচ্ছা হৃদয়ে দমন করিয়া বলিলেন, "দেবি ! যদি সরযূর সহিত সাক্ষাৎ হয় বলিবেন, আমি তাহাকেই ভালবাসি, সে ভিন্ন এ হৃদয়ে কেহ স্থান পাইবে না। তাহাকে বলিবেন, উষা আমার কে ? আমার নিকট আর অর্থ নাই, আমি এখন পথের ভিখারী। তাহাকে পথে পথে ঘুরিতে বারণ করিবেন,—তাহাকে এই বনে আসিতে বলিবেন ; আপনার নিকট গোপন

কি, এই বনে আমার পিতামাতা বাস করিতেছেন। তাহাকে বলিবেন, সে যেন আসিয়া আমার পিতামাতার নিকট থাকে। যদি আমি যুদ্ধে বাঁচিয়া থাকি, ফিরিয়া আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব; যদি মরি, তার যাহা ইচ্ছা হয় করিবে। যদি তাহার অর্থের অভাব হয়, তাহা হইলে,—”

প্রমোদকিশোর তাহাকে কাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে বলিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না; কাহারও নাম তাঁহার মনে আসিল না। তখন তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “তাহা হইলে সে যেন বারেন্দ্রে যায়,—সেখানে আমার নাম করিলে সে হয়তো সাহায্য পাইতে পারিবে।”

স্ত্রীর কথা প্রমোদকিশোরের প্রায়ই স্মরণ হইত না; তাহার কথা স্মরণ হইবামাত্র অনুতাপ তাঁহার হৃদয়ে আবার দংশন করিল; তিনি অস্থির হইলেন। সুজলা তাঁহার ভাব দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন, কহিলেন, “যদি তাহার সাক্ষাৎ পাই, আপনার কথা বলিব।”

“আমি একটা কথা ভুলিয়া যাইতেছিলাম। একটি ব্রাহ্মণের সহিত আমার ঘটনাক্রমে সাক্ষাৎ হয়; পিতামাতার নিকট কাহাকেও রাখিয়া যাওয়া আবশ্যক হওয়ায়, আমি তাঁহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া, তাঁহাদের নিকট রাখিয়াছি। তিনি আপনার অনুসন্ধান করিতেছেন, আমি আপনার সন্ধান করিয়া তাঁহাকে সম্বাদ দিব, অঙ্গীকার করিয়াছিলাম। আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন কি?”

সুজলা মৃদুহাস্য করিয়া কহিলেন, “করিব।”

“তাঁকে আর দিনকতক অনুগ্রহ করিয়া থাকিতে বলিবেন।”

“বলিব।”

"তবে আশীর্ব্বাদ করুন, এখন বিদায় হই।"

"আশীর্ব্বাদ করি প্রতিপদে জয় হউক। তবে ইহাও বলি, স্ত্রীলোকের চিন্তা অধিক করিলে তোমার দ্বারা স্বদেশ উদ্ধার হইবে না।"

প্রমোদকিশোর ভৎ র্সনায় লজ্জিত হইলেন, কোন কথা না কহিয়া অগ্রসর হইলেন, সুজলা কহিলেন, "রাজকুমার, খুব সাবধান, নিকটে শত্রু আছে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর ও সুজলা।

সুজলা ধীরে ধীরে সর্ব্বেশ্বর ঠাকুরের সন্ধানে চলিলেন। সুজলার পক্ষে সেই অরণ্যের মধ্যে রাজা-রাণীর বাসভূমি এবং কুটীর অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে বিলম্ব হইল না। তিনি অন্তরালে থাকিয়া দেখিলেন, রাজা-রাণী কুটীরসম্মুখে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, সর্ব্বেশ্বর তথায় নাই।

তিনি তথা হইতে একটু দূরে গেলেন, দেখিলেন এক ব্যক্তি কাষ্ঠ আহরণ করিতেছে। তিনি গান ধরিলেন,—

"দিও না দিও না, মরমে বেদনা, কেন ভুলিলে ?"

সর্ব্বেশ্বর ঠাকুরের কাষ্ঠ আহরণ বন্ধ হইল; তিনি কর্ণ উত্তোলিত করিয়া শুনিতে লাগিলেন।

"কিবা দোষে দোষী আমি, তাই তুমি ত্যজিলে।"

তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এ আর কেউ নয়; এ গলা আর কার আছে?" গান হইতেছিল,—

"কত যাতনা হৃদয়ে, হের পদে শোণিত ঝরে,
কোথা গেলে কেন নাথ ফেলিয়া পলালে?"

"এ আমার সন্ন্যাসিনী," এই বলিয়া ঠাকুর লম্ফ দিয়া যে দিক হইতে সঙ্গীত-ধ্বনি উঠিতেছিল, সেই দিকে ধাবিত হইলেন। সুজলা বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িত হইয়া গাহিলেন,—

"দিও না দিও না, মরমে বেদনা, কেন ভুলিলে?"

ঠাকুর যত নিকটস্থ হয়েন, তিনিও বৃক্ষ সরিয়া যান; তখন ছুটিয়া ছুটিয়া ক্লান্ত হইয়া সর্ব্বেশ্বর কহিলেন, "তোমার পায় ধরি,—দাঁড়াও।"

সুজলা হাসিতে হাসিতে নিকটে আসিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, এখনও তুমি আমাকে ভুল নাই?"

"তোমায় ভুলিব! আমি দিনরাত তোমার ধ্যান ক'রেছি।"

"ঠাকুর, সেই সময়টা যদি ঈশ্বরের নাম করিতে, তবে পরকালের কাজ হইত; ইহকাল পরকাল দুই নষ্ট করিতেছ।"

ঠাকুর, সুজলার ভাব বুঝিতে পারিতেন না; এই তিনি সরলা বালিকা, এই হাব-ভাবযুক্তা যুবতী, আবার এই সঙ্গীতময়ী, রসিকা নাগরী, আবার এই গম্ভীরা সন্ন্যাসিনী, স্বর্গীয় তেজোময়ী দেবী। তিনি সন্ন্যাসিনীর কথায় ভ্রান্ত হইলেন; কি বলিবেন স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন, "আমার মন বুঝে না।"

সন্ন্যাসিনী গান ধরিলেন,—

"দিও না দিও না, মরমে বেদনা, কেন ভুলিলে?
কিবা দোষে দোষী আমি, তাই তুমি ত্যজিলে!

কত যে যাতনা হৃদয়ে, হের পদে শোণিত ঝরে,
কোথা গেলে কেন নাথ, ফেলিয়ে পলালে ?”

ঠাকুর বলিলেন, “তুমি আমায় পাগল করিবে ?”

“তোমার ভালর জন্যই বলি, পরকালের কথা ভাব না ভাব, ইহকাল কেন নষ্ট কর ?”

“কেন ?”

“কেন ? এই আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ঘুরে। কাজকর্ম্ম করিলে যে সুখে থাকিতে পার।”

“সে আমার ইচ্ছা।”

“তা ইচ্ছা করিয়া যদি ইহকাল নষ্ট করিতে চাও কর, পরকাল নষ্ট কর কেন ?”

“কেন ?”

“আমি বিবাহিতা স্ত্রী,—জান তো শাস্ত্র কি বলে ?”

“তুমি যে সন্ন্যাসিনী।”

“আরে মূর্খ, সন্ন্যাসিনীর কি বিবাহ হ’তে নাই।”

“তবে তুমি কেন আমায় ফাঁকি দিলে, কেন বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলে ?”

“তোমারই ভালর জন্য তোমাকে আনিয়াছি।” ক্রোধে ঠাকুরের সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইল, তিনি কহিলেন, “তুমি রাক্ষসী, আমাকে তোমার চাকর করিবার জন্য কি আমাকে ভুলাইয়া সঙ্গে আনিয়াছিলে ? তোমার ধূর্ত্ততা আমি বুঝিয়াছি। নেড়া আর বেলতলায় যায় না।” এই বলিয়া ক্রোধে ঠাকুর চলিয়া যান, সুজলা যাইয়া তাঁহার হাত ধরিলেন ; বলিলেন, “ঠাকুর, যদি নিজের ইহকাল পরকাল, আর সেই সঙ্গে আমার ইহকাল পরকাল নষ্ট করিতে চাহ, তবে আইস।” সুজলার জলদ-গম্ভীরস্বরে

সর্ব্বেশ্বর ঠাকুরের সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল; তিনি ধীরে ধীরে সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। তখন সুজলা বীণা বাজাইয়া ধীরে ধীরে গান আরম্ভ করিলেন। গান শেষ করিয়া সুজলা দেখিলেন, সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর নিজ অবশ অঙ্গ এক বৃক্ষে সংলগ্ন করিয়া চক্ষু মুদিয়া বসিয়া আছেন; তিনি বলিলেন, "আমি যতদিন না ফিরি, ততদিন রাজা-রাণীকে ত্যাগ করিয়া যাইও না।"

সুজলা ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন; ঠাকুর একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

যে কারণেই হউক, আজ তাঁহার হৃদয়ে সুজলার কথা কয়টি দৃঢ়রূপে গ্রথিত হইল। তিনি দিবারাত্রি সুজলা সুজলা করিতেছেন; এমন সময়ে যখন তিনি সুজলার সাক্ষাৎ পাইবার প্রত্যাশা মুহূর্ত্তের জন্যও করেন নাই, সেই সময়ে বিদ্যুতের ন্যায় সহসা সুজলা তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। যে কথা কখনও ভাবেন নাই, সেই কথা তিনি তাঁহাকে বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন; ঠাকুরের মনে এক আলোড়ন উপস্থিত হইল।

তিনি সে দিবস কোন কাজ করিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে পরকালের ভাবনা আসিয়াছে। তিনি ভাবিতে ভাবিতে ভীত ও ব্যাকুলিত হইলেন; তৎপরে ঘোর পাপকার্য্য করিয়াছেন ভাবিয়া, তাঁহার হৃদয়ে অনুশোচনা আসিয়া দেখা দিল। পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি করিয়াছেন ভাবিয়া, তিনি হৃদয়ে ব্যথা পাইলেন ও ভীত হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে পাপ ভালরূপে উপলব্ধি হইতে লাগিল। তাঁহার হৃদয়ের একান্ত আশা ও ইচ্ছা, সন্ন্যাসিনীর সহিত বিবাহ, আজ মরীচিকার ন্যায় তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে; সুজলা যে বিবাহিতা। তাঁহার হৃদয়ের যে স্থান ভালবাসা অধিকার করিয়াছিল, এক্ষণে তথায় অনুশোচনা আসিয়া দেখা দিল; তিনি সম্মুখে নরকের ভীষণ দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন,

তিনি ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন, "আমি মহাপাপী, আমার কি হবে?"

"যিনি সকলের উপায়, তাঁহার চরণে যাইয়া কাঁদিয়া পড়।"

চমকিত হইয়া সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর মুখ তুলিলেন, দেখিলেন সম্মুখে এক জটাজূটধারী তেজোময় সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান; সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর তাঁহাকে চিনিলেন,—তিনি দেবানন্দস্বামী। সর্ব্বেশ্বর ঠাকুরের আজ অনেক কারণে ক্রন্দন হৃদয় ভেদ করিয়া আসিতেছিল; তিনি সন্ন্যাসীর দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী তাঁহাকে হাত ধরিয়া তুলিলেন, বলিলেন, "আইস।"

দুই জনে অরণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

সন্ধ্যা হয়;—সর্ব্বেশ্বর ঠাকুরের সম্বাদ নাই। রাজা-রাণী তাঁহার জন্য ব্যাকুলিত হইলেন; বৃক্ষপত্রের শব্দে চমকিত হইয়া রাণী ক্ষণে ক্ষণে বাহিরে আসিতেছিলেন; কিন্তু সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর কই? তাঁহাদের আশ্রয় এক্ষণে সর্ব্বেশ্বর, তাঁহার অদর্শনে তাঁহারা ক্রমেই অধিকতর ব্যাকুলিত হইতেছিলেন।

সন্ধ্যার পর সহসা ঠাকুর আসিয়া কুটীরে দেখা দিলেন "কার্য্যগতিকে আসিতে বিলম্ব হইয়াছে" বলিয়া তিনি আহারের আয়োজন করিতে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রমোদকিশোর ও ঊষা।

সন্ন্যাসিনী "নিকটে শত্রু আছে" বলায়, প্রমোদকিশোর প্রকাশ্য পথ ত্যাগ করিয়া অতি সাবধানে মণিপুরের দিকে চলিলেন। মণিপুর যাইতে হইলে তাঁহাকে হর্ষপুর দিয়া যাইতে হয়। যে দিন তিনি হর্ষপুর ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে ঠিক ১৫ দিবস পরে তিনি আবার হর্ষপুর আসিলেন। এখনও ঊষা সেখানে আছে কি না, তাঁহার জানিতে ইচ্ছা হইল; কিন্তু সে ইচ্ছা তিনি হৃদয়ে দমন করিলেন; তৎপরে সরযূর সন্ধান করিলেন, কিন্তু তাহারও কোন সন্ধান পাইলেন না।

নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে তিনি কাহারও সহিত কথা কহিতেন না; নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে তিনি প্রকাশ্য স্থান দিয়া যাইতেন না; কিন্তু তত্রাচ অনেকে তাঁহার দিকে চাহিতেছিল। ভবানীর মন্দিরের নিকট আসিলে, একজন পশ্চাৎ হইতে তাঁহাকে বলিল, "দাঁড়ান।" প্রমোদকিশোর দেখিলেন, একটী স্ত্রীলোক। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি আবশ্যক?"

"ঐ বাড়ীতে আমার কর্ত্রী থাকেন, তিনি আপনার নিকট আমাকে পাঠাইলেন।"

"কেন?"

"আপনি একবার তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন।

"তোমার কর্ত্রী কে?"

"তিনি বলিয়া দিলেন, বলিও ঊষা।"

যে অগ্নি প্রমোদকিশোরের হৃদয়ে ধীরে ধীরে নিবিতেছিল, সহসা

তাহা আবার জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, "তবে কি উষা আমার কথা ভাবে? না না, আর তার কথা ভাবিব না।" স্ত্রীলোক কহিল, "আসুন"। প্রমোদকিশোর ভাবিলেন, "আমার কি যাওয়া উচিত; গেলে ক্ষতি কি? না গেলে নিতান্ত অভদ্রের কার্য্য হইবে।" তিনি বলিলেন, "চল।"

দ্বারে উষা তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিলেন; তিনি আসিবামাত্র উষা কহিলেন, "ভাবিয়াছিলাম সাত দিবস পরে আপনার সাক্ষাৎ পাইব। কিন্তু সে আশায় বঞ্চিত হইয়াছিলাম; বোধ হয়, কোন বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন?"

প্রমোদকিশোর এ কথায় উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখনও এখানে কেন?"

"কুমার সুশীলসুন্দর সেই পর্য্যন্ত আসেন নাই; কাল এখানে আসিয়া-ছিলেন, কিন্তু আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিয়াই আবার কি বিশেষ কাজে গিয়াছেন। আজ আসিবার কথা আছে।"

প্রমোদকিশোর ভাবিলেন, "তবে আমি ইহাকে অবিশ্বাস করিয়া অন্যায় করিয়াছিলাম, সুশীল ইহার নিকট কিছুই নয়।" আর একটী কথা তাঁহার জিজ্ঞাসা করিবার আছে, সেটীর সন্তোষজনক উত্তর পাইলেই তিনি—হায় সরযু, তুমি কোথায়?

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সঙ্গে, সে দিন সাক্ষাৎ করিলেন না কেন?" উৎকণ্ঠিত-হৃদয়ে উত্তরের প্রত্যাশায় প্রমোদকিশোর উষার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। উষা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, এই সময়ে সবলে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া যোদ্ধৃবেশে এক যুবক সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি ব্যস্তে উষার নিকট গিয়া বলিলেন "সর্ব্বনাশ, এখনি—" উষা তাঁহাকে কি বলিল, তিনি ফিরিয়া প্রমোদকিশোরকে সম্ভাষণ করিলেন—বলিলেন, "প্রমোদকিশোর, মোগলেরা এই গ্রামের নিকট আসিয়াছে,

তোমাকে বন্দী করিবার চেষ্টায় আছে; বাহিরে আমার ঘোড়া আছে, অবিলম্বে পলাও।" তৎপরে তিনি উষার হাত ধরিয়া তাঁহাকে গৃহের এক-পার্শ্বে লইয়া গেলেন; তখন দুজনে তথায় কি পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

প্রমোদকিশোর ঈর্ষায় উন্মত্তপ্রায় হইলেন "তবে সুশীলই উহার সকল, আমি কেহ নই; তবে আমার সহিত কেবল প্রতারণা।" এই ভাবিয়া প্রমোদকিশোর ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় সেই স্থানে পদচারণ করিতে লাগিলেন।

পরামর্শ শেষ করিয়া উষা ও সুশীলসুন্দর সত্বর গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যাইতেছিলেন, দেখিলেন, প্রমোদকিশোর যান নাই। সুশীলসুন্দর কহিলেন, "প্রমোদ, তুমি কি পাগল হইয়াছ? এখনও যাও নাই? প্রাণে কি মায়া নাই? নিজের জন্য না থাকে, তুমি কি ভুলে গেছ যে, তোমার পিতা মাতা স্ত্রী আছেন?" প্রমোদকিশোরের চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। উষা কহিলেন, "রাজকুমার, যান যান; রাজকুমার যান।" তিনি উত্তর দেন না দেখিয়া, সুশীলসুন্দর উষার হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে সবলে টানিয়া লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন।

বাহিরে শিবিকা প্রস্তুত, তাঁহার লোকজন অশ্বারোহণ করিয়াছে, তিনি উষাকে পাল্কিতে তুলিয়া দিয়া নিজে অশ্বারোহণ করিলেন। তখন সকলে দ্রুতগতি গ্রামের বাহির হইয়া গেলেন।

গ্রামের বাহিরে আসিলে উষা শিবিকা দাঁড় করাইলেন। তাহা দেখিয়া সুশীলসুন্দর নিকটে আসিলেন, বলিলেন, "দাঁড়াইলে কেন? বিলম্ব করিলে সকলে মরিব।" উষা কাতরস্বরে কহিলেন, "তিনি নিশ্চয়ই সেখানেই আছেন; তুমি যাও, তাঁকে রক্ষা কর। আমার কাছে অঙ্গীকার কর, তাঁকে রক্ষা করিবে, নতুবা আমি যাইব না, যাইতে পারি না।" সুশীলসুন্দর পার্শ্বস্থ এক ব্যক্তিকে কি বলিয়া অশ্বের মুখ ফিরাইলেন, বলিলেন, "তোমরা যাও, আমি প্রমোদকিশোরের নিকট চলিলাম।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুশীলসুন্দর ও প্রমোদকিশোর।

সুশীলসুন্দর যাইতেছিলেন, ফিরিয়া এক ব্যক্তির নিকট হইতে একটা অশ্ব লইয়া সেটাকে চালাইয়া লইয়া চলিলেন। বাড়ীর অদূরে অশ্ব দুইটী এক বৃক্ষশাখায় বন্ধন করিয়া তিনি যে বাড়ীতে উষা ছিলেন, সেই দিকে চলিলেন। তখন গ্রামে এক বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে, চারিদিকে লোক-জন পলাইতেছে।

তিনি আসিয়া দেখিলেন, সম্মুখে প্রমোদকিশোর। সুশীলসুন্দর ডাকি-লেন, "প্রমোদকিশোর।" তিনি চমকিত হইয়া তাঁহার দিকে ফিরিলেন; নিমেষমধ্যে অসি উন্মুক্ত করিয়া কহিলেন, "প্রাণ রক্ষা কর।" সুশীলসুন্দর হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "কেন, কুমার বাহাদুর?"

"উপহাস নয়; যদি যুদ্ধ করিতে ভীত হও, তাহা হইলে কাপুরুষকে যেরূপ করা উচিত, সেইরূপ করিব।

"এত অনুগ্রহ কেন? যুদ্ধের সাধ হইয়া থাকে, এখনি মিটিবে। মোগ-লেরা আসিতেছে, যুদ্ধের ইচ্ছা হইয়া থাকে যাও, তাহাদের সহিত যাইয়া যুদ্ধ কর; তাহাতে পৌরুষ আছে। কুটুম্বের সহিত যুদ্ধে লাভ কি?"

"কাপুরুষ, তুই যুদ্ধ করিতে ভয় পাইতেছিস্?" এই বলিয়া প্রমোদ-কিশোর অসি উত্তোলন করিলেন; সুশীলসুন্দর সত্বর তাঁহার হস্ত ধরি-লেন। তিনি প্রমোদকিশোরের ভাব দেখিয়া সত্য সত্যই ভীত হইলেন; সহসা তাঁহার এরূপ হইল কেন? তিনি তাঁহার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কহিলেন, "তোমার হইয়াছে কি? রাজ্য তো সকলেরই যায়, আবার হয়। তার জন্য তোমার মত লোক এরূপ অধীর হয়, এ বড় লজ্জার কথা।"

"শুন, কুমার সুশীলসুন্দর, হয় আমি মরিব, না হয় তুমি মরিবে; ঊষা দুই জনের হইতে পারে না।"

সুশীলসুন্দর উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "ও, এই জন্য রাগ, এইজন্য এই ভাব!"

"নরাধম, আমার মুখের উপর তুই হাসিতে সাহস করিস্?" সুশীলসুন্দর, প্রমোদকিশোরের হাত আবার ধরিলেন, বলিলেন, "তুমি ঘোর মূর্খ। কেবল মূর্খ নও, তুমি নরাধম, পাষণ্ড। আমি তোমার কে, তোমার কি জ্ঞান আছে?"

"তুমি যেই হও, তোমাকে আজ আমি হত্যা করিব।"

"সেই জন্যই তুমি আরও নরাধম। তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ যে, আমি তোমার পরিণীতা পত্নীর সহোদর? তোমার কি লজ্জা হয় না? আমার সহিত একটা স্ত্রীলোক লইয়া কলহ করিতে তোমার কি এক বিন্দু লজ্জা হয় না? কেবল তাহাই নয়, রাজ্য হারাইয়াছ, বৃদ্ধ পিতামাতাকে অনাহারে নিক্ষেপ করিয়াছ, একবারও সে সকল কথা ভাব না,—ইচ্ছা করিয়া সেই সকল মহৎ কার্য্যে অবহেলা করিতেছে;—ইচ্ছা করিয়া বিপদে পড়িতেছ, তোমার মত নরাধম কে? তার পর, আরও বলিব কি? সরযূকে কি বলিয়াছ মনে পড়ে? তোমার সঙ্গে কথা কহাও পাপ।"

প্রমোদকিশোর, সুশীলসুন্দর কর্ত্তৃক ভৎসিত হইয়া কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। সুশীল রাগিয়াছিলেন, বলিলেন, "তোমার মত মূর্খের ব্যবহারে হাসি পায় ভিন্ন আর কিছুই হয় না, তবে দুঃখও হয়। তোমার যদি জানিলে সুখ হয়, তবে শুন, ঊষা তোমাকেই ভালবাসে।"

"তবে সে তোমার সহিত ওরূপ ব্যবহার করে কেন?"

"সে আমার আত্মীয়,—পরম আত্মীয়।"

"সে তোমার কে? তোমার মিথ্যা কথা। সে রাজপুত।"

"তুমি ভয়ানক মূর্খ, সে আমার—"

এই সময়ে নিকটে ঘোর রোলে "আল্লা হো আকবর" ধ্বনি উঠিল। সুশীলসুন্দর চমকিত হইয়া অসি উন্মুক্ত করিলেন, বলিলেন, "তোমারই জন্য এই বিপদ ঘটিল। বড় যুদ্ধের সাধ, এখন সে সাধ মিটাও। আইস পশুর ন্যায় এই স্থানে হত হইবার আবশ্যক নাই। যদি মরিতে হয়,—আইস, যুদ্ধ করিয়া মরি।"

দুইজনে অসি হস্তে বাহিরে আসিলেন। তাঁহাদের দেখিয়া যবনগণ গগণ বিদীর্ণ করিয়া "আল্লা হো আকবর" শব্দ করিল। সুশীলসুন্দর ও প্রমোদকিশোর উভয়ের কেহই যুদ্ধ করিতে পারিলেন না। অসংখ্য যবন-সেনা আসিয়া তাহাদিগকে বেষ্টন করিল। মুহূর্তমধ্যে তাঁহারা বন্দী হইলেন।

তখন তাঁহাদের দুইজনকে দুই অশ্বে তুলিয়া, তাঁহাদের হস্তপদ বন্ধন করিয়া, তাহারা তাঁহাদিগকে লইয়া চলিল।

পথে একজন সন্ন্যাসিনী দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন; তিনি নিকটস্থ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহারা কাহাকে বন্দী করিয়া আনিতেছে? সে কহিল, "বিক্রমপুরের রাজার ছেলে?"

সন্ন্যাসিনী ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কারাগারে।

মোগলগণ, কুমার প্রমোদকিশোর ও কুমার সুশীলসুন্দরকে সেনাপতি আব্‌দুল হুসেন আলির সম্মুখে আনিল। তিনি উভয়কে বসিতে অনুরোধ করিলেন; আকবরের সেনাপতিগণ কোন শত্রুর উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার বা অভদ্রতাচরণ করিতে পারিতেন না; বাদসাহের এবিষয়ে বিশেষ আজ্ঞা ছিল। সেনাপতি আব্‌দুল হুসেন কহিলেন, "আপনাদিগকে বন্দী করিলাম বলিয়া আমি দুঃখিত হইতেছি; কিন্তু কি করিব?" সুশীলসুন্দর কহিলেন, "আমি বারন্দ্রের অধিপতি মহারাজ নরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র; বারন্দ্রের অধিপতি আকবর বাদসাহকে অনেক দিন প্রভু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি পাঠানদিগকে দমন করিবার জন্য রাজা টোডরমল্লকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, এ কথা কি আপনি অবগত নহেন?

"কে না রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের নাম শুনিয়াছে? কোন্ মোগল না জানে যে, তিনি বঙ্গদেশে মোগলদিগের পরম বন্ধু? আপনি আমাদিগের অতিথি; কিন্তু রাজকুমার, আমাকে ক্ষমা করিবেন, আপনি রাজদ্রোহীর সহিত ধৃত হইয়াছেন। মোগলদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন। টোডরমল্লের অনুমতি ব্যতীত আমি আপনাকে ছাড়িতে পারি না।"

"তোমাদের যাহা অভিরুচি হয় কর; আমি ভীত নহি।"

"রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের পুত্রকে ভীত বলে, এমন সাহস কাহার? আপনি নামমাত্র আমাদের বন্দী থাকিবেন। যত দিন না সেনাপতির নিকট হইতে অনুমতি আসে, ততদিন কেবল আপনাকে আটক রাখিব, আপনার কোন অযত্ন হইবে না।"

"বন্দীর আবার যত্ন অযত্ন কি? তোমরা কুমার প্রমোদকিশোরকে কি করিতে চাহ? উহাঁকেও তোমরা যেরূপ রাখিবে, আমাকেও সেইরূপ রাখ। তোমরা কি জান না, উনি আমার ভগ্নীপতি।"

প্রমোদকিশোর এতক্ষণ নীরব ছিলেন, হৃদয়ের নানা ভাবনায় তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইতেছিল, এক্ষণে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা আমাকে কি করিতে চাহ?" সেনাপতি সেইরূপ কোমলস্বরে কহিলেন, "রাজকুমার, আকবর বাদসাহ তাঁহার সকল প্রজাকে সমানভাবে দেখেন; তাঁহার নিকট শত্রু মিত্র নাই। তাঁহার সকল শত্রুর সহিতই সদ্ব্যবহার করিতে আমাদের উপর তাঁহার বিশেষ আজ্ঞা আছে।"

"তোমরা আমাকে কি করিতে চাহ?"

"আপনাকে কারাগারে থাকিতে হইবে,—অন্ততঃ যতদিন না সেনাপতির অনুমতি আইসে।"

"উত্তম।"

"আপনার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, নতুবা কখন আমি একার্য্য করিতাম না।"

ক্রোধে প্রমোদকিশোরের সমস্ত শরীর কম্পিত হইতেছিল, কহিলেন, "কে প্রমাণ দিয়াছে?"

চন্দ্রদ্বীপের রাজকুমার সুমন্তদেব আমাদের সম্বাদ দিয়াছেন। তিনি বলেন, "আপনি বাদসাহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। তিনি আমাদের শিবিরে আছেন।"

"সে নরাধমের শিরশ্ছেদ করিলে তবে এ হৃদয়-জ্বালা জুড়াইবে; আর সেই সঙ্গে তোমার শিরশ্ছেদ করাও উচিত।"

"বৃথা রাগ প্রকাশ করিতেছেন, সমস্ত ভারতবর্ষ আকবর বাদসাহকে প্রভু বলিয়া মানিয়াছে; বঙ্গদেশের কি তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া

উচিত? তাঁহার অধীনতা স্বীকার করুন, আপনার যেরূপ রাজ্য ছিল, এখনও ঠিক,সেইরূপ থাকিবে; অধিকন্তু যদি ইচ্ছা করেন, তবে আকবর বাদসাহ আনন্দের সহিত আপনাকে তাঁহার একজন সেনাপতি করিবেন। আপনাকে যেরূপ দেখিতেছি, তাহা হইলে আপনি একদিন মহারাজ মান-সিংহ বা রাজা টোডরমল্লের ন্যায়ও হইতে পারেন।"

"কোন কারাগারে আমাদিগকে, বা আমাকে রাখিবে, শীঘ্র পাঠাইয়া দেও, বৃথা বিলম্বে আবশ্যক নাই।"

সেনাপতি আবদুল হুসেন প্রহরী দিয়া তাঁহাদিগের দুইজনকে ঢাকার কারাগারে প্রেরণ করিলেন। এদিকে অন্যান্য অনুমতির জন্য রাজা টোডরমল্লের নিকট লোক প্রেরিত হইল।

ঢাকায় তাঁহারা আসিলেন, তথাকার সুবাদার, কুমার সুশীলসুন্দরকে কেবল "নজরবন্দী" রাখিতে চাহিলেন; কিন্তু প্রমোদকিশোর কারাগারে থাকিবেন, আর তিনি থাকিবেন না,—এরূপ স্বার্থপর লোক সুশীলসুন্দর ছিলেন না। তিনি কারাগার ভিন্ন অন্যত্র থাকিতে অস্বীকৃত হইলেন; তখন সুবাদার তাঁহাদিগের দুইজনকেই কারাগারে প্রেরণ করিলেন।

সুশীলসুন্দর সমস্ত কথা লিখিয়া পিতাকে পত্র লিখিলেন। প্রমোদ-কিশোরের অনুরোধে তিনি পিতার নিকট প্রমোদকিশোরের পিতামাতার কথাও লিখিয়া দিলেন; তাঁহারা সেখানে যেরূপে বাস করিতেছেন, তাহাও লিখিলেন। পত্র লইয়া এক ব্যক্তি বারেন্দ্রে গমন করিল।

এখন যেরূপ ডাকের বন্দোবস্ত হইয়াছে, তখন সেরূপ ছিল না। সেনাপতি টোডরমল্ল তখন মুঙ্গেরের দুর্গে বাস করিতেছিলেন; তথা হইতে সম্বাদ লইয়া লোকের প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দুই মাস কাটিয়া গেল। রাজা লিখিয়াছিলেন, "কুমার সুশীলসুন্দর বাদসাহের পরম বন্ধু, অনতি-বিলম্বে তাঁহাকে মুক্ত করিবে এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে।

যতদিন না বিক্রমপুর সুশাসিত হয়, ততদিন প্রমোদকিশোরকে কারাগারে রাখিতে হইবে। তবে যদি তিনি তাঁহার পিতার সহিত একত্রে আমার নিকট আসিয়া, বাদসাহের অধীনতা স্বীকার করেন ও তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ না করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হয়েন, তবে তাঁহাদিগকে লোকজন দিয়া সযত্নে এখানে পাঠাইবে।”

সেনাপতি ঢাকায় পত্র পাঠাইলেন; সুবাদার, সুশীলসুন্দর ও প্রমোদকিশোরকে সেনাপতির অনুজ্ঞা জানাইলেন। প্রমোদকিশোর কহিলেন, “জীবন থাকিতে স্বদেশ উদ্ধারের চেষ্টা ত্যাগ করিব না।” সুশীল অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু প্রমোদকিশোর বুঝিলেন না। সুতরাং সুশীলসুন্দর মুক্ত হইলেন, প্রমোদকিশোর পুনরায় কারাগারে প্রেরিত হইলেন।

ঢাকা ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় সুশীলসুন্দর, প্রমোদকিশোরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন; বলিলেন, “আমি অদ্যই দেশে যাইতেছি; পিতার নিকট হইতে পত্র লইয়া রাজা টোডরমল্লের সহিত সাক্ষাৎ করিব।”

“কেন?”

“তোমার মুক্তির জন্য।”

প্রমোদকিশোর কথা কহিলেন না। সুশীলসুন্দর কহিলেন, “আর কিছু বলিবার আছে?—তবে আমি যাই?”

সুশীলসুন্দরের নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে প্রমোদকিশোরের হৃদয়ে বৃশ্চিক দংশন করিল, কিন্তু উপায় নাই; তিনি বলিলেন, “আমার পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবে?”

“করিব।”

“তাঁহারা কিরূপ আছেন, আমাকে সম্বাদ দিতে পারিবে?”

“তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াই তোমার এখানে সম্বাদ পাঠাইব।”

"যদি তাঁহাদের কোন অভাব, কোন কষ্ট হয় তবে -" প্রমোদ-কিশোরের চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল। সুশীলসুন্দর কহিলেন, "সে কথা কি আমাকে তোমায় বলিতে হইবে?" প্রমোদকিশোর কোন উত্তর দিলেন না, সুশীলসুন্দর কহিলেন, "তবে এখন আমি যাই।"

"আর একটা অনুগ্রহ করিবে?"

"প্রমোদকিশোর! আমার সহিত তোমার কি সম্বন্ধ, তাহা কি তুমি ভুলিয়া যাইতেছ?"

"সরযূর কথা তুমি বোধ হয় জান, তাহার অনুসন্ধান করিবে?"

"করিব।"

"যদি তার সাক্ষাৎ পাও, তাকে আনিয়া আমার পিতামাতার নিকট রাখিও।"

"আচ্ছা;—আর কোন কথা আছে?"

"না।"

"ঊষার কথা কিছু বলিলে না?"

আহত সিংহের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া প্রমোদকিশোর কহিলেন, "ঊষা আমার কে?"

"তা হইলে সরযূই বা তোমার কে?"

প্রমোদকিশোর বসিয়াছিলেন, লম্ফ দিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "সে কথায় তোমার প্রয়োজন কি? তোমাকে আমার কোন কাজ করিতে হইবে না; তুমি আমার সম্মুখ হইতে শীঘ্র চলিয়া যাও।"

সুশীলসুন্দর, মৃদু হাস্য করিয়া চলিয়া গেলেন; প্রমোদকিশোর সেই ক্ষুদ্র অন্ধকার কারাগৃহে বসিয়া পড়িলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বারেন্দ্রাধিপতি।

প্রায় চারি মাস পরে কুমার সুশীলসুন্দর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বহুদিবস পরে আদরের বস্তু নিকটে আসিলে, রাজা প্রজা সকলের গৃহই সমান ভাব ধারণ করে।

জননী নিকটে আসিয়া সন্তানকে আহার করাইতে বসিলেন। কিন্তু সুশীলসুন্দরের আহারে অভিলাষ ছিল না; তাঁহার হৃদয় চিন্তায় পূর্ণ। তিনি সরযূকে লোকজন দিয়া নিজ নৌকায় বাটী পাঠাইয়াছিলেন, সরযূ বাড়ী আসে নাই, সে নৌকা, সে লোকজনের কোনই সম্বাদ নাই। তিনি উষাকেও বাড়ী পাঠাইয়াছিলেন, উষাও বাড়ী আসেন নাই, তাঁহার সঙ্গের লোকজনেরও কোন সম্বাদ নাই। বাটী আসিয়া প্রথমেই তিনি এ সম্বাদ পাঠাইয়াছিলেন। তৎপরে বহুদিবস পরে মাতাকে দেখিয়া আনন্দে তাঁহার হৃদয় এ সকল চিন্তা কতক ভুলিয়াছিল, কিন্তু আহারে বসিয়া তিনি আহার করিতে পারিলেন না। চিন্তায় তাঁহার হৃদয় আলোড়িত হইল।

তাঁহার মাতাও তাঁহাকে কি জিজ্ঞাসা করিবেন বলিয়া বোধ হইতেছিল, কিন্তু পারিতেছিলেন না; সুশীলসুন্দরও কোন কথা কহিতেছে না। অবশেষে রাণী কহিলেন; "তোর পত্র পেয়ে রাজা, টোডরমল্লকে পত্র লিখিয়াছিলেন।"

"তাহা বুঝিয়াছিলাম; না হ'লে হয়তো আরও কতদিন থাকিতে হইত।"

"প্রমোদকিশোর কোথায়?"

"সেইখানে—সেই কারাগারে।"

"সে কেন মোগলদের অধীনতা স্বীকার করুক না? আমরা সকলেই করিয়াছি।"

"মা, আমরা সব কি ভাল কাজ করিয়াছি? স্বদেশকে ত্যাগ করিয়া কি আমাদের গৌরব বাড়িয়াছে? এর জন্য প্রমোদকিশোরকে দোষ দেওয়া কর্ত্তব্য নয়।"

"যখন উপায় নাই, তখন বৃথা অদৃষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।"

"হ'লেও সে কি করিবে? বৃদ্ধ রাজা না শুনিলে সে কি করিবে?'

"বাছার না জানি কত কষ্ট হ'চ্ছে?"

"মা, আমি বৃদ্ধ রাজা রাণীকে এখানে আনিবার জন্য বাবাকে পত্র লিখিয়াছিলাম; তাঁহাদের আনা হয় নাই কেন?"

"তাঁহাদের জন্য লোক গিয়াছিল; তাঁহারা যেখানে ছিলেন লিখিয়াছিলে, সেখানে তাঁরা নাই।"

"সেখানে নাই, তাও কি কখন হ'তে পারে। লোকেরা সেখানে যায় নাই।"

"তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবে। তাহারা তাঁহাদের অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিল।"

সুশীলসুন্দর আরও চিন্তিত হইলেন। রাণী কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার কোন সম্বাদ পেয়েছিলে?"

"পেয়েছি।"

"বেঁচে আছে তো?"

"সুষমার সঙ্গে আমার দেখা হ'য়েছিল।"

"এ্যাঁ, সে ভাল আছে তো?"

"ভালই আছে।"

রাণী কথা কহিলেন না, সুশীলসুন্দর কহিলেন, "মা তোমরা তাহার উপর বৃথা রাগ করিয়াছ;—সে তার স্বামীর অনুসন্ধানে গিয়াছিল।"

"এঁ্যা!"

"স্ত্রীলোকের স্বামী ভিন্ন আর কে আছে? সে স্বামীর কাছে গিয়াছিল।"

"তবে সে বিক্রমপুর গিয়াছে?"

"বিক্রমপুরে প্রমোদকিশোর ছিল না।"

"তবে?"

"যেখানে ছিল, সেইখানে গিয়াছিল।"

"তার সঙ্গে তার দেখা হ'য়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"এখন সে কোথায় রয়েছে?"

"তা বলিতে পারি না। তারই সন্ধানে আমি আজই আবার রওনা হইব।"

"সে কি, রাজা এখানে নাই।"

"সে ভালই হইয়াছে।"

"সেবার তিনি যদি জানিতেন যে, আমি সুষমার সন্ধানে যাইতেছি, তাহা হইলে তিনি কি কখন আমাকে যাইতে দিতেন? যখন বলিলাম যে, আমার শরীর অসুস্থ, দিন কতক নৌকায় বেড়াইয়া আসিব, তখন তিনি অনুমতি দিলেন।"

"সুশীল, তোকে আমার ছেড়ে দিতে মন চায় না।"

"মা, সুষমা যে আমার বোন্।"

রাণীর চক্ষে জল আসিল, তিনি বলিলেন, "সে বলিয়া গেল না কেন? তা হ'লে রাজা এত রাগ করিতেন না?"

"তা হ'লে তিনি কি তাকে প্রমোদকিশোরের সন্ধানে যেতে দিতেন?"

"তার না জানি কত কষ্ট হ'য়েছে?"

"বড় কষ্ট হয় নাই, কেবল মধ্যে একবার হ'য়েছিল। সে বরাবর সেই সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে ছিল, তারপর প্রমোদের সঙ্গে ছিল, তারপর আমার সঙ্গে ছিল।"

এই সময়ে দাস আসিয়া সম্বাদ দিল, রাজা আসিয়াছেন, তিনি মৃগয়ায় গিয়াছিলেন, প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

সুশীলসুন্দর সত্বর আহার শেষ করিয়া বাহিরে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি পিতাকে প্রণাম করিলেন! রাজা কহিলেন, "এই তোমার নৌকা বেড়ান! এক পা চলিবে, আর একটা কাণ্ড করিবে; এখনও তোমার একাকী বেড়াইবার বয়স হয় নাই।"

"আমার,—"

"তুমি এখনও শিশু।"

এ কথার উত্তর নাই; রাজা চলিলেন, সুশীলসুন্দরও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সহসা রাজা ফিরিয়া বলিলেন, "সে পাগলটার সঙ্গে মিশিয়াছিলে কেন?"

"পাগল কে?"

"পাগল কে? তোমার ভগ্নীপতি, আমার জামাই।"

"প্রমোদকিশোর পাগল হয়েন নাই।"

"হয়েন নাই! বহুকাল আছেন; তিনি ও তাঁহার পিতা উভয়েই পাগল।"

উভয়ে রাণীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন ; রাজা এক পর্য্যঙ্কে বসিয়া বলিলেন, "একে খেতে দিয়াছ ?"

সুশীলসুন্দর কহিলেন, "আমার আজই আবার যাইতে হইবে।" রাজা শয়ন করিয়াছিলেন, বেগে উঠিয়া বসিলেন, তৎপরে সুশীলসুন্দরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সুশীলসুন্দর কোন উত্তর দিলেন না ; রাণী কহিলেন, "সুশীল, প্রমোদের পিতা মাতাকে আনিতে যাইতে চায়।"

"তারা নেই,—তারা সেখানে নেই, অনেক অনুসন্ধান করা হ'য়েছে।"

"আমি অবশ্যই তাঁহাদের সন্ধান পাইব। আমি প্রমোদকিশোরের নিকট অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছি।"

"সে স্বতন্ত্র কথা। না বুঝে অঙ্গীকার কর কেন ? তুমি নিতান্ত বালক।"

"এখন কি সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা উচিত ?"

"অঙ্গীকার পালন করিতে হইবে অবশ্য।"

"তবে অনুমতি করুন, আমি অদ্যই বিদায় হই।"

"অঙ্গীকার অবশ্য পালন করিতে হইবে ; সে কথা আগে বল নাই কেন ?"

সুশীলসুন্দর মনে মনে হাসিলেন, তাঁহার নিকট তাঁহার পিতার চরিত্র অবিদিত ছিল না। সেই দিবসই আবার নৌকা প্রস্তুত হইল, সুশীলসুন্দর প্রত্যূষে নৌকায় উঠিলেন, রাজা নৌকা পর্য্যন্ত আসিলেন ; বিদায়কালে বলিলেন, "সাবধানে থাকিও, তুমি শিশু, সংসারের এখন কিছুই বুঝ না।"

সুশীলসুন্দর প্রথমে রাজা রাণীর সন্ধানে আসিলেন, সত্য সত্যই তথায় তাঁহারা নাই। সমস্ত অরণ্য অনুসন্ধান করিলেন, কোথাও তাঁহারা নাই ; তৎপরে হর্ষপুরে আসিলেন, রামীর মা বুড়ীর কুটীরে গেলেন, কিন্তু রাজা বা ঊষা, কিম্বা সরযূর কোন সন্ধান পাইলেন না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আঘাত।

উষা কিয়ৎদূর আসিয়া আবার শিবিকা দণ্ডায়মান করাইলেন; তাহা দেখিয়া একজন নিকটে আসিয়া সসম্ভ্রমে কহিল, "দেবি! বিলম্বে বিপদ ঘটিতে পারে।"

"তাঁরা না আসিলে আমি যাইব না, এখানে অপেক্ষা কর।"

"এখানে মুসলমানেরা শীঘ্রই আসিবে, নিতান্ত না যান, চলুন, নিকটে একটা নদী আছে, ঐ নদীর পরপারে যাইয়া অপেক্ষা করি।"

উষা অগত্যা সম্মতা হইলে, তখন আবার সকলে দ্রুতগতি চলিলেন। প্রায় এক দণ্ড পরে তাঁহারা নদী পাইলেন; নিকট হইতে নৌকা সংস্থান করিয়া সকলে পরপারে যাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে সেই নদী দিয়া একখানি সুন্দর বজরা বাহিয়া যায়, তাহা দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি আসিয়া উষাকে কহিল, "কুমার বাহাদুরের বজরা যাইতেছে, আজ্ঞা হয় তো ডাকি?"

"কোথায় যায়?"

"বজরা, বারেন্দ্রে যাইবার আজ্ঞা আছে?"

"কেন? কে আজ্ঞা দিল?"

"রাজকুমার কাল এক পীড়িত বালিকাকে বজরায় আনিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে একজন কবিরাজ আছেন। বজরা সহিত বালিকাকে বারেন্দ্রে লইয়া যাইবার অনুমতি তিনি কাল দিয়াছিলেন।"

"বজরা এখানে লাগাইতে বল।"

বজরার মাঝিকে ডাকা হইল ; তাহারা কে ডাকিতেছে জানিয়া, অনতিবিলম্বে বজরা আনিয়া কূলে বাঁধিল। উষা পাল্কী হইতে উঠিয়া বজরায় আসিলেন ; ক্ষীণা শীর্ণা সরযূকে দেখিয়া তাঁহার তাহাকে চিনিতে বিলম্ব হইল না ; তখন সরযূ সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত, তখনও তাহার জ্ঞান নাই। উষা পূর্ব্বোক্ত সেই ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "বজরা বারন্দ্রে যাইবার আবশ্যক নাই ; ইনি ও আমি দুই জনেই এই বজরায় এখানে থাকিয়া তাঁহাদের অপেক্ষা করিব, তোমরা কেহ তাঁহাদের সংবাদ আনিতে যাও।" সে ব্যক্তি "যে আজ্ঞা" বলিয়া চলিয়া গেল। তখন উষা সরযূর শুশ্রূষা আরম্ভ করিলেন, কবিরাজ মহাশয়কে বলিলেন, "যদি ইহাকে বাঁচাইতে পারেন, তাহা হইলে আপনাকে যথেষ্ট সন্তুষ্ট করিব।" কবিরাজ মহাশয় যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহাকে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

নৌকায় রামীর মাও ছিল ; তাহার জ্বর এক্ষণে নাই, সে ক্রমে সবল হইতেছে।

বৈকালে লোক আসিয়া সম্বাদ দিল যে, উভয় রাজকুমারই বন্দী হইয়াছেন। উষা চিন্তিত হইলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

"তবে কি আমরা বারন্দ্রে যাইব ?"

"না।"

অনেক কারণে উষা বারন্দ্রে যাইতে চাহেন না।

"তবে আমাদিগের উপর কি আজ্ঞা হয় ?"

"এখানেই থাক।"

বজরা সেইখানেই থাকিল।

সরযূ ক্রমে সুস্থ হইতে লাগিল ; ক্রমে তাহার জ্বর ত্যাগ হইল ; ক্রমে তাহার ক্ষীণ-শরীরে বলের সঞ্চার হইতে লাগিল ; ক্রমে সে উঠিয়া বসিতে

পারিল। একমাস যাইতে না যাইতে সে দুই এক পদ চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারিল। উষা তাহাকে নিজ ভগ্নীর অপেক্ষাও যত্ন করিতেছে, তাহার সেবায় তাঁহার আহার নিদ্রা নাই।

সরযূ ভাল হইতেছে সত্য, কিন্তু কবিরাজ মহাশয় তাহার ভাব দেখিয়া চিন্তিত হইতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, তাহার পীড়া আরোগ্য হইতেছে, অথচ হইতেছে না; তাহার শরীরের ব্যাধি গিয়াছে সত্য, কিন্তু মানসিক ব্যাধি যায় নাই, বরং তাহা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কত ঔষধ দিতেছেন, কিন্তু তাহার "বুকজ্বালা" সারিতেছে না।

হায়, এ সংসারে শারীরিক ব্যাধির চিকিৎসক কত শত প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু হৃদয়ের ব্যাধির চিকিৎসক কি সহজে মিলে?

সরযূ, উষাকে প্রথম চিনিতে পারে নাই; পীড়ায় তাহার স্মরণশক্তি প্রায় লোপ হইয়া গিয়াছিল; বিশেষতঃ সে উষাকে মুহূর্ত্তের জন্য দেখিয়াছিল মাত্র। যখন সে উঠিয়া বসিতে পারিল, তখন সে একদিন তাহার জন্য যিনি এত যত্ন করিতেছেন, তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার নাম "উষা।"

পীড়ায় সে তাহার গতজীবন একরূপ বিস্মৃত হইয়াছিল। এই "উষা' কথায় ধীরে ধীরে তাহার হৃদয়ে ক্রমে পুনঃ জাগরিত হইতে আরম্ভ হইল। নৌকা-গবাক্ষে বসিয়া সে কপোলে হস্তস্থাপন করিয়া ভাবিত। ক্রমে তাহার শরীর যত সুস্থ হইতে আরম্ভ হইল, তত তাহার মনে একে একে পূর্ব্বঘটনা সকল উদিত হইতে লাগিল; ক্রমে তাহার মন অস্থির ও চঞ্চল হইতে লাগিল। কবিরাজ মহাশয় তাহার পীড়া কি, বুঝিয়া উঠিতে পারেন না।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে নৌকায় বসিয়া ভাবিতেছে, তাহার পার্শ্বে বসিয়া উষা তাহার ঔষধি প্রস্তুত করিতেছেন, এমন সময়ে সে সহসা

জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি উষা ?" উষা চমকিত হইয়া মুখ তুলিলেন, বলিলেন, "তুমি আমায় চিনিতে পারিতেছ না ? সেই তুমি আমাকে চন্দ্রদ্বীপে মুক্ত ক'রেছিলে !—
ও কি !—একি !—কবিরাজ মহাশয় !"

চীৎকার করিয়া সরযূ মূর্চ্ছিত হইয়াছে। দুই এক মূহূর্ত্ত পরেই সরযূ সবলে হস্তপদ চারিদিকে নিক্ষিপ্ত করিতে আরম্ভ করিল; তৎপরে হৃদয়বিদারক ক্রন্দন আরম্ভ করিল। তাহার "বুক জ্ব'লে যায়, বুক জ্ব'লে যায়" শব্দে কেহ চক্ষুজল সম্বরণ করিতে পারিল না। চারি পাঁচ জনে তাহাকে ধরিয়া রাখাও কঠিন হইল।

উষা চক্ষুজল মুছিতে মুছিতে কবিরাজ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি পীড়া ?"

"ভাল বুঝিতে পারিতেছি না, বোধ হয় কোনরূপ বায়ুরোগ হইবে।"

অৰ্দ্ধ-ঘটিকা পরে সরযূ সুস্থ হইল। উষা আর সে কথা তাহার সম্মুখে তুলিলেন না। পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিকতর যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সরযূর পীড়া ক্রমেই বাড়িতে আরম্ভ হইল, তাহার চক্ষু এক্ষণে সর্ব্বদাই রক্তিম, তাহার মস্তিষ্ক হইতে সর্ব্বদাই একরূপ অগ্নি নির্গত হইতেছে; সে আর কাহারও সহিত কথা কয় না, ডাকিলে উত্তর দেয় না, সর্ব্বদাই যেন কি ভাবিতেছে।

দেখিয়া শুনিয়া কবিরাজ মহাশয় একদিন উষাকে গোপনে কহিলেন, "ইহার উন্মত্ততার লক্ষণ দেখিতেছি, বোধ হয় উন্মত্তা হইবে; যদি বা এত করিয়া বাঁচাইলাম, কিন্তু সে সকল বৃথা হইল।" শুনিয়া উষা কাঁদিয়া ফেলিলেন, "এর এমন হ'ল কেন ?"

"বোধ হয়, কোন মানসিক কষ্ট পাইয়াছেন।"

উষা কোন কথা কহিলেন না; সরযূর নিকট তিনি কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ,

তাহার পর এই কয় দিনে তিনি সরযূকে বড় ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছেন; কিন্তু হায়, তাঁহার সকল বাসনা বৃথা হইল।

ক্রমে সরযূর পীড়া অতিশয় বৃদ্ধি হইল, সে আর রাত্রে নিদ্রা যায় না, সে আর ভাবে না; সর্ব্বদাই একদৃষ্টে একদিকে চাহিয়া থাকে। উষা তাহার জন্য কাঁদেন। এমন কে আছে যে না কাঁদিয়া থাকিতে পারে? সে এমন কি মহাপাপ করিয়াছে যে, তাহার প্রতি এই দণ্ড, তাহার এই কষ্ট! তাঁহার বিধান তিনিই বুঝেন, ক্ষুদ্র মানবে কি বুঝিবে?

একদিন গভীর রাত্রে নৌকাস্থ লোকজন উষার চীৎকারে চমকিত হইয়া উঠিল, তাহারা সত্বর নৌকার ভিতর আসিল; আলো জ্বালা হইল। উষা রক্তে প্লাবিতা; তাঁহার বামহস্তে কে আঘাত করিয়াছে। কবিরাজ মহাশয় সত্বর ঔষধি দিয়া তাঁহার হাত বাঁধিয়া দিলেন, বলিলেন, "সৌভাগ্য যে আপনার হাত বুকের উপর ছিল, না হ'লে ছুরি বুকে বসিলে ভয়ানক কাণ্ড হইত।"

সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 'কে আঘাত করিল।' উষা তাহা জানে না; তাঁহার হাতে আঘাত লাগায়, তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়, তৎপরে দস্যু আসিয়াছে ভাবিয়া তিনি চীৎকার করিয়া উঠেন। কিন্তু দস্যুর চিহ্ন নাই। কেবল সরযূ নৌকায় নাই; সকলেই জানিত, সে পাগল হইয়াছে, সে অনায়াসেই এ কার্য্য করিতে পারে; তখন সকলেই নিশ্চয় জানিল যে, সরযূই এ কাজ করিয়াছে; সৌভাগ্যের বিষয় যে, উষা বিশেষ গুরুতররূপে আহত হন নাই।

সকলে আলো লইয়া সরযূর সন্ধান আরম্ভ করিল, কিন্তু তাহাকে পাইল না; পরদিবস তাহার অনুসন্ধান হইল, কিন্তু সরযূর কোন চিহ্ন কোথায় নাই; তখন উষা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "আমায় মেরেছিল,

মেরেছিল, সে গেল কেন? হয়ত সে জলে ডুবিয়াছে।” সকলে তাহাই সম্ভব মনে করিল।

পরদিবস ঊষা, রামীর মাকে পূর্ব্ববৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি জানে। তৎপরে, তাহার মনে কোন প্রকার কষ্ট হইবার কারণ সে কিছু জানে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন; সে বলিল, “বাছা ভালবেসে মরিল।”

“ভালবেসে!”

“হ্যাঁ”

“কাকে ভালবাসিত?”

“এক রাজার ছেলেকে!”

“রাজার ছেলে!”

“হ্যাঁ।”

“কোন দেশের রাজার ছেলে!”

“তা জানিনে।”

“তার নাম কি?”

“দেখি, একবার আমায় ব'লেছিল, এই যে সেই!”

“কি?”

“প্রমোদ না কি ব'লেছিল।”

“প্রমোদ!”

“হ্যাঁ, ঐ রকমই কি একটা নাম।”

ঊষা আর কোন কথা কহিলেন না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

উন্মাদিনী।

যেমন হরিণী শিকারীর নিক্ষিপ্ত বাণে আহত হইয়া কাননে কাননে ছুটিয়া বেড়ায়; যেমন উৎফুল্লহৃদয় কপোত উড়িতে উড়িতে গুলিতে আহত হইয়া আকাশে লুটিয়া বেড়ায়, সেইরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হইলে মানব জ্ঞানশূন্য হইয়া ধাবিত হয়, ঠিক সেইরূপ সেইরাত্রে অরণ্যের মধ্যে সরযূ ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার কেশ উন্মুক্ত হইয়া পৃষ্ঠে দুলিতেছে, তাহার অঞ্চল পশ্চাদ্ভাগে ভূমিতে লুটাইতেছে, অন্ধকারে তাহার চক্ষুদ্বয় নক্ষত্রের ন্যায় জ্বলিতেছে।

ঊষার বক্ষে ছুরিকা বসাইয়া সে তীরবেগে নৌকা হইতে পলাইল; যেদিকে হইল ছুটিল; তাহার শারীরিক ইন্দ্রিয়গণ লোপ পাইয়াছে, তাহার হৃদয়ের বৃত্তিসকল অন্তর্হিত হইয়াছে।

প্রভাত হইল। সেই কাননের বৃক্ষপত্র স্বর্ণে রঞ্জিত করিয়া সূর্য্য গগনে ধীরে ধীরে উঠিলেন, ডালে ডালে পাখী ডাকিয়া উঠিল। তখন সরযূ এক বৃক্ষতলে বসিল।

কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকিয়া সে হাসিয়া উঠিল; হাসির বিকট শব্দে পক্ষিগণ ভীত হইয়া নীরব হইল, সে দাঁড়াইল; তাহার দক্ষিণ হস্তে রক্ত-রঞ্জিত ছুরিকা সূর্য্য-কিরণে ঝল্সিয়া উঠিল। সে হাসিয়া বলিল, "ঊষা না, ঊষাই তো, ও নাম কি আমি মরিলে ভুলিব! এ রক্ত কার?—বটে বটে, গদাধর পয়সা চাও, পয়সার ভাবনা কি! ঐ যাত্রী আস্‌চে।—কামিখ্যা দেবী তোমার মঙ্গল করুন।—প্রমোদকিশোর, আমি সঙ্গে যাব, তোমায় ছেড়ে কি আমি থাক্‌তে পারি?—ওরে বুড়ি—

দাঁড়া, দাঁড়া।—সন্ন্যাসিনী, সন্ন্যাসিনী, তুমি সন্ন্যাসিনী, তুমি আমার ভালবাসার বুঝিবে কি?—ও বুড়ি, এ জ্বালা কি জলে যায়; দূর পাগল, বুকের জ্বালা কি জল খেলে যায়?" সরযূ কাঁদিয়া উঠিল। "আমার বুক জ্ব'লে যায়" এই বলিয়া দুই হস্তে বুক চাপিয়া ধরিয়া, সে আবার ছুটিল।

সে এক গ্রামে প্রবেশ করিল; পাগল দেখিলে কে না চিনিতে পারে? দুষ্ট বালকেরা তাহার পশ্চাতে লাগিল; তাহার হস্তে ছুরি;—কেহ নিকটে আসিতে সাহস করে না; কিন্তু দূর হইতে কেহ তাহার গায়ে ঢিল ছুড়িয়া মারে, কেহ বা মাটি ছুড়িয়া মারে; সে একবার তাহাদিকের পশ্চাৎ ধাবিত হয়; আবার ফিরিয়া ছুটিতে আরম্ভ করে। সরযূ সে গ্রাম ত্যাগ করিয়া গেল, আর এক গ্রামে আসিল; তখন সে গাহিতেছিল,—

"প্রাণনাথ অধিনী মরে প্রাণে;
যাবে যাও, একটু দাঁড়াও,
ফেলে যেও না অধীনে!"

সে গ্রামের লোকেরা তাহার ছুরি কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না।

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল, গ্রামের পর গ্রাম উত্তীর্ণ হইয়া সরযূ চলিল, সে কোথায় যাইতেছে, তাহার স্থির তাই, সে পাগল, তাহার ভাবনা কে ভাবে? কে না কত গ্রামে এরূপ পাগল বা পাগলী দেখিয়াছেন? কিন্তু কয়জন দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন বা তাহার উন্মত্ততার কারণ জানিবার চেষ্টা করিয়াছেন? সরযূরও তাহাই হইল। সে কে, তাহার অনুসন্ধান কেহই করিল না।

সে কখন হা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠে; কখন বা বুক জ্ব'লে যায়, বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে, কখন বলে, "বল, বল, তুমি আমায় ভাল বাস।" আবার বলে,—"উষা, আমায় ক্ষমা কর, আমি যে পাগল ভাই।"

"বাবা, ইনি আমায় ৫টা মোহর দিলেন।" "সলাম সলাম।" আবার কাঁদিয়া উঠিয়া হয় তো "বুক জ্বলে যায়, বুক জ্ব'লে যায়" বলিয়া তথা হইতে ছুটিয়া পলায়। আবার হয় তো একস্থানে বসিয়া গায়,—

"কত দিন বলো নাথ, কাঁদাবে আর এমনে,
কাঁদাইয়া সুখ পাও, কর যা চায় প্রাণে!
কাঁদি তায় ক্ষতি নাই, আছে কি আর জীবনে!"

তৎপরে হাসিয়া উঠে, তৎপরে "বুক জ্ব'লে যায়, বুক জ্ব'লে যায়" বলিয়া আবার কাঁদিয়া উঠে।

এইরূপে একমাস কাটিয়া গেল। তখন তাহার মত্ততা কতক শান্ত-ভাব ধারণ করিল। এখন আর সে হাসে না, কাঁদে না, গান গায় না, বকে না, সে কেবলই ভাবে। এখন তাহার হৃদয় এক বিষয়ে নিবিষ্ট হইয়াছে; সে ভাবে, "চিরকাল আমাকে অপমান! আমার সঙ্গে প্রতারণা! তোমাকে ভালবাসিব, খুব ভালবাসিব, এই বুঝি ভালবাসা! বটে? বাস, ঊষাকে ভালবাস, ঊষা কি আর আছে—এই তার রক্ত! কেমন! হ'য়েছে ত! আমার বুঝি কষ্ট হয় না। আমার বুঝি বুক জ্ব'লে যায় না! কে তোমার ভালবাসা চেয়েছিল? বুক জলে যায়;—কই এ জ্বালা ত জুড়ায় না,—ঊষার রক্তে তো জুড়ায় না; জুড়াবে কেন? ঊষা আমার কে? সেই তো সব। হুঃ হুঃ হুঃ—আমি কেউ নই—তবে কেন ব'লছিলে খুব ভালবাস্‌বে;—প্রতারণা! ছেলে মানুষ পেয়ে প্রতারণা। উঃ—উঃ উঃ উঃ উঃ—জ্ব'লে গেল, জ্ব'লে গেল—জ্ব'লে যায় বুক জ্ব'লে যায়—এ জ্বালা জুড়াইব, তারই রক্তে জুড়াইব।"

পাগলিনীর হৃদয় এক্ষণে প্রমোদকিশোরের রক্তের জন্য ব্যাকুল; সে প্রমোদকিশোরকে অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়; কিন্তু তিনি কোথায়, তাহা তাহার স্মরণ হয় না।

সহসা হর্ষপুরের কথা তাহার মনে পড়িল; সে হর্ষপুরে চলিল। জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া চলিল; তাহার ভাব দেখিয়া ভয়ে সকলেই তাহাকে পথ বলিয়া দিত।

হর্ষপুরে আসিয়া সে প্রমোদকিশোরের সংবাদ পাইল; তখন সে ঢাকায় চলিল। যখন হৃদয় কোন এক বিষয়ে একাগ্র হয়, তখন এইরূপই বাধা বিপত্তি মানে না।

সরযূ পথে যে কষ্ট পাইয়াছিল, তাহা আমরা বর্ণনা করিব না; কারণ অনেকের পক্ষে সে কষ্ট অসহনীয় হইলেও তাহার পক্ষে নহে। পাগলের আবার কষ্ট কি? সে কি কষ্ট বোধ করিতে পারে?

সরযূর অন্য কোন জ্ঞান ছিল না; সে সর্ব্ববিষয়ে উন্মত্ত, কিন্তু প্রমোদকিশোরের বিষয়ে সে ঠিক উন্মত্ত নয়। যেরূপ শাবক হারাইয়া ব্যাঘ্রী তাহার শাবক-হন্তারকের জন্য উন্মত্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, প্রমোদ-কিশোরের জন্য ঠিক সেও সেইরূপ ঘুরিতেছে।

ঢাকায় আসিয়া সে কারাধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিল, বলিল, "আমাকে জেলে দাও।" কারাধ্যক্ষ একজন রাজপুত। তিনি তাহাকে দেখিয়া পাগল বুঝিয়াছিলেন, বলিলেন, "কেন?"

"আমি থাকিব, আমার ইচ্ছা।"

"তোমার ইচ্ছা হইলে কি কারাগারে যাওয়া যায়?"

"তবে এক কাজ কর।"

"কি?"

"তোমার এই কারাগারে প্রমোদকিশোর আছেন?"

কারাধ্যক্ষ পাগলকে দূরীভূত করিবারই উপায় অনুসন্ধান করিতে-ছিলেন, এক্ষণে প্রমোদকিশোরের নাম তাহার মুখে শুনিয়া বলিলেন, "আছেন, কেন?"

"আমাকে একবার তাঁহার নিকট যাইতে দাও "

"কেন ?"

"তাহাকে হত্যা করিব ; দেখিতেছ না, এই ছুরি রহিয়াছে ।" কারাধ্যক্ষ অবাক্ হইয়া পাগলিনীর দিকে বহুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তৎপরে বলিলেন, "তোমার দ্বারা আমার একটা কাজ হইতে পারে দেখিতেছি ; তুমি সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও।"

পাগলিনী ধীর-পদক্ষেপে তথা হইতে চলিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রাণদণ্ড ।

কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রমোদকিশোরের হৃদয় অনুশোচনায় দগ্ধ হইতে লাগিল। ঈর্ষায় উন্মত্ত হইয়া, তিনি যাহা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার জন্য লজ্জিত হইতে লাগিলেন। ঊষা তাঁহার কে ?

কারাগারে বন্দীর চিন্তাই সহচর ; দিবারাত্রি নানা চিন্তা মনে উদিত হইয়া কারাগারে বন্দীকে উন্মত্ত করিয়া তুলে। কত জন কারাগারে নির্জ্জনতা সহ্য করিতে না পারিয়া, উন্মত্ত হইয়া গিয়াছে। প্রমোদকিশোরও ভাবিলেন, তিনি উন্মত্ত হইবেন।

একটা অপরিচিত স্ত্রীলোকের জন্য তিনি রাজ্য হারাইয়াছেন, পিতামাতা স্ত্রীকে অবহেলা করিয়াছেন, আপনার পরিণীতা ভার্য্যার ভ্রাতার সহিত দ্বন্দ্ব করিয়াছেন, আপনাকে অনর্থক বিপদে ফেলিয়া অবশেষে কারাগারে আসিয়াছেন। যে ক্ষুদ্র বালিকা তাঁহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে,

যে তাঁহার জন্য দেশে দেশে ঘুরিতেছে, যাহাকে ভাল বাসিবেন ঈশ্বর-সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সে এখন কোথায়! তাহার ভাবনা তিনি একবারও ভাবেন নাই, তাহাকে তিনি ফিরিয়াও দেখেন নাই, হয়তো সে এখন অনাহারে কষ্ট পাইতেছে, হয়তো সে এখন কোথায় কোন বিপদে পড়িয়া তাঁহাকে ডাকিতেছে; তাঁহার মত নরাধম কে! উষার উপর তাঁহার মর্ম্মান্তিক ক্রোধ হইল। তিনি নিজ অপকার্য্যের জন্য কত দিন কারাগারে বসিয়া কাঁদিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয় শীতল হইল না।

ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ, চারিদিকে প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীর, উপরে ক্ষুদ্র একটী গবাক্ষ মাত্র আছে, সেই গবাক্ষ দিয়া আলোক আসিয়া সেই গৃহ যৎকিঞ্চিৎ আলোকিত করে। আকাশ দেখিবার যো নাই, রৌদ্র পাইবার প্রত্যাশা নাই, বাহিরের কলরব শুনিবার উপায় নাই, মনুষ্যমুখ দেখিবার আশা নাই, কাহারও সহিত কথা কহিয়া যে হৃদয় শীতল করিবেন, এমন উপায়ও নাই। কেবল কারাধ্যক্ষ দিনের মধ্যে একবার করিয়া আইসে, কদর্য্য চাউলের অন্ন ও কর্দ্দমাক্ত জল তাঁহার জন্য রাখিয়া সে চলিয়া যায়; একটী কথাও কহে না। হায় প্রমোদকিশোর সে অবস্থায় একবার আকাশ দেখিবার জন্য, রৌদ্র পাইবার জন্য, কাহারও সহিত কথা কহিবার জন্য, তাঁহার রাজ্য দান করিতেও পারিতেন!

তিনি প্রথম প্রথম সেই ক্ষুদ্রগৃহে পদচারণ করিয়া বেড়াইতেন, তৎপরে সেই ক্ষুদ্র গবাক্ষের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিতেন, তৎপরে সেই শুষ্ক দূর্ব্বাদলের উপর ছিন্ন কম্বল বিস্তৃত করিয়া দিনরাত্রি শয়ন করিয়াই থাকিতেন। তিনি কি ভাবিতেন, সে ভাবনার শেষ ছিল না! তিনি থাকিয়া থাকিয়া চমকিত হইয়া উঠিতেন, তিনি যেন দেখিতেন, সরযূ তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সেই মলিন মুখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত, তিনি ছুটিয়া তাহার নয়নাশ্রু মুছাইয়া দিতে যাইতেন;

অমনই প্রস্তরে তাঁহার মস্তক আহত হইত। তিনি বসিয়া পড়িয়া বলিতেন, “সরযূ, সরযূ, আমায় ক্ষমা কর।” তাঁহার হৃদয়ে বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তিনি তাহাকে কষ্ট দিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার এ কষ্ট, এ যন্ত্রণা।

এইরূপে দুই মাস কাটিয়া গেল। সুশীলসুন্দর বিদায় হইলেন; তখন তাঁহার হৃদয় এক বিষয়ে কতক শান্তি উপভোগ করিতে আরম্ভ করিল। তিনি ভাবিলেন, “পিতামাতা আর কষ্ট পাইবে না; সুশীলসুন্দর তাঁহাদের যত্ন করিবে।” ক্রমে পিতামাতার চিন্তা তাঁহার হৃদয় হইতে গেল, তিনি সে বিষয়ে কতক নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে রাজ্যের চিন্তাও তাঁহার মন হইতে অন্তর্হিত হইল; “যদি কখন মুক্ত হই, রাজ্যোদ্ধারের চেষ্টা করিব।” এই ভাবিয়া তিনি সে চিন্তা হৃদয় হইতে দূর করিলেন; তখন তাঁহার হৃদয়ে কেবল এক চিন্তা থাকিল, সে চিন্তা সরযূর চিন্তা।

ভালবাসা দেখিলেই জন্মে,—কিন্তু অনেক সময়ে সে ভালবাসা স্থায়ী হয় না। কিন্তু যে ভালবাসা নানা ঝটিকা উত্তীর্ণ হইয়া হৃদয়ে স্থির হইয়া বসে, সে ভালবাসা আর যায় না। প্রমোদকিশোরেরও ঠিক তাহাই হইল; তিনি উষাকে ভালবাসিয়াছিলেন, সরযূকেও ভালবাসেন ভাবিতেন; নানা কারণে উষার প্রতি তাঁহার ক্রোধ জন্মিল, ক্রোধ হইতে ঘৃণা আসিল; উষার প্রতি ভালবাসা তাঁহার আর স্থান পাইল না; তৎপরিবর্ত্তে সরযূর ভালবাসা সেই স্থান অধিকার করিল। সে ভালবাসার সীমা নাই, পরিমাণ নাই, প্রমোদকিশোর তাহার ভালবাসার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিলেন না; তাঁহার হৃদয়ও সেই ভালবাসা হইতে ভালবাসা শিখিল; তখন তাঁহার হৃদয় ক্রমে সরযূময় হইয়া পড়িল। সেই কারাগারে সরযূর চিন্তাই তাঁহার সুখের চিন্তা, যখন তাহার বিষয় তিনি ভাবিতেন, তখনই যেন তাঁহার দগ্ধ-হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ হইত। তিনি ক্রমে সরযূকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। কখনও তিনি ভাবিতেন, তিনি রাজা হইয়াছেন, সরযূ তাঁহার

রাণী হইয়াছে ; তিনি আদর করিয়া সরযূর হাত ধরিয়া তাহাকে লইয়া সিংহাসনে বসিতেছেন। আবার কখনও ভাবিতেন, তিনি অরণ্যে ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করিতেছেন ; সেই স্থানে সেই পর্ণকুটীরে বসিয়া সরযূ তাঁহার জন্য আহারীয় প্রস্তুত করিতেছে, তিনি একদৃষ্টে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। এইরূপ কত কি ভাবিতেন, কত কি মনে গড়িতেন, ও কত কি গড়িয়া আবার ভাঙ্গিতেন।

এইরূপে আরও একমাস কাটিয়া গেল ; এই সময়ে কুক্ষণে সুবাদার তাঁহাকে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির করিয়া কারাগারের মধ্যে ভ্রমণ করিতে অনুমতি দিলেন। বোধ হয়, তাহার আকার দেখিয়া এ অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছিল ; এক্ষণে তাঁহার শরীরে আর সে বল নাই, শ্মশ্রু বৃহৎ হইয়াছে, কেশ জটা পাকাইয়া পৃষ্ঠে পড়িয়াছে, শরীর ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে দেখিলে সহজে চিনিতে পারা যায় না।

বাহিরে আসিয়া তাঁহার আর এক ব্যক্তির সহিত পরিচয় হইল। সে তাঁহার নিকট পলায়নের প্রস্তাব করিল, তিনি সম্মত হইলেন। সে ব্যক্তি পলায়নের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল ; অবশেষে একদিন পলায়নও স্থির হইল, তিনিও বাহির হইলেন। কিন্তু হায়, তাঁহারা উভয়েই ধৃত হইলেন। প্রমোদকিশোর, বাহিরে বেড়াইবার জন্য যে অনুমতি পাইয়াছিলেন, তাহা হইতে বঞ্চিত হইলেন। তিনি পুনরায় সেই ক্ষুদ্র গৃহে দিবারাত্রি অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

তাঁহার পলায়নের সংবাদ যখন রাজা টোডরমল্লের নিকট প্রেরিত হইল ; তখন তিনি রাজমহলে বাস করিতেছিলেন ; প্রায় একমাস পরে তাঁহার অনুমতি আসিল। রাজা টোডরমল্ল কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে কোন বিষয়েই সঙ্কুচিত হইতেন না। তিনি লিখিয়াছিলেন, "রাজ্য এখনও শাসিত হয় নাই, প্রজারা এখনও প্রমোদকিশোরের আশা করিতেছে, এরূপ অব-

স্থায় তাঁহার কারাগার হইতে পলায়ন, রাজ্যের পক্ষে বিপদজনক হইবে; তিনি একবার পলায়নে উদ্যত হইয়াছিলেন, আবারও করিতে পারেন; এরূপ অবস্থায় তাঁহার প্রাণদণ্ড করাই কর্ত্তব্য! তবে এই কার্য্য প্রকাশ্যে করিলে, রাজ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে, অনেকে তাঁহাকে ভাল-বাসে। কারাগারের মধ্যে অতি গোপনে তাঁহার প্রাণদণ্ড করিবে, যেন দুইজন ব্যতীত, আর কেহ জানিতে না পায়।"

সুবাদার কারাধ্যক্ষকে ডাকিয়া পত্র দেখাইলেন, বলিলেন, "অতি গোপনে কার্য্যসাধন করিতে হইবে; তোমার কোন বিশেষ বিশ্বাসী লোক দিয়া কার্য্য শেষ কর।" কারাধ্যক্ষ চিন্তিত হইয়া গৃহে ফিরিলেন। প্রথম, তাঁহার একার্য্য নিতান্ত কাপুরুষের কার্য্য বলিয়া বোধ হইল; দ্বিতীয়তঃ, তিনি প্রমোদকিশোরকে হত্যা করিতে সম্মত নন; তৃতীয় তাঁহার এমন বিশ্বাসী লোক কোথায়? না করিলেও নয়, রাজার আজ্ঞা!

এই বিষয় যখন তিনি ভাবিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে সরযূ আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। তিনি ভাবিলেন, "এ পাগল দেখিতেছি, প্রমোদকিশোরের উপর কোন কারণে মর্ম্মান্তিক রাগও আছে। এর দ্বারা কাজ শেষ করিতে পারিলে কেহই জানিতে পারিবে না; যদি এ কাহা-কেও বলে, তবে পাগলের কথা কে বিশ্বাস করিবে? আমার কাজ হওয়া নিয়ে কথা; যাকে দিয়েই হউক না। অন্ততঃ চেষ্টা করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি? পাগলী না পারে নাই পারিবে, তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না; পরে অন্য চেষ্টা দেখা যাইবে।"

দশম পরিচ্ছেদ।

পলায়ন।

সন্ধ্যা হয়; প্রকোষ্ঠ ক্রমে অন্ধকারপূর্ণ হইয়া আসিতেছে; প্রমোদকিশোর গবাক্ষের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বসিয়া আছেন। এমন সময়ে দ্বার-উন্মোচন শব্দ হইল; প্রমোদকিশোর চমকিত হইয়া ফিরিলেন; দেখিলেন, একটী আলো হস্তে তিনটী লোক তাঁহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল; তিনি তাহাদের একজনকে চিনিলেন,—সে কারাধ্যক্ষ।

তিনি উঠিলেন না, একদৃষ্টে তাহাদিগের দিকে চাহিয়া রহিলেন; কারাধ্যক্ষ নিকটে আসিয়া কহিল, "রাজকুমার! আমাকে ক্ষমা করুন, আমি ভৃত্য মাত্র।"

"কি হইয়াছে বল।"

"রাজা টোডরমল্ল আপনার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছেন।"

প্রমোদকিশোর মরিতে প্রস্তুত ছিলেন না, মরিবার ইচ্ছাও করেন না; সরযূকে একবার না দেখিয়া তিনি মরিতে পারেন না; তাঁহার স্বর কম্পিত হইল, তিনি কহিলেন, "কেন?"

"আপনি পলায়নের উদ্যোগ করায় এ অনুমতি আসিয়াছে।"

"আমাকে কি করিতে বল?"

"রাজকুমার, প্রস্তুত হউন।"

"চল।"

"আমাকে ক্ষমা করিবেন;—এখানেই।"

প্রমোদকিশোর চক্ষু মুদিলেন, বলিলেন, "যা হয় কর।"

তখন দুই ব্যক্তি তাঁহার হস্ত পদ কঠিন রজ্জুতে বদ্ধ করিল; তৎপরে একখানা বৃহৎ কাষ্ঠ আনিয়া, তাহার উপর তাঁহাকে বাঁধিল। তিনি আকাশের দিকে মুখ করিয়া শয়ন করিয়া থাকিলেন; তাঁহার আর নড়িবার সাধ্য নাই।

তখন কারাধ্যক্ষ কহিলেন, "রাজকুমার,—আপনি ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করুন;—পরে লোক আসিবে।"

"কেন বৃথা কষ্ট দেও, কষ্ট তো যথেষ্ট পাইয়াছি। আর বিলম্ব করিও না, এখনি কার্য্য শেষ কর।"

তাহারা কোন উত্তর দিল না; দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল। প্রমোদকিশোর প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁহার হন্তারকের পদশব্দ শুনিবার প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই আসিল না।

নানা চিন্তায় তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল; ক্রমে তাঁহার মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল, তিনি চক্ষু মুদিলেন।

চক্ষু মুদিয়া তিনি যেন স্বপ্ন দেখিলেন; দেখিলেন, যেন তাঁহার ফুলসজ্জা; ফুলের পর্য্যঙ্কে, ফুলের সজ্জায়, সরযূ ফুলভূষায় সজ্জিত হইয়া শয়ন করিয়া আছে; তিনি যাইয়া তাহার হাত ধরিয়াছেন, সরযূ বলিতেছে, "এখন আমরা সুখে থাকিব; আর ত আমায় ফেলে যাবে না?"

সহসা তাঁহার স্বপ্ন ভঙ্গ হইল; তিনি নয়ন উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন, —সম্মুখে সরযূ। প্রদীপালোকে তাহার হস্তস্থ ছুরিকা ঝল্‌সিতেছে। প্রমোদকিশোর প্রথমে স্বপ্ন ভাবিলেন;—কিন্তু পরে জানিলেন, সে স্বপ্ন নহে, সত্যই সরযূ তাঁহার সম্মুখে। তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না; তিনি বুঝিলেন, সরযূ তাঁহাকে হত্যা করিতে আসিয়াছে; তাহার আকৃতি দেখিয়া, তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল।

উন্মাদিনী ছুরিকা-হস্তে দণ্ডায়মান, একদৃষ্টে প্রমোদকিশোরের দিকে চাহিয়া আছে, তাহার নয়নে পলক নাই।

প্রমোদকিশোর কহিলেন, "তুমি!"

সরযূ কথা কহিল না; তাহার দেহে জীবন আছে কি নাই, বোধ হয় না।

তিনি আবার বলিলেন, "সরযূ তুমি! সে ভালই হইয়াছে; যদি মরিতে হয়, তোমার হাতে মরাই ভাল? তোমার ঐ ছুরি এ হৃদয়ে বসাই ভাল; কারণ, তাহা হইলে হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইবে।"

সরযূ কথা কহিল না।

"আর বিলম্ব কর কেন? এই তো হৃদয় প্রস্তুত! এস, সরযূ এস, আমায় বাঁচাও।"

সরযূ নীরব।

"আর বাঁচিতে ইচ্ছা নাই, আর মরিতেও অনিচ্ছুক নই; তোমাকে আর একবার দেখিবার ইচ্ছা ছিল, তাহা হইয়াছে।" সরযূ তবুও কোন কথা কহিল না।

"তোমার কাছে আমি শত দোষে দোষী; যে দণ্ডবিধান করিয়াছ, তাহারই উপযুক্ত আমি; আমার আর বিলম্ব সহে না!"

প্রমোদকিশোর তখন বুঝিলেন যে, সরযূ তাঁহার একটী কথাও শুনিতেছে না; তাহার শুনিবার ক্ষমতা নাই; তিনি তখন বুঝিলেন, সরযূ উন্মত্তা হইয়াছে। তখন তাঁহার হৃদয়ে শত সহস্র বৃশ্চিক দংশন করিল; তিনি বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন, "হায় হায়, আমি কি করিয়াছি!"

সরযূ লম্ফ দিল, এক লম্ফে প্রমোদকিশোরের পার্শ্বে আসিয়া বসিল;

সুরনুর শাণিত ছুরিকার সাহায্যে প্রমোদকিশোর বন্ধন-মুক্ত হইয়া পলায়ন করিলেন—১১৯ পৃষ্ঠা।

মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার শাণিত ছুরিকার সাহায্যে প্রমোদকিশোর দণ্ডায়মান হইলেন।

"শীঘ্র এস," এই বলিয়া সে চলিল; প্রমোদকিশোর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

প্রকোষ্ঠদ্বারে উন্মুক্ত অসিহস্তে একজন মোগল-সেনা পদচারণ করিতেছে; সিংহীর ন্যায় লম্ফ দিয়া সরযূ তাহার গলা ধরিল; প্রমোদকিশোর তাহারই উষ্ণীষবস্ত্রে মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার মুখ বাঁধিলেন, সে একটী শব্দও করিতে পারিল না। তখন নীরবে তাহার হস্ত পদ বাঁধিয়া, তাহাকে সেইখানে রাখিয়া, প্রমোদকিশোর পাগলিনীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। বাহিরের দ্বারে একজন প্রহরী; সে অসি উত্তোলন করিল; ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় প্রমোদকিশোর তাহাকে আক্রমণ করিয়া ভূতলশায়ী করিলেন, তখন সরযূ হরিণীর ন্যায় ছুটিল; প্রমোদকিশোর তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন।

যখন তিনি আসিয়া সরযুকে ধরিলেন, তখন সে ভূতলশায়ী হইয়াছে, সে মূর্চ্ছিত হইয়াছে। প্রমোদকিশোর ব্যাকুলভাবে ডাকিলেন "সরযূ, সরযূ!"

বিপদ হইতে উদ্ধারের সময় শরীরে বল না থাকিলেও বল আইসে; বুদ্ধি না থাকিলেও বুদ্ধি আইসে।

প্রমোদকিশোর সরযূর ক্ষীণ-দেহ ক্রোড়ে লইয়া ছুটিলেন।

কিয়দ্দূর আসিয়া তিনি পশ্চাতে অশ্বপদ-শব্দ শুনিলেন; তখন তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিলেন ;—কণ্টকে পদ ছিন্ন হইয়া রক্ত পড়িতেছে;—ঘর্ম্মজলে শরীর প্লাবিত হইয়াছে। তবুও তিনি প্রাণভয়ে প্রাণপণে ছুটিলেন।

সম্মুখে নদী;—পশ্চাতে অশ্বপদ-শব্দ। প্রমোদকিশোর অনন্যোপায়

হইয়া নদীতে ঝম্পপ্রদান করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে একজন অশ্বারোহী সেইস্থানে আসিয়া অশ্বকে দণ্ডায়মান করাইলেন। তিনি একদৃষ্টে নদী-বক্ষে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু নদীতে কোন পদার্থই দেখিতে পাইলেন না। অশ্বারোহী,—কুমার সুশীলসুন্দর।

পঞ্চম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসিনী ও উষা।

সরযূ নৌকা হইতে অন্তর্হিত হইলে, উষা সত্য সত্যই হৃদয়ে বড় কষ্ট পাইলেন। তাহার অপমৃত্যু হইয়াছে ভাবিয়া, তিনি কাঁদিতে লাগিলেন, তিনি সরযূকে ভগ্নীর ন্যায় ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার যাইবার স্থান নাই, তাহাই তিনি নৌকায় সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন; ভাবিলেন, সুশীলসুন্দর ও প্রমোদকিশোর মুক্ত হইয়া তথায় নিশ্চয়ই আসিবেন; এইরূপে একমাস কাটিয়া গেল; তিনি সরযূর শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকায়, তাঁহার মনে অন্য চিন্তা অধিক আসিতে পারে নাই; এখন সরযূ নাই, এখন তাঁহার হৃদয়ে সুশীলসুন্দর ও প্রমোদকিশোরের চিন্তা আসিল। এখন তিনি ভাবিলেন, "তিনি কি করিবেন, আর কত দিন তথায় থাকিবেন? না থাকিলেই বা যাইবেন কোথায়? তাঁহাদিগের কেমন করিয়া চলিতেছে, কে তাঁহাদের আহারীয় সংস্থান করিতেছে, কোথা হইতে অর্থ আসিতেছে? এ সকল চিন্তা তাঁহার মনে কখনও উদিত হয় নাই, বড় লোকের কন্যার কবে কোথায় এ চিন্তা আইসে?"

সরযূর প্রস্থানের পর এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল; একদিন তিনি নৌকাগবাক্ষে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন। সহসা সঙ্গীতধ্বনি কর্ণে প্রবিষ্ট হইল;

তিনি চমকিত হইয়া শুনিতে লাগিলেন ; দূর হইতে সমস্ত কানন মধুরতা-ময় করিয়া সমীরণপ্রবাহে সঙ্গীত ধীরে ধীরে আসিতেছে। ক্রমে সঙ্গীত-ধ্বনি নিকট হইতেছে, ক্রমে আরও নিকটস্থ হইল, কে সেইদিকে গাইতে গাইতে আসিতেছে,—

"কি খেলা গো খেল, বুঝিনা ত ভাল,
মনে মনে ভাবি তাই ;
আমি কি তোমারো, জিনিস খেলারো,
আর কেহ তব নাই!
খেলিবে খেলনা, বারণ করি না,
মনে রেখো মারা যাই ;
যত ডাকি তোমা, তত ক্লেশ শ্যামা,
ভবধামে দেখি পাই।"

ঊষা বলিয়া উঠিলেন, "এ সন্ন্যাসিনী।" তৎপরে তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিলেন, "ঐখান দিয়া একজন সন্ন্যাসিনী যাইতেছেন, ডাকিয়া আন।"

সন্ন্যাসিনী আসিলেন, তিনি ঊষাকে দেখিয়া বলিলেন, "তুমি!" তোমাকে এখানে দেখিবার আশা করি নাই ; আমি শুনিয়াছিলাম তুমি দেশে গিয়াছ।"

"না, দেশে যাই নাই।"

"এখানে কত দিন?"

"সেই পর্য্যন্ত।"

"কেন দেশে গেলে না?"

"কোথায় যাইব? একলা গেলে কি বাড়ীতে স্থান পাইব?"

"এ কার নৌকা? সুশীলসুন্দরের?"

"হ্যাঁ।"

"এখনও কি এখানে থাকিবে?"

"যতদিন না তাঁরা ফিরেন; তুমি বোধ হয় শুনিয়াছ, তাঁহারা বন্দী হইয়াছেন।"

"হ্যাঁ, আমি তখন সেখানে ছিলাম।"

"কোথায়?"

"হর্ষপুরে।"

"প্রায় দু মাস হইতে এখানে রহিয়াছি; তাঁহারা কোথায় জান?"

"ঢাকায়,—বোধ হয় শীঘ্রই সুশীলসুন্দর মুক্ত হইবেন; তিনি বাদসাহের শত্রু নন, তবে প্রমোদাকিশোরের কথা বলিতে পারি না। বোধ হয়, বৃদ্ধ রাজা যদি বাদসাহের অধীনতা স্বীকার করেন, তবে মুক্ত হইতে পারেন!"

"তাঁরা কোথায়? প্রমোদাকিশোর সে কথা আমাকে এক দিনও বলেন নাই।"

"সুশীলসুন্দরও কি জানেন না।"

"না।"

"আমি জানি।"

"কোথায় তাঁরা আছেন।'

"বিক্রমপুরের পরপারে যে বন আছে, সেই বনের মধ্যে এক কুটীরে।"

"কুটীরে!"

"কুটীরে নয় ত কোথায় থাকিবেন, বড় কষ্টে আছেন।"

"তাঁদের সঙ্গে কে আছে।"

"এক গরীব ব্রাহ্মণ।"

"তুমি এ সকল সংবাদ কেমন করিয়া জানিলে?"

"আমি সন্ন্যাসিনী; সকল স্থানেই যাই, সেখানেও গিয়াছিলাম।"

"বিক্রমপুরের পর-পারের বন? আমি আজই সেইদিকে যাইব। তাঁহাদের কষ্ট হইতেছে, আমি তাহা জানিয়াও নিশ্চিত থাকিব? তাহা কখন হইতে পারে না। আমি এখনই তাঁহাদের নিকট যাইবার জন্য রওনা হইব।"

"তুমি গেলে যদি মুসলমানেরা জানিতে পায়? বৃদ্ধ রাজা কারাগারে গেলে আর বাঁচিবেন না।"

"আমি খুব গোপনে যাইব; না হয় একলা যাইব!"

"একলা যাইয়া আবার কি বিপদে পড়িবে? একবারে কি শিক্ষা হয় নাই?"

"এ নৌকা নিকটে রাখিয়া, একলা যাইব।"

"যদি নিতান্ত যাইতে চাহ, তবে বিক্রমপুরের পথে যাইও না। একটু আগে গিয়া একটা খাল আছে, সেই খাল, সেই বনের মধ্যে গিয়াছে।"

"বনের সেই পথেই যাইব।"

"আমার মতে তোমার এখানে থাকাই ভাল।"

"তাঁহারা কষ্ট পাইবেন, আর আমি তাহা জানিয়া এইখানে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিব!"

"সেখানে গিয়া কি বলিবে?"

উষা চিন্তিত হইলেন, বলিলেন, "তুমি বলিয়াছিলে, স্বামীর জন্য স্ত্রীলোক সব করিতে পারে; কিন্তু এবার আর তাঁহাদিগের নিকট প্রতারণা করিব না।"

"বিশ্বাস করিবেন?"

উষা আবার চিন্তিত হইলেন; পরে বলিলেন, "তোমায় অনর্থক আর

কষ্ট দিব না স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা হয় কই? তুমি আমার সঙ্গে চল; আমাকে তাঁহাদের নিকট রাখিয়া আইস।” সন্ন্যাসিনী একটু ভাবিয়া বলিলেন,—

“তোমার জন্য আমি ইহাও করিব।”

উষা, নিজ লোকজনকে নৌকা খুলিয়া দিতে বলিলেন; নৌকা চলিল।

সন্ন্যাসিনী তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে সন্ন্যাসিনীর আর কোন সম্বাদ পাইয়াছিলে?”

“কে? সরযূ?”

“সরযূ, তুমি নাম জানিলে কিরূপ?”

তখন উষা, সরযূর সমস্ত বৃত্তান্ত সন্ন্যাসিনীকে বলিলেন; তিনি নীরবে সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, “জলে ডুবিয়া মরিয়াছে!”

সহসা তাঁহার চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইয়া আসিল; তাহা দেখিয়া উষা জিজ্ঞাসা করিলেন, “সরযূ তোমার কেহ হয়?”

“না।”—সন্ন্যাসিনী গান ধরিলেন,—

“যাই যাই, ফিরে চাই, বাঁধা আছি চরণে,”

“ছি! ওরা ব'লবে কি?”

“যাই যাই, ফিরে চাই; বাঁধা আছি চরণে,
যাও যাও, ল'য়ে যাও, যেও না গো এমনে।”

“তুমিই যথার্থ সুখী।”

“কেন, গান গাই ব'লে?”

“সত্যই তো।”

“তবে আবার গাই।”

“সহজে কি ভুলা যায় কত আশা জীবনে,
মায়া-ডোরে বাঁধা আছি বল কেমনে?”

তখন সঙ্গীতের তালে তালে নৌকা নাচিতে নাচিতে চলিল।

চারিদিন পরে নৌকা লাগান হইল। চারিদিকে নিবিড় বন—জনমাবের চিহ্নমাত্র নাই।

উষা ও সন্ন্যাসিনী নৌকা হইতে নামিলেন, তাঁহারা রামীর মাকে সঙ্গে লইলেন। যাইবার সময় উষা বলিয়া গেলেন, "তোমরা এইখানে থাক; আমি যত দিন না ফিরি, কোথাও যাইও না।"

"দেবি, আমরা ভৃত্য; আপনার অনুমতির উপর কোন কথা বলিতে পারি না; কিন্তু রাজকুমার আমাদিগের উপর না রাগ করেন।"

"সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজা ও রাণী।

অরণ্যমধ্যে ক্ষুদ্র কুটীরে প্রবলপরাক্রান্ত বিক্রমপুরের রাজা রাণী ভিখারী ভিখারিণীর ন্যায় বাস করিতেছেন। যাঁহাদের গৃহে একদিন কুক্কুরে আহার করিয়া অন্ন শেষ করিতে পারে নাই, আজ তাঁহারা অনাহারী; যে দিন অন্ন জুটে, তাহাও উদর পূরিয়া নহে। সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া ফলমূল সংস্থান করেন, কখন কখন তাহাই দূরস্থ হাটে বিক্রয় করিয়া, চাউল লবণ ইত্যাদি লইয়া আইসেন। রাণী, ভয়ে তাঁহার অলঙ্কার বিক্রয় করিতে সাহস করেন না; পাছে তাহাতে কেহ সন্ধান পাইয়া, মোগলদিগকে সম্বাদ দেয়।

আহারের কষ্ট রাজা কখন পান না, তিনি এ বিষয়ে কখনও ভাবেন না; তাঁহার চিন্তা অন্য বিষয়ে নিযুক্ত; উদরের চিন্তায় তাঁহার মন অবনত হয় না। রাণী তাঁহাকে এ চিন্তার সুযোগও দেন না। কে বলিবে, ইনি একদিন বিক্রমপুরের রাণী ছিলেন?

এক মাস কাটিয়া গেল, প্রমোদকিশোর যাইবার সময় যে কয়টী মোহর দিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে এক মাসের মধ্যে বড় কষ্ট হইল না।

আর এক মাস কাটিয়া গেল; তখনও তত কষ্ট হয় নাই, সেই মোহরেই চলিল; তৎপরে আর চলে না, আর এক কপর্দ্দকও নাই।

প্রমোদকিশোর এক মাসের মধ্যে ফিরিবেন বলিয়াছিলেন; কিন্তু তুই মাস কাটিয়া গেল, তথাচ প্রমোদকিশোর ফিরিলেন না। তখন রাণী তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন; কত আশঙ্কা মনে মনে উদিত হইতে লাগিল, কিন্তু পাছে স্বামীর মনে কোনরূপ ক্লেশ হয়, এই জন্য রাজাকে কোন কথা বলিতেন না, রাজার সম্মুখে কখনও বিষণ্ণ মুখ দেখাইতেন না।

একদিন বৈকালে রাজা রাণী কুটীরের সম্মুখে বসিয়া আছেন; রাণী কতকগুলি বনফল কাটিতেছেন, সম্মুখস্থ বৃক্ষে একটী পাখী বসিয়া ডাকিতেছিল, তাহাই দেখিতেছিলেন। সহসা তিনি কহিলেন, "প্রমোদ আজ কত দিন হ'ল গেছে?"

"আজ তুই মাস কুড়ি দিন।"

"তাকে মোগলেরা ধরিয়াছে. না হ'লে সে আসিত। রাণীর মনেও শত সহস্র বার এ আশঙ্কা উদিত হইয়াছে, তিনি কোন কথা কহিলেন না। রাজা কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আমাদের এই গরীব ব্রাহ্মণকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। আজ ওঁকে যেতে বল।"

"আমি অনেকবার বলেছি; তিনি বলিলেন, মরিলেও যাব না।"

"পাগল। পুরস্কারের প্রত্যাশা করে। ভাবিয়াছে, আমি রাজা হ'লে, ওর আর ভাবনা থাকিবে না। আমিও আর রাজা হইয়াছি।"

"তোমাকে বুঝাই, আমার সাধ্য কি! তবে আশা ছাড়িব কেন?"

"আশা—আর আশা নাই। রাণী, আমাদের আহার আস্‌ছে কোথা থেকে? আমি জানি, আমাদের আর এক কপর্দ্দকও নাই।"

"যিনি সকলকে আহার দিতেছেন, তিনি আমাদেরও দিতেছেন।"

"ঠিক্ ব'লেছ।—ওকি!"

"কিছু নয়।"

"কিছু নয়! হাত কাটিলে? হা, বিধাতঃ!"

"ও কিছু নয়, লাগে নি।"

"কিছু নয়। তবে আর কিছু কি। বিক্রমপুরের রাণীর এ অপেক্ষা আর অধিক দুর্দ্দশা কি হবে? আমি পাষণ্ড, যে তোমার কষ্টে আমার এ হৃদয় বিদীর্ণ হয় না।"

"স্বামীর সহিত থাকিলে, স্ত্রীলোকের আবার দুঃখ কি?"

"এখনই রাজ্য পেতে পারি,—কিন্তু যে মাথা কখন পাঠানদের নিকট নোয়াই নাই, সে মাথা কি অবশেষে মোগলদের পদানত করিব? রাণী, সে বড় কষ্ট, সে রাজ্য পেলে, সুখ হবে না; তাতে এ হৃদয় সর্ব্বদা জ্ব'ল্‌বে।"

"তেমন রাজ্যে আমাদের কাজ নাই।"

"তোমাদের কষ্ট আমার আর সহ্য হয় না, তুমি রাজার মেয়ে, রাজমহিষী, তোমার কি?"

"কেন, আবার সেই কথা! আমাদের রাজ্যে কাজ নাই। আমি এখন যেমন সুখে আছি, কখনও তেমন ছিলাম না।"

"প্রমোদাকিশোরকে হত্যা করিয়াছে।"

"কেন অমঙ্গলের কথা কও ?"

"তাঁরা তাকে বন্দী না করিলে, সে এতদিন ফিরিয়া আসিত। তাকে নিশ্চয়ই বন্দী করিয়াছে, তুমি তাকে চিন না, সে কখনও মোগলদিগের নিকট মাথা অবনত করিবে না।—রাণী, আমার মন ব'ল্‌ছে, সে আর নাই।"

রাণীর চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল ; রাজা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, "কি বলিব, এখন আর এ দেহে সে বল নাই, নতুবা মোগল কি বিক্রমপুরে আসিতে পারিত ?"

এই সময় সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর তথায় আসিয়া রাণীকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, "একটু এদিকে আসিবেন ?" রাজা বলিয়া উঠিলেন, "ঠাকুর তোমাকে আমি একটা কথা বলিতে চাই ; তুমি কেন আমাদের সঙ্গে কষ্ট পাও ? আপনার বাড়ী যাও !"

"সে কথা আপনাকে অনেকবার বলিয়াছি। রাজকুমার আমাকে এখানে রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি না আসিলে, আমি যাইতে পারি না। আপনারা তাড়াইয়া দেন, এ কুটীরে আর থাকিব না, ঐ গাছতলায় থাকিব।"

"রাণীকে কি আবশ্যক ?"

"একটা কথা আছে।"

"এইখানেই বল।"

রাণীও বলিলেন, "এইখানে বল।" তখন ঠাকুর নিতান্ত অনিচ্ছা-সহকারে বলিলেন, "দুইটা স্ত্রীলোক সাক্ষাৎ করিতে চায়।"

"স্ত্রীলোক সাক্ষাৎ করিতে চায় ! কে তারা ?"

"তারা এখানে থাকিতে চায়।"

"কেন ?"

"তাহা তাহারা রাণীকে বলিবে বলিতেছে।"

"গুপ্তচর—মোগলদের গুপ্তচর। তুমি তাদের চিন ?"

"আমি তাদের চিনি না, কিন্তু যিনি তাদের সঙ্গে ক'রে এনেছেন, তাঁকে চিনি।"

"তিনি কে ?"

"একজন সন্ন্যাসিনী।"

"তাঁকে আমি বিশেষ চিনি, তাঁকে অবিশ্বাসের কারণ নাই।"

"রাণী, তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আবশ্যক বিবেচনা কর্‌ছ ?"

"সাক্ষাৎ করিলে বোধ হয় কোনই ক্ষতি নাই!"

তখন রাণী, ঠাকুরের সহিত প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সর্ব্বেশ্বরের পরীক্ষা।

মানবচরিত্রের যদি কখন পরিবর্ত্তন ঘটে, তবে সে সহসাই ঘটিয়া থাকে; এইরূপে রত্নাকর দস্যু, কবিকুলতিলক মহর্ষি বাল্মীকি হইয়াছিলেন।

সন্ন্যাসিনীর কথায় সর্ব্বেশ্বর ঠাকুরের হৃদয়েও ক্রমে সেইরূপ পরিবর্ত্তন সম্পাদিত হইয়াছিল। তাঁহার বুদ্ধি ছিল না, তিনি সর্ব্বতোভাবে মূর্খ ছিলেন, কিন্তু তিনি সন্ন্যাসিনীকে ভাল বাসিতেন; সে ভালবাসার বিকাশ যত কেন হাস্যজনক হউক না, তথাচ তিনি তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন;

মনে মনে ভাবিয়াছিলেন, সন্ন্যাসিনীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে। কিন্তু যখন সন্ন্যাসিনী বলিলেন, তিনি বিবাহিতা, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইতে পারে না; তখন সহসা ঠাকুরের মানসকল্পিত সোণার অট্টালিকা মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হইল। তাঁহার হৃদয় শূন্য হইয়া পড়িল। ক্রমে তথায় পাপের চিন্তা ও পরকালের ভয় আসিল; তিনি ভাবিলেন, বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া তিনি মহাপাপ করিয়াছেন; তাঁহার পরকাল নষ্ট হইয়াছে; তখন ঠাকুর কাঁদিয়া উঠিলেন।

এই সময়ে সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহাকে ঈশ্বরকে ভালবাসিতে শিক্ষা দিলেন; কিন্তু সে ভালবাসা এক দিনে হয় না। দেবানন্দস্বামী তাঁহাকে যাহা করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন, তিনি যত্নে তাহাই করিতে লাগিলেন।

একদিন তিনি সন্ধ্যার প্রাক্কালে অরণ্যের এক নির্জ্জন প্রদেশে এক বৃক্ষতলে বসিয়া ঈশ্বরকে ডাকিতেছেন, এমন সময়ে কে আসিয়া তাঁহার চোক টিপিয়া ধরিল; তিনি চমকিত হইয়া বলিলেন, "কে?"

উত্তর নাই। তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন; তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করিতে সাহস করে কে? আর এ অরণ্যেই বা কে আসিল? তিনি বলিলেন, "তুমি যেই হও, চোক ছাড়িয়া দেও; আমার ধ্যানভঙ্গ করিয়া অন্যায় কাজ করিয়াছ।"

"হা! হা! হা!"

"সন্ন্যাসিনী!"

সন্ন্যাসিনী, ঠাকুরের চক্ষু ছাড়িয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ঠাকুর, ভাল আছ তো?"

মুহূর্ত্তমধ্যে ঠাকুর আত্মবিস্মৃত হইলেন; সন্ন্যাসিনীর সেই রসময় ভাব, সেই বালিকা ভাব; সেবারে তাঁহাকে তিনি দেবী ভাবে দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন, এবার এভাবে দেখিয়া সে সকল কথা মুহূর্ত্তমধ্যে বিস্মৃত

হইলেন; ভালবাসা কি সহজে যায়? তিনি হাসিয়া বলিলেন, "তোমাকে আবার দেখিব ভাবি নাই?"

"আমার কথা কি মনে ছিল; আমাকে কি সেইরূপ ভাবিতে?"

ঠাকুর মিথ্যা কথা বলিলেন, "তুমি আমার হৃদয়ের চাঁদ; সকল সময়েই সেইখানে আছ?"

"হা! হা! হা! তবে কে বলে সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর মূর্খ; ঠাকুর বনে থেকে থেকে তুমি যে কবি হ'য়ে দাঁড়াইলে দেখিতেছি।"

ঠাকুর, সন্ন্যাসিনীর হাত ধরিতে গেলেন, সন্ন্যাসিনী সরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া উঠিলেন; ঠাকুর কাতরস্বরে বলিলেন, "সেবার আমাকে ভয় দেখাইয়াছিলে কেন? তোমার সে ভাবে আমার প্রাণ কেঁপে উঠে!"

"হা! হা! হা! আমার কি ঠাকুর দুটা ভাব আছে? তবে ঠাকুর, কেমন আছ, তাই আগে বল?"

"আছি, এই বনে যেমন থাকা সম্ভব!"

"তবে এখান থেকে যাও না কেন?"

"তুমি যে থাকতে ব'লে গিয়েছিলে?"

"তবে তুমি আমায় ভালবাস?"

"এতদিনেও কি বুঝিলে না, তবে আর কবে বুঝিবে?"

"বুঝিয়াছি; এখন একটা কথা আছে।"

"কি?"

"দুইটী স্ত্রীলোক রাজা রাণীর নিকট থাকিতে চায়।"

"স্ত্রীলোক! কে তারা?"

"আমার আত্মীয়; কোন বিশেষ কারণে তাদের এখানে রেখে যাইতেছি।"

"তোমার আজ্ঞা কবে আমি পালন করি নাই?"

"তুমি পালন করিলে তো হবে না; রাজা রাণীকে সম্মত করিতে হইবে। একবার রাণীকে এদিকে ডাকিয়া আনিতে পার? রাজার সম্মুখে সকল কথা বলিতে আমার ইচ্ছা নাই। এরা থাকিলে তোমার অনেক সাহায্য হইবে, এরা অনেক কাজ করিতে পারিবে।"

"তবে আমার আর এখানে থাকার আবশ্যক কি? আমাকে তোমার সঙ্গে লইয়া চল।"

"তোমায় আরও দিনকতক থাকিতে হইবে।"

ঠাকুর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন "তবে রাণীকে ডাকিয়া আনিব?"

"হাঁ, শীঘ্র যাও, আমি এখানে আছি।"

"একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব।"

"কর না, এত লৌকিকতার আবশ্যক কি?"

"রাজকুমারের সংবাদ কিছু রাখ?"

"যদি গোপন রাখ, তবে বলি।

"তুমি গোপন রাখিতে বলিতেছ, আর আমি প্রকাশ করিব?"

"তিনি মোগলদের বন্দী, ঢাকার কারাগারে আছেন।"

"এঁ্যা!"

"রাজা রাণীকে বলিও না; তিনি শীঘ্রই মুক্ত হইয়া আসিবেন। এখন যাও।"

ঠাকুর ধীরে ধীরে কুটীরের দিকে চলিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে রাণী ও ঠাকুর আসিলেন। তখন সন্ন্যাসিনীর বালিকা ভাব নাই; রাণী সম্মুখে দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া প্রণাম করিলেন। তৎপরে দুই-জনে একপার্শ্বে বসিয়া বহুক্ষণ কথোপকথন করিলেন। পরে তাঁহারা উষা যেখানে ছিলেন, সেই দিকে গেলেন।

উষা আসিয়া রাণীকে প্রণাম করিলেন।

রাণী কহিলেন, "সকল শুনিয়াছি! তোমার মত মেয়ে সংসারে হয় না। প্রমোদ যতদিন না আসে, তোমাকে দেখে মন অনেক স্থির থাকিবে।" উষা কোন কথা কহিলেন না। রাণী কহিলেন, "সন্ন্যাসিনী যেরূপ পরামর্শ দিলেন, সেইরূপই কার্য্য করিব।"

সন্ন্যাসিনী কহিলেন, "আমি এখন যাই, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।" উষা তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "আমাকে ভুলিও না।"

"এ পর্য্যন্ত কি ভুলিয়াছি?"

রাণী, উষা ও রামীর মা চলিয়া গেলেন। তখন সন্ন্যাসিনীও চলিয়া যান। ঠাকুর গিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কবে আসিবে, কবে আমাকে সঙ্গে লইবে?"

"ছি! সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর, এই বুঝি তোমার ধ্যান?"

সম্মুখে দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া ঠাকুর চমকিত হইলেন। সত্য সত্যই তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে তথায় বসিয়া পড়িলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ঠাকুরের শিক্ষা।

সুজলা কিয়দ্দূর আসিয়া দেখিলেন, সম্মুখে দেবানন্দ স্বামী! তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "আপনার আজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করিয়াছি।"

"উত্তম করিয়াছ; লোকটায় পদার্থ আছে, এই জন্য আমি উহাকে দেবতার কাজে দীক্ষিত করিতে ইচ্ছা করি।"

"আপনি যে উহাকে দয়া করিতেছেন, ইহাতে আমার কার্য্য অনেক শেষ হইল।"

"তুমি উহাকে সঙ্গে আনিয়া ভালই করিয়াছিলে। এ সংসারে যত জনকে দেবতার কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারা যায়, ততই ভাল। উষাকে ছাড়িও না; উহাতে পদার্থ আছে।"

"চেষ্টার ক্রটি হইবে না।"

"কন্যার সন্ধান পাইলে?"

"তাহার সন্ধান তো বিশেষ আর করি নাই। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, সে কোথায় আছে। বলিবেন কি?"

"তুমি কি আবার সংসারী হইতে ইচ্ছা কর?"

"আবার সেই কথা! কার জন্য সংসারী হইব? যদি তাকে পাই তাহাকেও দেবতার কার্য্যে নিযুক্ত করিব।"

সন্ন্যাসী হাসিলেন।

"কেন? সে কি সে পথের উপযুক্ত নয়?"

"নয় কি করিয়া বলিব, চেষ্টা করিয়া দেখ।"

"তাহাকে কোথায় পাইব?"

"ঘুরিতে ঘুরিতে পাইবে। সাবধান—যেন নিজ পথ ভুলিয়া সকল নষ্ট করিও না।"

"আপনার আশীর্ব্বাদে দাসী সে বিপদ হইতে অনেক কাল উত্তীর্ণ হইয়াছে।"

"এখন কোথায় যাইবে মনস্থ করিয়াছ?"

"কিছুই স্থির নাই।"

"বুঝিলাম, আমি তোমার প্রতি অন্যায় সন্দেহ করিয়াছিলাম। যাও।"

"আপনি কাশী যাইতেছেন না?"

"না।"

"আবার সাক্ষাৎ পাইব ?"

"প্রয়োজন হইলে পাইবে।"

তখন দুইজন দুইদিকে চলিয়া গেলেন !

আর হতভাগ্য সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর! তাঁহার হৃদয়ের তৎকালের ভাব আমরা বর্ণন করিব না। ধূর্ত্তের প্রতারণায় বিমুগ্ধ হইয়া আবার যে তিনি পাপে মগ্ন হইয়াছেন! আবার তাঁহার প্রতি মন; তিনি যে বিবাহিতা? কি সর্ব্বনাশ! সন্ন্যাসী কি বলিবেন? তিনি যে তাঁহাকে ঈশ্বরের ধ্যান করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন।

ঠাকুর ভাবিলেন, "আমি নরাধম; আবার তাহার প্রতি মন! সে আমাকে প্রতারণা করিয়াছে। না না, তিনি স্বর্গীয় দেবী, তিনি আমায় পরীক্ষা করিতেছিলেন। আমি কি মূর্খ! আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি! যাঁহাকে পাইব না, তাঁহাকে পাইবার ইচ্ছা কেন! সে যে বিবাহিতা, তাঁহার প্রতি মন হইলে যে নরক! কি ভয়ানক, এই চোকই আমার সর্ব্বনাশের মূল; এ চোক যদি সেরূপ না দেখে, তবে মন কখনও বিচলিত হয় না; না না না, এ চোক আর রাখিব না; আজই এ চোক নষ্ট করিব; অন্ধ হইলে আমার ক্ষতি কি! চোক কিসের জন্য; কিন্তু কেবল চোকেই বা কি; এ কাণ। এই কাণে সে গান শুনিলে যে আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, আমার জ্ঞান থাকে না! চোক কাণ দুই নষ্ট করিব" বলিয়া সর্ব্বেশ্বর লম্ফ দিয়া উঠিলেন। অমনি কে তাঁহার হস্ত ধরিল; ঠাকুর চমকিত হইয়া দেখিলেন, দেবানন্দস্বামী। তাঁহাকে দেখিয়া সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। স্বামী কহিলেন, "বৎস, কি হইয়াছে?"

"আমি মহাপাপী, আবার মহাপাপ করিয়াছি।"

"একদিনে দুইদিনে কাহারই মন সংযত হয় না।"

"এ চোক, এ কাণ নষ্ট করিব।"

"কেন?"

"উহারাই সর্ব্বনাশের মূল।"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "বৎস, চোক কি দেখে, বা কাণ কি শুনে? মনই সকল। যদি মন না দেখে, তবে চোক কি কখন দেখিতে পায়, বা কাণ কি শুনিতে পায়? চোক কাণ নষ্ট করিলে বিধাতার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হয়; তাহাতে পাপ; সে কার্য্য করিতে নাই। মনকে শমিত কর, মন আয়ত্তাধীন হইলে, তখন চোক কাণ আর অন্য পদার্থ দেখিবে না।"

"গুরুদেব, আমায় কি করিতে হইবে বলুন?"

"ধ্যান কর।"

"আমাকে সঙ্গে নিন্।"

"তুমি বিধাতার কার্য্যে নিযুক্ত আছ, এই রাজা রাণীর ভার তুমি গ্রহণ করিয়াছ, যতদিন ইহাদের ভার অপর কেহ গ্রহণ না করেন, ততদিন এ কার্য্য তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য, আর কর্ত্তব্য কার্য্য মাত্রেই বিধাতার কার্য্য।"

ঠাকুর কোন কথা কহিলেন না। সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিলেন, "এবার সে আসিলে, তাহাকে নিকটে দাঁড়াইতে দিও না। আসিলে দূর করিয়া দিও।"

"তাঁহাকে যে আমি বুঝিতে পারি না।"

"স্বয়ং কৈলাসেশ্বর স্ত্রীলোককে বুঝিতে পারেন নাই, তুমি আমি বুঝিব, সাধ্য কি?"

"তা হ'লে কি করিব?"

"স্ত্রীলোককে নমস্কার করিয়া দূরে থাকিও।"

"গুরুদেব, এবার হ'তে আমি তাহাই করিব?"

"আমি এখন বিদায় হই।"

"আবার কবে সাক্ষাৎ পাইব?"

"ঠিক বলিতে পারি না।"

"সাক্ষাৎ আবার পাইব তো?"

"যদি প্রকৃত ইচ্ছা থাকে, তবে অবশ্য পাইবে।"

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। চিন্তিত-মনে সর্ব্বেশ্বর কুটীরে আসিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাজা ও ঊষা।

সুজলার প্রস্থানের পর এক সপ্তাহ অতীত হইয়াছে। ঊষা সেই ক্ষুদ্র কুটীরকে নূতন ভাবে শোভিত করিয়াছেন। রাজা রাণীর আর কোন কষ্টই নাই; ঊষা, রাণীকে আর একটী কাজও করিতে দেন না। রাজা, তাঁহার সেবা ও যত্নে সকল কষ্ট প্রায় বিস্মৃত হইয়াছেন। তিনি কখন কখন সেই কুটীরেই ঊষার সহিত জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করেন।

এখন তাঁহাদের আর কোন অভাব নাই। ঊষা মধ্যে মধ্যে রাজা রাণীর অজ্ঞাতসারে রামীর মাকে লইয়া নৌকায় যান এবং তথা হইতে

সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য লইয়া আইসেন। যে সময় নিজে যাইতে পারেন না, রামীর মা সে সময়ে যায়। বলিতে গেলে, তাঁহারা একরূপ সুখে কালযাপন করিতেছিলেন।

একদিন রাজা উষাকে বলিলেন, "আমি কাশী যাব ; উষা, তুমি আমার সঙ্গে যাবে ?"

"আপনি আজ্ঞা করিলেই যাই।"

"তোমাকে আমি অবশ্যই নিয়ে যাব, কিন্তু তা হ'লে তোমার বাড়ী যাওয়া হবে না। উষা, তোমার কি বিবাহ হ'য়েছে ?"

উষা ঘাড় নাড়িয়া "হাঁ" বলিল ; রাজা দুঃখিতস্বরে বলিলেন, "তবে কেমন ক'রে যাবে ?"

"আমি আপনার সঙ্গেই যাব।"

রাজা আর কোন কথা কহিলেন না, এই সময় রামীর মা আসিয়া উষাকে ডাকিল, উষা ধীরে ধীরে তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

উষা বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, একটী বৃক্ষপার্শ্বে সুজলা দাঁড়াইয়া তাঁহার অপেক্ষা করিতেছেন। উষা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন সন্ধান পাইলে ?"

"সুশীলসুন্দর মুক্ত হইয়াছেন কিন্তু প্রমোদকিশোর এখনও কারাগারে আছেন ; বোধ হয়, শীঘ্রই মুক্ত হইবেন। কিন্তু তাহা বলিবার জন্য আমি আজ তোমার কাছে আসি নাই।"

"তবে কি ?"

"তোমাদের এস্থান এখনই ত্যাগ করিতে হইতেছে। মোগলেরা জানিতে পারিয়াছে ; সুমন্তদেব, মোগল-সেনা লইয়া এই বনে প্রবেশ করিয়াছে, আর বিলম্ব করিলে সর্ব্বনাশ ঘটিবে।"

"সে আমাদের এত শত্রুতা করে কেন ?"

"বোধ হয় তোমার জন্য,—আর বোধ হয়, বিক্রমপুর রাজ্য পাইবার প্রত্যাশায়।"

"তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।"

"এখনই রাজা রাণীকে নিয়ে নৌকা ক'রে পালাও;—অন্য কোন স্থানে যাওয়া অপেক্ষা আমার মতে বারেন্দ্রের কোন স্থানে যাওয়াই ভাল; তা হ'লে অনেকটা নিরাপদ হইবে।"

"তাই হবে! তুমি কি করিবে?"

"আমি এখানে থাকিব, তারা এলে, তাদের পথ ভুলাইয়া দিব, নতুবা তারা তোমাদের সন্ধান পাইবে।"

"তোমার উপকার কি করিয়া সুধিব?'

"যাও, বৃথা বিলম্ব করিও না।"

উষা, প্রায় ছুটিয়া কুটীরে আসিলেন, তখন আর বৃথা বাক্যব্যয়ের সময় নাই; বলিলেন, "সর্ব্বনাশ উপস্থিত, মোগলেরা আপনাদের সন্ধানে এই বনে আসিয়াছে।"

রাজা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, "কে বলিল?"

"সম্বাদ পাইয়াছি, এখনই এখান থেকে না পলাইলে বন্দী হইতে হইবে; উঠুন।"

"আর পলাইতে ইচ্ছা নাই।"

রাণী ব্যাকুলস্বরে কহিলেন, "চল, ইচ্ছা করিয়া বিপদে পড়িয়া লাভ কি?"

"উষা, চল; তোমার সঙ্গে যাইতে আমার সন্দেহ নাই।"

তখন সত্বর তাহারা সকলে সেই কুটীর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সুজলা ও সুমন্তদেব।

"সুন্দরি, দাঁড়াও।"

সুজলা কুটীর-সম্মুখে পদচারণ করিতেছিলেন, পশ্চাৎ হইতে সম্ভাষিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, দেখিলেন একজন যোদ্ধা—তিনি কুমার সুমন্তদেব।

সুমন্তদেব নিকটে আসিয়া বলিলেন, "সুন্দরি!" সুজলা হা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; সুমন্তদেব অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "সুন্দরি,—আমি তোমার দাসানুদাস।"

"নূতন কথা কিছুই নয়। আমি যে সুন্দরী, তাহা আমায় অসংখ্য লোক ব'লেছে।"

"আমি তোমায় বড় সুখে রাখিব।"

"পারিবে?"

"তোমার সুখের জন্য আমি জীবন দিব।"

"তবে লোকে তোমায় কাপুরুষ বলে কেন?"

"সে কি?"

"যে এত শীঘ্র জীবন দিতে পারে, সে কখন কাপুরুষ নয়।"

"সুন্দরি, আমি তোমার কাছে শপথ ক'রে বলিতেছি, আমি তোমায় সুখে রাখিব।"

"আমার সুখ কিসে হবে জান?"

"তা যাতেই হউক, তাহাই করিব।"

"প্রত্যহ তোমার গালে চূণ-কালি দিয়া চন্দ্রদ্বীপের রাজপথে ঘুরাইতে পারিলে আমার সুখ হয়।"

"তুমি আমাকে চিন না, ভাবিয়াছ, সহজে আমার হাত হ'তে যাবে, তা হবে না।"

"কি ব'ল্লে ?"

সুমন্তদেব, সুজলাকে ধরিতে লম্ফ দিলেন, বিদ্যুৎবেগে সুজল সরিয়া দাঁড়াইয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। সুমন্তদেব যত তাঁহাকে ধরিতে যান, তিনি তত হাসিতে হাসিতে সরিয়া যান। ক্রমে সুমন্তদেব উন্মত্তপ্রায় হইলেন, ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন; তখন হাসিতে হাসিতে সুজলা গান ধরিলেন; সুমন্তদেবও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দণ্ডায়-মান রহিলেন, সুজলা গাহিলেন,—

"আমি কি মান জানি না ?
এবার এলে থাক্‌বো মানে
শুনেও কথা শুন্‌ব না।
পাই কই সই নিঠুরে ?"

গান সহসা বন্ধ করিয়া সুজলা কহিলেন, "রাজকুমার, কেমন শুনিলেন ?"

"এমন কখন শুনি নাই। গাও, গাও।"

সুজলা গাহিলেন,—

"পাই কই সই নিঠুরে,
ডেকে ডেকে বেড়াই ঘুরে;
আর কত ডাক্‌বো লো সই,
শুনেও সে যে শুনে না।"

গান শেষ হইলে সুজলা কহিলেন, "রাজকুমার, তুমি পাষণ্ড।"

"কেন সুন্দরী? কেন দাসের প্রতি রাগ কর?"

"কি কাজে এখানে এসেছ, মনে পড়ে?"

"তারা কোথায় গেল?"

"আমি তাদের সম্বাদ দিয়েছি।"

"তুমি!"

"হ্যাঁ, তারা এতক্ষণ অনেক দূর গিয়াছে।"

"কোন্ দিকে গিয়াছে?"

"বঙ্গদেশের দিকে।"

"এস আমার সঙ্গে।"

"কেন বল দেখি?"

"তুমি ভাল কথার মানুষ নও দেখিতেছি।"

এই বলিয়া লম্ফ দিয়া সুমন্তদেব সুজলার হাত ধরিলেন। তিনি সবলে হাত মুক্ত করিয়া বলিলেন, "তোমরা কি ভাব যে, যত জোর তোমরা একচেটিয়া করিয়াছ?"

"হার মানিলাম।"

"হা! হা! হা!"

"ভাল, কথা তুমি শুনিবে না?"

"কে কবে শুনিয়াছে?"

"তোমায় বুঝিতে পারি না।"

"হা! হা! হা! এ পর্য্যন্ত কেহ পারিল না।"

"দেখ সুন্দরী, তোমায় ছাড়িব না। সহজে না হয়, বলপ্রয়োগ করিব।"

"দেখিলে তো, তোমার চেয়ে আমার বল বেশী।"

"আমি একলা নই।"

"হা! হা! হা!"

সুমন্তদেব তূরি-ধ্বনি করিলেন, অমনি প্রায় ৫০ জন মোগল অশ্বারোহী তথায় উপস্থিত হইল। সুজলা অগ্রসর হইয়া তাহাদিগের সেনাপতিকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, খাঁ-সাহেব, ইনি ইচ্ছা করিয়া তাঁদের ছেড়ে দিলেন।"

"সে কি?"

"ইনি আমার রূপ দেখে পাগল; আমাকে নিয়েই ব্যস্ত, এ দিকে তারা পলাইল!"

"কোন দিকে গেল বলিতে পার?"

"এইদিকে গিয়াছে।"

মোগল সত্বর অৰ্দ্ধেক অশ্বারোহীকে সেই পথে যাইতে আজ্ঞা করিলেন, অপর অৰ্দ্ধেক তিনি অপর দিকে যাইতে আজ্ঞা দিলেন।

তখন সুমন্তদেব, সুজলাকে লইয়া চলিলেন। তিনি মধ্যে এক পার্শ্বে মোগল, অপর পার্শ্বে সুমন্তদেব, সুজলা গাহিতে গাহিতে চলিলেন,—

"কার হাসি হাসে চাঁদ গগনে?
অত হাসি ভাল নয়—ও চাঁদ-বদনে!"

সহসা তিনি নিরস্ত হইয়া মোগলের দিকে ব্যাকুলভাবে চাহিয়া কহিলেন, "দেখ, আমি তোমাদের দুজনকে সন্তুষ্ট ক'র্ত্তে পারি না।"

"তা তো বটেই। তুমি ঠিক্ ব'লেছ। বিবি, আর একটী গাও।"

"আমি দুজনের সঙ্গে যাইব না।"

এই বলিয়া সুজলা দাঁড়াইলেন। সুমন্তদেব বলিলেন, "বাইরাম খাঁ, আমি ইহাকে আগে দেখিয়াছি, এ আমার প্রাপ্য,—তুমি নিজ কার্য্যে যাও।"

"হা হা হা আগে আর পরে কি? যখন আমি পাইয়াছি, তখন ছাড়িব না!"

"সে কি রকম কথা! তুমি কি আমার সঙ্গে বিবাদ করিতে চাও?"

"বিবাদ বিসম্বাদ কি! সুমন্তদেব, তুমি নিজ কার্য্যে যাও, এ রত্ন আমি ছাড়িব না।"

"বাইরাম খাঁ, আমাকে রাগাইও না।"

"রাগ করিলে করিবে কি?"

"যদি সহজে না যাও, বলপ্রয়োগে তাড়াইব।"

"সিংহ কি শৃগালের সহিত যুদ্ধ করে?"

"কি! এত বড় স্পর্দ্ধা।"

সুমন্তদেব, অসি উন্মোচন করিলেন; সুজলা কহিলেন, "খাঁ-সাহেব, তোমার সাহস নাই।" খাঁ-সাহেবের যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু এ কথায় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন, "সুমন্তদেব, যুদ্ধের যদি একান্ত সাধ হইয়া থাকে, এখনই যুদ্ধ-সাধ মিটাইতেছি।" মোগলও নিজ কোষ হইতে নিষ্ক্রান্ত করিলেন। তখন সুজলা বলিয়া উঠিলেন, "তোমাদের যদি মারামারি করিবার ইচ্ছা থাকে, দূরে গিয়া কর; আমার ভয় করে।" খাঁ-সাহেব কহিলেন, "সত্য, এস এই দিকে তোমাকে যমালয়ে পাঠাই।"

"আয় পামর, এখনি তোর শিরচ্ছেদ করি।" দুই জনে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এদিকে সুজলা অরণ্যমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন।

ষষ্ঠ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অনুসন্ধান।

এই জন্যই কুমার সুশীলসুন্দর রাজা রাণীর সম্বাদ পাইলেন না; এই জন্যই বারেন্দ্রাধিপতি যে লোক পাঠাইয়াছিলেন, তাহারাও তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ পায় নাই।

প্রথম তিনি ভাবিলেন, তাঁহারা বোধ হয় অরণ্যের অন্য কোন অংশে বাস করিতেছেন; তিনি অরণ্যের সমস্ত প্রদেশ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু তাঁহারা সে অরণ্যে নাই। নিকটস্থ পল্লীতে তাঁহাদের অনুসন্ধান করিলেন, কেহ যে অরণ্যে বাস করিতেছিল, পল্লীবাসিগণ তাহা জানিত না। তখন তিনি হতাশ হইয়া সরযুর সন্ধানে চলিলেন।

তিনি হর্ষপুরে আসিলেন, তথায় উষার কতক সন্ধান পাইলেন; কেহ কেহ বলিল, "তাঁহারা নদী পার হইয়া গিয়াছেন।" নদীর অপর পারে আসিয়া অনুসন্ধান করিলেন, কেহই আর কোন সংবাদ রাখে না। তখন তিনি ভাবিলেন সরযূ হয় তো ফিরিয়া রামির মার বাড়ী গিয়াছে, তথায় গেলেন; রামীর মা আর সেখানে নাই। তাহার ক্ষুদ্র কুটীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

সর্ব্বত্র হতাশ হইয়া সুশীলসুন্দর ধীরে ধীরে হর্ষপুরে ফিরিলেন; তিনি

ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। সকলেই কি কোন অত্যাশ্চর্য্য কারণে বাতাসে মিলিয়া গেল? নতুবা কোন না কোন সম্বাদ নিশ্চয়ই পাওয়া যাইত।

তখন তিনি কিছু স্থির করিতে না পারিয়া, ঢাকার দিকে চলিলেন, ভাবিলেন, "প্রমোদকিশোরের সহিত সাক্ষাৎ ক'রে যা হয় করা যাবে।"

কিন্তু ঢাকায় যাইবার অগ্রে তিনি আর একবার সেই অরণ্য অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি কুটীরে আসিয়া দেখেন, তথায় সর্ব্বেশ্বর চক্ষু মুদিয়া ধ্যান করিতেছেন। ব্রাহ্মণের ধ্যান-ভঙ্গ করা কর্ত্তব্য নহে বিবেচনা করিয়া তিনিও দূরে এক বৃক্ষতলে বসিয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর চক্ষু মেলিলেন; তখন সুশীলসুন্দর নিকটে আসিয়া প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি এই অরণ্যেই নিবাস?"

"হ্যাঁ।"

"এখানে কতদিন আছেন?"

"তিন মাসের উপর।"

"এই কুটীরে যাঁহারা বাস করিতেন, তাঁহারা কোথায় গেলেন বলিতে পারেন?

"না। তাঁহাদের অনেক অনুসন্ধান করিতেছি। সত্য কথা বলিতে কি; আমি তাঁহাদেরই সহিত বাস করিতেছিলাম। সহসা একদিন দেখিলাম, তাঁহারা আর কুটীরে নাই।"

"তাঁহারা কি একলা গিয়াছেন?"

"না; আর দুইটী স্ত্রীলোক কয়েক দিন হ'তে আমাদের সঙ্গে বাস করিতেছিল, তাহারাও গিয়াছে।

"আমি বারেন্দ্রের রাজকুমার সুশীলসুন্দর,—বোধ হয় বুঝিতে পারিতে-

ছেন, আমি তাঁহাদের জন্যই তাঁহাদের অনুসন্ধান করিতেছি। আমাকে তাঁহাদের সবিশেষ সমাচার বলুন।"

"আমি যাহা জানি বলিলাম।"

"দুইটী স্ত্রীলোক ছিল বলিলেন, তাঁদের নাম কি জানেন?"

"একটী বালিকা বলিলেও হয়, তাহার নাম উষা।"

"উষা!"

"হ্যাঁ, আর একটী বৃদ্ধা,—তাকে আমরা সকলে রামীর মা বলিয়া ডাকিতাম।"

"রামীর মা!"

"আপনি কি তাদের চিনেন?"

"চিনিতাম।"

সুশীলসুন্দর আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। উষা, বৃদ্ধ রাজা রাণীর সম্বাদ কিরূপে পাইল, পাইলেই বা আসিল কেন? আবার রামীর মা,—সে তো সরযূর সহিত ছিল। তবে কি উষার সহিত সরযূর সাক্ষাৎ হইয়াছে, যদি হইয়া থাকে, তবে সরযূ গেল কোথায়? কিছু বুঝিতে না পারিয়া তিনি বলিলেন, "তাঁরা কোথায় গেছেন বলিতে পারেন?"

"কিছুই জানি না। আমাকে পর্য্যন্ত ব'লে যান নাই। আমি কাজে অরণ্যের অন্য দিকে ছিলাম, কুটীরে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, সেখানে কেহই নাই! যখন আমাকে বলিয়া যান নাই, তখন বোধ হয়, তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া যান নাই।"

"তবে কি মোগলেরা আসিয়া তাঁহাদের লইয়া গিয়াছে?"

"আমারও মনে ঐ কথা হইয়াছিল। কুটীরে ফিরিয়া আসিয়া আমি এখানে অনেক ঘোড়ার পায়ের দাগ দেখিয়াছিলাম।"

তখন সুশীলসুন্দরের দৃঢ়প্রত্যয় জন্মিল যে, মোগলেরাই তাঁহাদের

ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। তিনি ব্রাহ্মণের নিকট বিদায় হইয়া তৎক্ষণাৎ ঢাকা যাত্রা করিলেন।

রাজা রাণী চলিয়া গেলে, সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া, সেই কুটীরেই বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার আর চন্দ্র-নাথে ফিরিবার ইচ্ছা নাই। তিনি ভাবিলেন, এখানে থাকিলে দেবানন্দ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এবার সাক্ষাৎ হইলে সঙ্গে যাইব।

রাজা রাণীর প্রস্থানের পর প্রায় একমাস অতীত হইয়াছে; এ পর্য্যন্ত ঠাকুর সেই অরণ্যে মনুষ্যমূর্ত্তি দেখেন নাই, কিন্তু অন্ত তাঁহার কেবল সুশীলসুন্দরের সহিত সাক্ষাৎ হইল না।

সুশীলসুন্দরের প্রস্থানের প্রায় দুই দণ্ড পরে তিনি দেখিলেন, সুজলা তাঁহার দিকে আসিতেছেন;—অমনি তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল। সুজলা নিকটে আসিয়া হাসিয়া কহিলেন, "কি ঠাকুর, ভাল আছ?" ঠাকুর এবার আর মায়াবিনীর মায়ায় মুগ্ধ হইবেন না স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া-ছিলেন, কিন্তু সেই হাসি হাসি মুখ, সেই হাবভাব, যৌবনে ভাসমান অপ-রূপ রূপ,—ঠাকুর দেখিলেন, সুজলা তাঁহার রসময় রূপে তাঁহার সম্মুখে আসিয়াছেন; তাঁহার হৃদয়ে আলোড়ন উপস্থিত হইল, কিন্তু তিনি এবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বলিলেন, "আছি।"

"রাগ ক'রেছ?"

"কেন আমাকে প্রলোভিত কর, আমি কি অপরাধ ক'রেছি?"

"তাই তো ঠাকুর, তুমি যে ধার্ম্মিক হ'য়ে পড়্‌লে দেখ্‌ছি। এস, আমি এখানে থাকিব।"

"কেন?"

"কেন!"

সুজলা গান ধরিলেন,—

"আমি কাননের পাখী সই।"

তৎপরে সহসা নিরস্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি আমার উপর রাগ ক'রেছ? আমি কি অপরাধ ক'রেছি?"

"আমাকে ক্ষমা কর।"

"ছি, ও কেমন কথা, তোমায় আবার ক্ষমা কি? ঠাকুর কেমন বাতাস বহিতেছে?"

"আমাকে ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।"

"ক্ষমা কি,—ছি, তুমি কেমন!"

সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর কাঁদিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "প্রভু, প্রভু, আমায় ক্ষমা কর।" ঠাকুর মস্তক তুলিয়া দেখিলেন, সুজলার সে ভাব আর নাই; যেরূপ দেখিয়া সর্ব্বদা ঠাকুরের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিত, সেই দেবীমূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে। সুজলা কহিলেন, "বৎস, আমি তোমাকে পরীক্ষা করিতে-ছিলাম। আজ তোমার হৃদয়ের স্থিরতা ও দৃঢ়তা দেখিয়া আমার যে কি আনন্দ হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। তোমাকে দেখিয়া তোমার উপর আমার একরূপ ভালবাসা জন্মিয়াছিল, তোমাকে দেখিয়া আমি বুঝিলাম যে, তোমাতে দ্রব্য আছে, তাহা যদি অযত্নে রহে, তবে পাপে পরিণত হইবে, আর তাহা যদি না হয়, তবে তাহা স্বর্গীয় রত্নে পরিণত হইতে পারে। এই ভাবিয়া আমি তোমাকে সঙ্গে আনিয়া-ছিলাম। দেবানন্দ স্বামী তোমাকে অনুগ্রহ করিয়াছেন; এখানেই থাক, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।"

সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর মস্তক তুলিয়া দেখিলেন, সুজলা আর নাই; তিনি তাঁহার সন্ধানে ছুটিলেন, কিন্তু সে অরণ্যে শত সহস্র পথ, কোন্ পথে সুজলা গিয়াছেন, তাহার নিশ্চয়তা কি?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পাগল।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্র অরণ্যে পূর্ণ। ঢাকার নিম্নে বুড়ীগঙ্গা প্রবাহিত ;—তাহার পর পারে বিস্তৃত অরণ্য। উপরিলিখিত ঘটনার কয়েক দিবস পরে, সেই অরণ্যমধ্যস্থ অপরিসর পথ দিয়া গাহিতে গাহিতে স্বজলা যাইতেছিলেন,—

"হৃদয় হৃদয় সনে বাঁধহে নাথ দুজনে,
তোমারি হৃদয় দেখ খেলে জীবনে!
ঘুরিয়া ঘুরিয়া আজি,
তোমাকে যে পাইয়াছি,
এস খেলি খেলা, হাসি হাসি সুখ মনে,
আর কারো নাহি জানি,
হৃদয়ে হৃদয় তুমি,
যেও না যেও না ফেলে, রেখহে চরণে।"

অরণ্যের মধ্যে এক পরিষ্কার স্থান, তথায় একখানি অর্দ্ধভগ্ন ক্ষুদ্র কুটীর, স্বজলা তাহার পার্শ্ব দিয়া গাহিতে গাহিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে এক ব্যক্তি সিংহের ন্যায় আসিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিল। স্বজলা ক্ষিপ্রহস্তে তাহার হাত না ধরিলে, তাঁহার নিশ্বাস বন্ধ হইত। আমরা বলিয়াছি, স্বজলার দেহে বলের অভাব ছিল না; তিনি ফিরিয়া বলিলেন, "কি?"

"চুপ্।"

"রাজকুমার, আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না?"

"চুপ, ঘুমাইতেছে।"

"কে?"

"সরযূ।"

সুজলা সবলে প্রমোদকিশোরের হস্ত নিজ গলা হইতে দূর করিয়া, বেগে কুটীরে প্রবিষ্ট হইলেন। দেখিলেন, আর্দ্র বসনে, আর্দ্রকেশে সরযূ বসিয়া রহিয়াছে, তাঁহাকে দেখিয়া সে হাসিয়া উঠিল,—

"হা! হা! হা! হা! হা! হা! হা! হা! হা!"

সুজলা ফিরিয়া দেখিলেন, পশ্চাতে প্রমোদকিশোর, তিনি কহিলেন, "রাজকুমার, এ কি?" সরযূ হাসিল,—

"হা! হা! হা! হা! হা! হা! হা! হা! হা!"

প্রমোদকিশোর কথা কহিলেন না, সুজলা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজকুমার, এ কি?" সরযূ দাঁড়াইয়া উঠিয়া উচ্চহাস্য করিয়া

"হা হা হা! হা হা হা! হা হা হা!"

সন্ন্যাসিনী বলিলেন, "এ তোমারই কীর্ত্তি!"

প্রমোদকিশোর কহিলেন, "আমায় মেরে ফেল, আমার বুকে ছুরি বসাইয়া দাও।" সরযূ গাহিল,—

"তোমরা সব আজ বাজাও বাঁশরী;
ওই আস্‌বে কালা, গলে মোহনমালা,
পীত-ধড়া, কদমতলায় হরি।"

প্রমোদকিশোর তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "সরযূ, সরযূ, স্থির হও।" সে সবলে তাঁহার হস্ত দূরে নিক্ষেপ করিল।

প্রমোদকিশোর কহিলেন, "সরযূ, ক্ষান্ত হও।"

সরযূ গাহিল,—

"ওই ওথায় কালা, করিছে খেলা,

ডাকে বাঁশী রাধা রাধা করি ;

তোমরা সব আজ বাজাও বাঁশরী।"

সহসা গান বন্ধ করিয়া সে বলিল, "আমার একটা বেরালছানা ছিল, একটা ইঁদুর তাকে এসে ধ'র্‌লে—ঐ আমার বেরালছানা, ঐ আমার বেরালছানা; ঐ তাকে মেরে ফেল্লে, ঐ গেল—গেল ;—ও বাবা, আমার আর সহ্য হয় না, আমার বুক জ্ব'লে গেল, ওগো আমার বুক জ্ব'লে গেল।" তাহার ক্রন্দনে সুজলা চক্ষুজল সম্বরণ করিতে পারিলেন না, প্রমোদকিশোর কাঁপিতে কাঁপিতে তথায় বসিয়া পড়িলেন। সরযূ উচ্চহাস্য করিয়া গান ধরিল,—

"তোরা দে লো দে লো, সাজায়ে মোরে দে লো,

যাবে রাধা পায়ে নূপুর পরি।

তোমরা সব আজ বাজাও বাঁশরী।"

সুজলাও গান ধরিলেন; যে গানে বনের বিহঙ্গ পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া থাকিত, সে গানে আজ কোন ফল দর্শিল না।

সরযূ গাহিল,—

"দেও লো গলায় মালা, হাতে বালা,"

সুজলা সঙ্গীত ত্যাগ করিয়া সরযূর হাত আদরে ধরিয়া বলিলেন, 'সরযূ, সরযূ—কি হ'য়েছে ?" সরযূ গাহিল,—

"সিঁতায় সিন্দূর যতন করি।"

সঙ্গীত বন্ধ করিয়া সে কহিল, "একবারটী বল, তুমি আমায় ভাল-বাস।" প্রমোদকিশোর বসিয়াছিলেন, লম্ফ দিয়া উঠিয়া বলিলেন, "আর আমার সহ্য হয় না, আর আমার সহ্য হয় না।" তিনি বেগে কুটীর হইতে

প্রস্থান করিলেন। সুজলার তাঁহার অনুসরণ করিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু কাহার নিকট সরযূকে রাখিয়া যাইবেন? প্রমোদকিশোর যে প্রস্থান করিলেন, সরযূর তাহা জ্ঞান নাই; সুজলা যে তাহার নিকটে রহিয়াছেন, তাহাও তাহার জ্ঞান নাই; সে নিজ-মনে গাহিতেছে,—

"তোমরা সব আজ বাজাও বাঁশরী,
আজ পেয়েছি কালা, করিব খেলা,
ওই কদমতলায় হরি।"

সুজলা ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া একটা বৃক্ষের কতকগুলি পাতা সংস্থান করিলেন, সেইগুলি সরযূর নাসিকায় ধারণ করিলেন; সে প্রথমে সুজলাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু তৎপরে গান গাহিতে গাহিতে তথায় নিদ্রিত হইল।

তখন সুজলা দেখিলেন, সরযূর বাম-হস্তে একটী মাতুলী রহিয়াছে। তিনি সেটী ধীরে ধীরে খুলিয়া লইলেন, ধীরে ধীরে তাহার এক মুখ উন্মুক্ত করিলেন; তৎপরে একখণ্ড ক্ষুদ্র কাগজ তাহার ভিতর হইতে বাহির করিলেন। তাহাতে কয়েকটী কথা মাত্র লিখিত আছে; তাহা দেখিয়াই সুজলা মাতুলীটী নিজ রুদ্রাক্ষ মালার সহিত গ্রথিত করিয়া, সত্বর তথা হইতে বহির্গত হইলেন।

সংসারে যে যাহা চায়, সে তাহা পায়। দেবানন্দ স্বামীকে চাহিতেছিলেন; তাঁহাকে পাইলেন।

সুজলা চিন্তিত-মনে প্রমোদকিশোরের সন্ধানে যাইতেছিলেন, দেখিলেন, সম্মুখে দেবানন্দ স্বামী। তিনি কহিলেন,—

"প্রমোদকিশোর এ অরণ্যে কবে আসিল?"

"আপনার সঙ্গে কি তাহার দেখা হইয়াছে?"

"তাঁহাকে এইমাত্র মুসলমানেরা ধরিয়াছে, এতক্ষণ ঢাকায় লইয়া গেল।"

"এঁ্যা!"

"কেন কি হইয়াছে?"

সুজলা, দেবানন্দ স্বামীকে প্রমোদকিশোর ও সরযূ সম্বন্ধে সমস্ত কথা বলিলেন, তৎপরে বলিলেন, "আমার সন্দেহ মিটিয়াছে?"

"কিরূপে?"

সুজলা মালা হইতে মাদুলী খুলিলেন, তাহার ভিতর হইতে কাগজখানি বাহির করিয়া তাঁহাব হস্তে দিলেন; সন্ন্যাসী কিয়ৎক্ষণ দেখিয়া বলিলেন, "আমারই হাতের লেখা বটে।"

"দেব, এখন কি করিব? পাগল হইয়াছে।"

"এখন কোথায়?"

"ঐ কুটীরে।"

"তাহাকে ঔষধি দেও।"

"ভাল করিয়া, তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিব; দেবতার কার্য্যে তাহাকে গ্রহণ করিব।"

সন্ন্যাসী হাসিলেন।

"কেন সন্দেহ করেন?"

"সাবধান, সুজলা, সাবধান! তাহাকে দেবতাকে দিয়াছিলে, ভুলিয়া যাইও না।"

"তবে কি তাহাকে পাগল-অবস্থায় রাখিয়া চলিয়া যাইব?"

"তাহা তো তোমাকে আমি করিতে বলিতেছি না।"

"দেব, তাহাকে ভাল করুন।"

"তুমিই ঔষধি দেও।"

এই বলিয়া সন্ন্যাসী কয়েকটী ঔষধের নাম বলিয়া দিলেন। সুজলা কহিলেন, "একবার দেখিবেন না?"

"কি জন্য ?"

"আশীর্ব্বাদ করিতে।"

দুইজনে কুটীরে আসিলেন ; সরযূ নিদ্রা যাইতেছে। সন্ন্যাসী বহুক্ষণ একদৃষ্টে সরযূর দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "সুজলা, সাবধান, সাবধান ; এ মুখ অধিক দেখিলে আমার ভয় হয়, পাছে তুমি পথভ্রষ্ট হও !"

"দাসীকে অবিশ্বাস করিবেন না।"

"মায়া সংসারে ভয়ানক দ্রব্য।"

"কোন্ প্রাণে কি বলিয়া ইহাকে কুপথে যাইতে দিব ? যাহা দেবতাকে দিয়াছি, তাহা যদি দেবতার কার্য্যে না আসিল, তবে কি হইল ?"

"চেষ্টা করিয়া দেখ ; আমি কাশী চলিলাম। যত শীঘ্র পার, এ দেশ ত্যাগ কর। এদেশে আসিয়া আমরা উভয়েই অনেকটা সংসারে লিপ্ত হইয়াছি।"

"দাসী, চরণদর্শনে কবে বিলম্ব করিয়াছে ?"

"সর্ব্বেশ্বরকে সঙ্গে লইতেছি।"

"উহাকে যেমন দেবতার কার্য্যে দীক্ষিত করিতে পারিয়াছি, ঈশ্বর করুন, সরযূকেও তেমনি যেন পারি।"

সন্ন্যাসী হাসিলেন।

"আপনি দেখিতেছি সন্দেহ করেন।"

"করি।"

"তবে আমার উপর কি আজ্ঞা ?"

চেষ্টা কর, চেষ্টা কর। সেটা না পার, আর একটা কিছু করিয়া, ওকে স্থির করিয়া যাইও। এটা আমাদের কর্ত্তব্য। যখন সম্মুখে পড়িয়াছে, তখন এটা করা কর্ত্তব্য।"

"আমি যত শীঘ্র পারি ফিরিব।"

তৎপরে সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে নিদ্রিতা সরযূর মস্তকের নিকট বসিলেন, তাহার মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া চক্ষু মুদিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উঠিয়া বলিলেন, "ইহার অধিক আর কিছুই করিতে পারি না। আশীর্ব্বাদ করিলাম, সুখী হইবে।"

"আপনার আশীর্ব্বাদ কখন মিথ্যা হয় না।"

সন্ন্যাসী চলিয়া যান, সুজলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রমোদকিশোরের কি হইবে?"

"একে নিয়ে ঢাকায় যাও।"

তিনি চলিয়া গেলেন; সুজলা কুটীরে আসিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

আর প্রমোদকিশোর? তিনি বন্দীভাবে ঢাকায় চলিয়াছেন। পরদিবস প্রাতে সকলে প্রমোদকিশোরের পলায়নের সম্বাদ পাইল। সেই সময় সুশীলসুন্দর ঢাকায় আসিতেছিলেন, তিনিও শুনিলেন। তিনি বুঝিলেন, তিনি রাত্রে ভ্রমণ করিতে করিতে যাহাদের দেখিয়া অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহারাই প্রমোদ ও সরযূ। সুবাদার, কারাধ্যক্ষকে বলিলেন, "তোমারই মূর্খতায় সে পলাইয়াছে, যদি তাহাকে ধরিতে না পার, তবে তোমার প্রাণ-রক্ষা কঠিন হইবে।" কারাধ্যক্ষ, সাধ্যানুসারে প্রমোদকিশোরের অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন।

চতুর্দ্দিকে অশ্বারোহী ছুটিল। ভৈরবের পরপারস্থ অরণ্যেও আসিল। যখন প্রমোদকিশোর পাগলের ন্যায় কাননে ছুটিয়া বেড়াইতেছিলেন, সেই সময়ে অশ্বারোহীগণ তাঁহাকে দেখিল। তখনি তাহারা তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আরোগ্য।

ঔষধে অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হয়; কেন না কত সময় শুনিয়াছেন যে, কত উৎকট পীড়া সামান্য ঔষধে সারিয়াছে। সরযূরও তাহাই হইল।

ক্রমে সুজলার ঔষধে সরযূর মস্তিষ্ক শীতল হইল; তাহার উন্মত্ততার বাহ্যিক চিহ্ন সকল দূরীভূত হইল। ক্রমে সরযূ আপনাকে প্রায় প্রকৃতিস্থ মনে করিল; তখন তাহাকে লইয়া সুজলা ঢাকায় আসিলেন।

৩।৪ দিনে সরযূ পূর্ব্বঘটনা সকল স্মরণ করিতে পারিল। একে একে তাহার সমস্ত ঘটনা মনে পড়িল, কিন্তু সুজলার ঔষধে এবার তাহার মস্তিষ্ক সবল হইয়াছে, চিন্তা বা কষ্টে আর সে এক্ষণে উত্তেজিত হয় না। তবে তাহার বদন হইতে মলিনতার ছায়া দূর হইল না, সে যেন তখনও কি স্মরণ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। তাহার সমস্ত কথা স্মরণ হইয়াছে, কেবল কারাগার হইতে পলাইয়া তৎপরে যে কি হইয়াছিল, তাহা তাহার স্মরণ হয় না; প্রমোদকিশোর কোথা গেলেন, তাহাও সে ভাবিয়া পায় না।

ঢাকায় আসিয়া চতুর্থ দিবস বৈকালে সে সুজলাকে বিষণ্ণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?" এ পর্য্যন্ত সে একটী কথাও কহে নাই, সুতরাং তাহাকে কথা কহিতে শুনিয়া সুজলার বড় আনন্দ হইল, কহিলেন, "তা তোমার শুনে কাজ নাই।"

"বল না।"

"প্রমোদকিশোর" বলিয়া সুজলা থামিলেন, এ নাম শুনিয়া তাহার কিরূপ ভাব হয় দেখিবার জন্য তিনি থামিলেন! সরযূ উৎসুক-হৃদয়ে কর্ণ উত্তোলিত করিল, সুজলা কহিলেন, "প্রমোদকিশোর আবার কারাগারে গিয়াছেন।"

"কে?"

সুজলা ধীরে ধীরে সকল কথা কহিলেন, তৎপরে বলিলেন, "তিনি তোমায় ভালবাসেন, তবে কেন মনে কষ্ট পাও?"

সরযূ এক্ষণে ইহা বুঝিয়াছিল; কোন কথা কহিল না।

সুজলা কহিলেন, "তুমি উষার উপর বৃথা রাগ করিয়াছ, সে তোমায় বড় ভালবাসে।"

সরযূর এ কথা স্মরণ হইয়াছিল, তিনি যে কত যত্নে নৌকায় তাহার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তাহা তাহার মনে হইয়াছিল;—একটু স্থির থাকিয়া সে সুজলাকে কহিল, "আমি তো রাগ করিনি। তিনি কোথায়?"

"তিনি এখন কোথায় আছেন, ঠিক জানি না, কিন্তু তোমার সঙ্গে তাঁর দেখা হবে।"

"দেখা হ'লে তাঁকে ক্ষমা করিতে বলিব। তিনি আমায় কি ক্ষমা করিবেন?"

"করিবেন। তিনি তোমায় বড় ভালবাসেন।"

উভয়েই বহুক্ষণ নীরবে থাকিলেন; সরযূ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমায় এত ভালবাস কেন?"

"আমি কি তোমায় ভালবাসি?"

"হ্যাঁ।"

"কিসে জান্‌লে?"

"না হ'লে তুমি আমাকে এত যত্ন কর কেন ?"

"সত্যই সরযূ আমি তোমায় ভালবাসি।"

"কেন ?"

"তুমি প্রমোদকিশোরকে ভালবাস কেন ?"

আবার বহুক্ষণ উভয়ে নীরবে বসিয়া রহিলেন। এবার সুজলা কথা কহিলেন, বলিলেন, "আজ শুনিলাম, প্রমোদকিশোর সম্বন্ধে অনুমতি আনিতে লোক রাজমহলে গিয়াছে।"

"কার কাছে ?"

"রাজা টোডরমল্লের কাছে।"

"তিনি কে ?"

সুজলা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "তিনি বঙ্গদেশের শাসন-কর্ত্তা।"

"তারপর।"

প্রমোদকিশোর যে দোষ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার হয় তো রাজা টোডরমল্ল—"

"কি ?"

"কিন্তু কাহাকেও যদি আমি তাঁহার নিকট পাঠাইতে পারি, তাহা হইলে বোধ হয়, আমি প্রমোদকিশোরকে মুক্ত করিতে পারি।"

"পাঠাও না।"

"কাকে পাঠাইব ; কে আমাদের জন্য অশ্বারোহণে দিন রাত চ'লে রাজমহলে যাবে ? তা না হলে কোন কাজই হবে না ; সে লোক ঢের আগে গিয়াছে।"

উভয়েই আবার বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। সহসা সরযূ কহিল, "তুমি বারেন্দ্রের রাজকুমার সুশীলসুন্দরকে চিন ?"

"চিনি, কেন ? শুনিলাম তিনি এখানেই আছেন।"

"ভালই হ'য়েছে।"

"কেন ?"

"তাঁকে ব'ল্লে তিনি যাবেন।"

"কেন ?"

তাহা তো সরযূ জানে না, তবে বিপদে পড়িলে, কেমন আপনা আপ-নিই সুশীলসুন্দরের নাম তাহার মনে পড়িত ; সে বলিল, "তিনি আমাকে ব'লেছিলেন, প্রয়োজন হ'লে তাঁকে জানাতে।"

সুজলা, সুশীলসুন্দর যে সরযূকে নৌকায় আনিয়াছিলেন, তাহা শুনি-য়াছিলেন, বলিলেন, "ভাল মনে করিয়া দিয়াছ ; আমার তাঁকে বলাই উচিত ; কারণ, তিনি প্রমোদকিশোরের আত্মীয়।"

"আত্মীয় ?"

"প্রমোদকিশোর, সুশীলসুন্দরের ভগ্নীপতি।"

সরযূর মলিনমুখে সহসা কালিমার ছায়া পড়িল ; সে কোন কথা কহিল না।

সুজলা, সরযূকে সত্বর ঔষধি সেবন করাইলেন, তৎপরে অন্যান্য কার্য্য শেষ করিয়া সুশীলসুন্দরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বহির্গত হইলেন।

সরযূ কপোলে হস্ত স্থাপিত করিয়া ভাবিতেছিল, সুজলা কহিলেন, "আমি সুশীলসুন্দরের কাছে যাইতেছি।"

"যাও ?"

"সরযূ, কি ভাবিতেছ ?"

"তাঁর স্ত্রীর নাম কি জান ?"

"সুজলা বুঝিলেন, বলিলেন, "সুষমা।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাজমহল যাত্রা।

বারেন্দ্রের রাজকুমার ঢাকায় বাস করিতেছিলেন। এক সুন্দর বৃহৎ অট্টালিকা, অসংখ্য দাসদাসীতে পূর্ণ; যদিও সুশীলসুন্দর আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন না, তত্রাচ পিতার সম্মানার্থে তাঁহাকে জাঁকজমকে থাকিতে হইল; বিশেষ ঢাকা, মুসলমানদিগের পূর্ব্বপ্রদেশস্থ রাজধানী।

সুজলা অট্টালিকার দ্বারে আসিয়া এক ব্যক্তিকে তাঁহার ইচ্ছা জানাইলেন। সে কহিল, "এখন রাজকুমারের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, তাঁহার কাল হইতে ভয়ানক জ্বর হইয়াছে।" সুজলার সকল আশা হৃদয়ে মিশিয়া গেল, তত্রাচ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যাওয়া উচিত বিবেচনা করিয়া তিনি বলিলেন, "একবার সম্বাদ দিন, যদি দেখা করিতে চান, ভালই, নতুবা চলিয়া যাইব।"

সুজলার দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া সকলে ভীত হইত, সেও হইল; বলিল; "তবে অপেক্ষা করুন, রাজকুমারকে সম্বাদ দি।" কিয়ৎক্ষণ পরে সে আসিয়া কহিল, "আসুন।"

"রাজকুমার কি বলিলেন?"

"তিনি বলিলেন, সন্ন্যাসিনী মাত্রেই তাঁহার ভক্তির ও মান্যের পাত্রী, অবশ্য সাক্ষাৎ করিব।"

সুজলা দেখিলেন; সুশীলসুন্দর শয্যাগত, জ্বরে তিনি অতিশয় কষ্ট পাইতেছেন। সুজলাকে দেখিবামাত্র চিনিলেন,—বলিলেন, "কি আবশ্যক?"

"আপনার নিকট বিশেষ প্রয়োজনে আসিয়াছিলাম। কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"আপনি পীড়িত?"

"কাল হইতে জ্বর হইয়াছে।"

"এখন কেমন আছেন?"

"বড় ভাল নয়।"

"তা হইলে আমি অন্য সময় আসিব।"

"উষার আর সম্বাদ রাখেন?"

"তাঁহারা বারন্দ্রে গিয়াছেন।"

"কবে?"

"অনেক দিন হইল।"

"আমি যখন গিয়াছিলাম, তখন যায় নাই।"

"তারপর গিয়াছেন।"

"তাঁরা কে?"

"তাঁহাকে আমি বৃদ্ধ রাজা রাণীর সংবাদ দিয়াছিলাম; আপনারা বন্দী হইলে, তিনি তাঁহাদের নিকট ছিলেন।"

"তারপর?"

"তারপর মোগলেরা রাজা কোথায় আছেন, সম্বাদ পাইয়া, সেই কাননে যায়; আমি পূর্ব্বেই সম্বাদ দেওয়ায়, তাঁহারা বারন্দ্রের দিকে গিয়াছিলেন।

"সরযূর সম্বাদ কিছু রাখেন?"

"আপনারা বন্দী হইলে, সরযূর নৌকার সহিত উষার সাক্ষাৎ হয়; তাঁহারা উভয়ে নৌকায় বহুদিন একত্রে ছিলেন। পরে সরযূ পাগল হয়।"

"পাগল হয়!"

"হাঁ, সে উষাকে আঘাত করিয়া পলাইয়াছিল; তারপর কেমন ক'রে কয় দিন হইল, প্রমোদকিশোরকে কারাগার হ'তে মুক্ত করিয়াছিল।"

"সে কি সরযূ?—শুনেছিলাম বটে, সে একজন পাগ্‌লী। সে রাত্রে নিদ্রা না হওয়ায়, আমি অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতেছিলাম; আমি তাহাদিগকে দেখিয়া অনুসরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু ভৈরবের তীরে গিয়া আর তাহাদের কোন চিহ্ন দেখিলাম না।"

"প্রমোদকিশোর, সরযূকে লইয়া জলে ঝম্পপ্রদান করিয়াছিলেন, অনেক কষ্টে সাঁতরাইয়া পরপারে যান; একটা কাঠ ভাসিতে ভাসিতে যাইতেছিল, সেটা না পাইলে বোধ হয় উভয়েই ডুবিতেন।"

"তারপর?"

"তারপর পরদিবস অপর-পারস্থ অরণ্যের মধ্যে এক কুটীরে তাঁহাদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়; সরযূ তখন ভয়ানক পাগল হইয়াছে। প্রমোদকিশোর যেমন কুটীরের বাহিরে আসিয়া বেড়াইতেছিলেন, অমনি মোগলেরা তাঁহাকে বন্দী করিল। তিনি এখন কারাগারে আছেন।"

"সরযূ!"

"আমি তাহাকে ঔষধ দিয়া ভাল করিয়াছি, সে এখন এইখানেই আছে।"

"প্রমোদকিশোর আবার কারাগারে গিয়াছে, এবার রক্ষা পাওয়া দায়!"

"আমি সেইজন্যই আপনার নিকট আসিয়াছি। শুনিলাম, রাজা টোডরমল্লের নিকট লোক গিয়াছে। আমি এক সময়ে রাজা টোডরমল্লের উপকার করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি আমার দুই একটী প্রার্থনা রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত আছেন। যদি কেহ তাঁহার নিকট যায় ও আমার নাম

করিয়া বলে, তবে তিনি বোধ হয় প্রমোদকিশোরকে মুক্তিদান করিলেও করিতে পারেন।"

সুশীলসুন্দর কোন কথা কহিলেন না।

"কিন্তু কে যাইবে? এখন দিনরাত অশ্বারোহণে না গেলে, সে লোককে ধরিতে পারিবে না, কে এত কষ্ট করিয়া যাইবে, সরযূ—"

"কি?"

"সরযূ আমাকে আপনার নিকট আসিতে বলিল; বলিল; আপনি তাহাকে বলিয়াছিলেন, আবশ্যক হইলে আপনাকে, জানাইতে।"

সুশীলসুন্দর উঠিয়া বসিয়া দাসকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "শীঘ্র অশ্ব প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দাও।" দাস চলিয়া গেলে, সুজলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে যাইবে?"

"আমি।"

"আপনি!"

"হ্যাঁ।"

"আপনি পীড়িত, কেমন করিয়া যাইবেন? আপনাকে এ অবস্থায় যাইতে দিব না।"

"আমার পীড়া বড়, না একজনের প্রাণ বড়; বিশেষতঃ দেখিতেছেন না, আমার ঘাম হইতেছে, এখনই জ্বর ছাড়িবে।"

"আপনার পীড়া বাড়িবে।"

"বাড়িবে না। কিন্তু আপনাকে আমার একটা অনুরোধ শুনিতে হইবে।"

"আজ্ঞা করুন।"

"আপনি সরযূকে লইয়া বারন্দ্রে যান। এখানে আপনাদের উভয়েরই

কষ্ট হইতেছে, বিশেষতঃ তাহাকে যদি মোগলেরা দেখিতে পায়, তাহা হইলে তাহার প্রাণদণ্ড করিবে।"

সুজলা চিন্তিত হইলেন।

"অঙ্গীকার করুন।"

"রাজকুমার, তাহাই হইবে।"

সুশীলসুন্দর আর এক ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আমি এখনই রাজমহল যাত্রা করিতেছি।"

"রাজকুমার, আপনি অসুস্থ।"

"আমার জ্বর ছাড়িয়াছে!"

"আপনি দুর্ব্বল আছেন।"

"সামান্য, তাতে কোন ক্ষতি হইবে না। ইনি তোমাদের যাহা করিতে বলেন করিবে, যেখানে যাইতে বলেন যাইও, আজই প্রস্তুত হও।"

"আপনার আজ্ঞা পালন করিব, কিন্তু—"

"কিন্তু কি হে, সুবলরাম!"

সুবলরাম বহুদিনের ভৃত্য, বলিল, "রাজকুমার, আপনার এ অবস্থায় বিছানায় থাকাই উচিত।"

"বিশেষ প্রয়োজন না হইলে থাকিতাম, থাকিবই তো মনে করিয়াছিলাম।"

সে আর কোন কথা না কহিয়া চলিয়া গেল। সুজলা কহিলেন, "আপনার ন্যায় লোক সংসারে অল্পই দেখিয়াছি, ভগ্নীপতির জন্য কে কবে এত করে?"

"ভগ্নীপতিই হউক বা পরই হউক, বিপদে পড়িলে, বিশেষ একজনের প্রাণরক্ষা করিতে সকলেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।"

"সংসারে কয়জন তা করে?"

সুশীলসুন্দর হাসিলেন ; সে হাসি দেখিয়া বহুক্ষণ সুজলা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "রাজকুমার! আপনি সরযূকে বড় ভালবাসেন।" সুশীলসুন্দর মৃদুহাস্য করিয়া কহিলেন, "ভাল না বাসিলে বুঝি কেহ কাহার জন্য কিছু করে না।"

"এ সংসারে তো নয়। হইলেও অতি অল্প।"

সুশীলসুন্দর হাসিলেন ; এই সময়ে ভৃত্য আসিয়া সম্বাদ দিল, অশ্ব প্রস্তুত সুজলা কহিলেন, "আপনার এ অবস্থায় যাওয়া কি উচিত হইতেছে ?"

"আবার সেই কথা কেন ? দেখিতেছেন না, আমার জ্বর গিয়াছে।"

মানসিক উত্তেজনায় অনেক সময় জ্বর দূরীভূত হয়, সুশীলসুন্দরেরও তাহাই হইল। তাঁহার জ্বর অন্তর্হিত হইল। তিনি সত্বর বেশবিন্যাস করিয়া বহির্গত হইলেন। তিনি অশ্বারোহণ করিয়া সুজলার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আমি যে আপনার নিকট হইতে যাইতেছি, তাহা তিনি কিসে জানিবেন ?"

সুজলা দক্ষিণ-হস্তে নিজ আজানুলম্বিত কেশ ও জটা তুলিয়া ধরিলেন, বলিলেন, "ইহার কতকগুলি কাটিয়া লইয়া যান। ইহা দেখিলে তিনি বুঝিতে পারিবেন।"

সুশীলসুন্দর নিজ অসি উন্মুক্ত করিয়া কতকগুলি কেশ কাটিয়া লইয়া, অশ্বকে ধাবিত করিলেন।

সুজলা ধীরে ধীরে নিজস্থানে ফিরিলেন ; তখনও সরযূ কপোলে, হস্ত সংস্থাপিত করিয়া সেইরূপ ভাবিতেছে। সুজলা, সুশীলসুন্দরের প্রস্থানের কথা কহিলেন, সে কোন উত্তর দিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভিক্ষা।

পরদিবস কুমার সুশীলসুন্দরের নৌকায় তাঁহার সমস্ত লোকজনসমূহ সুজলা ও সরযূ বারন্দ্রের দিকে চলিলেন। দুইদিন নৌকায় কাটিয়া গেল।

একদিন নিশীথে যখন সকলে নিদ্রিত হইয়াছে, সুজলা ও সরযূ বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন;—নৌকার গবাক্ষ উন্মুক্ত; চন্দ্রের কোমল কিরণ ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া নৌকা আলোকিত করিতেছে। নদী-বক্ষে শত শত চাঁদ হাসিতেছে; তীরে বৃক্ষশ্রেণী জ্যোৎস্নালোকে অতি মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। গভীর নিস্তব্ধতা সমস্ত জগৎ অধিকার করিয়াছে। সুজলা বলিতেছিলেন, "সরযূ, এখন তো তোমার মন স্থির হইয়াছে, আর তুমি অবোধ নও, তোমার বুদ্ধি আছে। আশা ত্যাগ কর।"

বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া সরযূ কহিলেন, "আশা তো করি না।"

"প্রমোদকিশোর বিবাহিত, তাহাতে রাজার ছেলে; তুমি সামান্যা ভিখারিণী;—তাঁহার ইচ্ছা থাকিলেও, তাঁহার পিতামাতা তোমার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দিবেন কেন? তাঁহার আশা ত্যাগ কর। আমার সঙ্গে কাশী চল; দেখ, কেমন চাঁদ ঐ আকাশে হাসিতেছে। ও কার হাসি? তাঁরই? তিনি জগতের আদি অন্ত; তিনি প্রেমময়, তিনি দয়াময়; তাঁকে ভাল-বাসিতে শিখিলে আর কষ্ট থাকে না। দেখ, আমি কত সুখী! আমার কোনই ভাবনা চিন্তা নাই। তুমি প্রমোদকিশোরের আশা ত্যাগ কর।"

সরযূ আবার ধীরে ধীরে কহিল, "আশা তো করি না।"

"তাঁকে ভুলে যাও।"

সরযূ কাঁদিয়া উঠিল। সুজলা তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "তোমার ভালবাসার গভীরতা আমি বুঝি নাই; তাহাই তোমায় ভুলিবার কথা বলিয়াছিলাম, তোমার ভালবাসা ভুলবার নয়।"

কিয়ৎক্ষণ দুই জনে নীরব থাকিয়া সুজলা কহিলেন, "সরযূ, প্রমোদকিশোরের সহিত বিবাহ হইলে কি তুমি সুখী হও?"

"তাঁহার যে বিবাহ হইয়াছে।"

"তাহাতে ক্ষতি কি?"

"আমি অন্যকে কেন দুঃখ দিব?"

"কেন? একজনের কি দুই বিবাহ থাকে না?"

"থাকে, কিন্তু বড় কষ্ট হয়।"

সুজলা, বালিকার নিকট হারিলেন। আর কোন কথা কহিলেন না। নৌকা ক্রমে বারেন্দ্রাধিপতির বিস্তৃত রাজ্যে প্রবিষ্ট হইল। একদিন সুজলা দেখিলেন, তাঁহাদের নৌকার ন্যায় আর একখানি নৌকা নদী-তীরে বাঁধা রহিয়াছে। তিনি সেইস্থানে নৌকা লাগাইতে আজ্ঞা দিলেন।

সে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম, নাম চন্দ্রপুর। গ্রামে একটী ক্ষুদ্র বাজার আছে। অনুসন্ধান করিয়া সুজলা জানিলেন যে, ঊষা ও রাজারাণী তথায় বাস করিতেছেন। তখন তিনি সরযূকে লইয়া ঊষার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

"এক সন্ন্যাসিনী সাক্ষাৎ করিতে চায়" শুনিয়া, ঊষা সত্বর বাহির হইয়া আসিলেন;—সরযূকে দেখিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "সরযূ, কেন আমায় ছেড়ে গিয়াছিলে? তোমার জন্য আমি কত কেঁদেছি!"

"আমায় ক্ষমা করুন!"

"ক্ষমা! সে কি! তুমি কি দোষ করিয়াছ? বল, আর আমাকে ছেড়ে যাবে না?"

সে আদর ও ভালবাসার সম্মুখে সরযূ দাঁড়াইতে পারিল না, বলিল, "না।"

"এত দিন কোথায় ছিলে? আমাদের সম্বাদ দাও নি কেন?"

সুজলা, উষাকে একপার্শ্বে আনিয়া, সকল কথা বলিলেন। প্রমোদ-কিশোর ও সুশীলসুন্দরের সম্বাদ পাইয়া, উষা নিশ্চিন্ত হইলেন;—তাঁহার মলিন-বদনে আজ হাসি ধরে না। তিনি বলিলেন, "সুজলা, তোমার পরিবর্ত্তন হ'য়েছে।"

"কেন?"

"তুমি আর তেমন গাও না; অন্য সময় হইলে, এতক্ষণ তোমার চারিটা গান শুনিতাম।"

"সত্যই ব'লেছ; এখন একজনের চিন্তা মনে আসিয়াছে,—সে চিন্তা না গেলে আর গান গাহিতে ইচ্ছা হবে না।"

তখন উষা, সরযূকে লইয়া গৃহের একপার্শ্বে বসিলেন; প্রায় দুই দণ্ড ধরিয়া তাঁহাদের কি কথোপকথন হইল। উষাই কত কথা কহিলেন, কিন্তু আমরা জানি, সরযূ একটী কথাও কহে নাই। যখন সে প্রথম কথা কহিল, তখন সে বলিল, "না।"

"কেন? আমার অনুরোধ শুনিবে না; আমাকে কষ্ট দিবে?"

"আপনাকে আমি কষ্ট দিতে পারিব না, আপনি আমায় কত ভাল-বাসেন।"

"সরযূ, আমি ব'ল্‌ছি আমার কষ্ট হবে না।"

"হবে।"

"কিসে জানিলে? আমি তোমার ওজর আপত্তি শুনিব না।"

"আমার কে আছে ? আপনি আমাকে ভালবাসেন। আমি কখনই আপনাকে কষ্ট দিতে পারিব না।"

"তোমার আপত্তি আমি শুনিব না। আমি তোমার বড় বোন্। যে মেয়ে দিদির কথা শুনে না, সে লক্ষ্মীমেয়ে নয়, জান তো।"

সরযূ আর সহ্য করিতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল। এমন ভালবাসা সে কখন দেখে নাই, এমন নিঃস্বার্থপরতা সে আর কখন উপলব্ধি করে নাই। উষা, সাদরে তাহার চক্ষুজল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "দেখ সরযূ, তুমি যদি ফের কাঁদ, তবে আমি তোমায় মারিব। আজই আমরা দেশে যাব।"

উষা, রাজারাণীকে আসিয়া বলিলেন, "আমায় আজই বাড়ী যেতে হবে। বাড়ী হ'তে লোক এসেছে।" রাজা বলিলেন, "সে কি ?"

"আবার সকলকে দেখিয়া শুনিয়া ফিরিয়া আসিব।"

"আমি যে কাশী যাইব স্থির করিয়াছি।"

"আমি তাহার পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসিব। আমি আপনার সঙ্গে যাইব।"

"বাড়ীতে কি প্রয়োজন ?"

"অনেক দিন বাড়ী যাই নাই; আর কাশী গেলে কত দিন যেতে পারিব না।"

"কত দিনে ফিরিবে ?"

"পনর দিনের বেশী হবে না।"

"দেখ উষা, বেশী দিন যেন আমায় ফেলে থেক না, তাহ'লে বুড় ম'রে যাবে।"

"পনর দিনের আগেই আসিব।"

"যাও, বাড়ী যাবে, বারণ করিতে পারি না।"

রাণী কহিলেন "আমাদের ভুলে থেক না।"

"না, আমি আপনাদের সঙ্গে যাব।"

তৎপরে রাজার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমার একটী ভিক্ষা আছে।"

"কি! বল না, তোমায় দিব না, এমন কি আছে?"

"অঙ্গীকার করুন।"

"বল না, উষা, তোমায় দিব না, এমন কিছুই নাই।"

"আমার একটী আত্মীয়া আছে।"

"কি?"

"তার সঙ্গে প্রমোদকিশোরের বিবাহ দিন্।"

অন্য কেহ এ প্রস্তাব করিলে রাজা ক্রোধে উন্মত্ত হইতেন, কিন্তু উষার উপর তাঁহার রাগ হয় না, বলিলেন, "সে কে? তাঁর বাপ কি করেন?"

"তাঁর বাপ মা নাই; সে ভিখারিণী; এত দিন পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত, এখন আমি যত্ন করিয়া নিকটে রাখিয়াছি।"

রাজা কোন কথা কহিলেন না।

"মহারাজ, আজ্ঞা করুন।"

"উষা, অন্য কিছু চাও।"

"আর কিছু আমার আবশ্যক নাই।"

"দেখ, আমি বিক্রমপুরের রাজা, কি বলিয়া পুত্রের সহিত একটা ভিখারিণীর বিবাহ দিব? লোকে কি বলিবে? আমার মুখ দেখাইবার যো থাকিবে না।"

"তবে আবশ্যক নাই।"

"আর কিছু চাও।"

"মহারাজ, আমি আর কিছু চাহি না।"

উষা চলিয়া যান, রাজা ডাকিলেন, "উষা!" উষা দাঁড়াইলেন। রাজা কহিলেন, "তোমার জন্য আমি আমার মাথা নীচু করিব। আমি পুত্রের সঙ্গে তার বিবাহ দিব; এখন বল, তুমি আমার সঙ্গে কাশী যাবে?" উষা হাসিয়া কহিলেন, "তাহা তো অঙ্গীকার করিয়াছি।"

"তোমার আত্মীয়া কোথায় আছেন?"

"বারন্দ্রে।"

"বারন্দ্রে!"

"হ্যাঁ!"

"বারন্দ্রে! সেখানে প্রমোদকিশোরের বিবাহ হইয়াছে। তাহার নাম কি?"

"সরযূ।"

রাজা আর কোন কথা কহিলেন না।

উষা, রাজারাণীর জন্য জনকতক দাসদাসী নিযুক্ত করিলেন, তৎপরে রামীর মার নিকট অর্থ দিয়া, তাহাকে গৃহিণী করিয়া রাখিয়া, প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন।

রামীর মাকে দেখিয়া সরযূ বলিল, "বুড়ী, তুমি এখানে?"

"আর বাছা মানুষ না পাখী।"

"আমাদের সঙ্গে যাবে না?"

"না।"

"কেন?"

"উষা থাকতে বলে, কিন্তু তুমি বাপু মেয়ে বেজাই।"

"কেন?"

"তোমার ভাব পাওয়া যায় না।"

সরযূ হাসিয়া কহিল, "বুড়ী, আবার তোমার সঙ্গে দেখা করিব।"

"মনে কি থাকবে।"

"দেখ।"

রাত্রে উষা, সরযূকে লইয়া নৌকাযোগে চন্দনপুর ত্যাগ করিলেন; সুজলাও চলিয়া গেলেন! রামীর মা, রাজারাণীর সঙ্গে রহিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাজা টোডরমল্ল।

সের-সা আসাম হইতে লাহোর পর্য্যন্ত সুন্দর পথ নির্ম্মাণ করিয়া, ঐ পথের পার্শ্বে মধ্যে মধ্যে কূপ খনন ও সরাই সংস্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন। এ পথের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে।

এই পথ দিয়া অশ্বারোহণে কুমার সুশীলসুন্দর রাজমহলের দিকে চলিয়াছেন। তাঁহার আর জ্বর নাই, কখনও যে তাঁহার জ্বর হইয়াছিল, এ চিহ্নও তাঁহার শরীরে নাই। পূর্ব্বের ন্যায় শরীরে বল, হৃদয়ে উৎসাহ;— তিনি নিতান্ত আবশ্যক না হইলে, পথে অপেক্ষা করিতেছেন না।

এইরূপে গমন করিয়াও তাঁহার রাজমহল উপস্থিত হইতে দশ দিবস লাগিল; তাঁহার উপস্থিত হইবার অনতিপূর্ব্বে নৌকাযোগে ঢাকাস্থ দূত উপস্থিত হইয়াছে। তিনি বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া, তৎক্ষণাৎ রাজা টোডরমল্লের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

রাজপুত ও মোগল সেনাপতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, রাজা টোডর-মল্ল রাজনীতি পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন; এই সময়ে একজন

প্রহরী যাইয়া সম্বাদ দিল, "একজন বাঙ্গালী যোদ্ধা সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে।"

"বাঙ্গালী যোদ্ধা।"

"মহারাজ।"

"আসিতে বল।"

সুশীলসুন্দর, রাজাকে অভিবাদন করিলেন; রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি আবশ্যক?"

"মহারাজ, আমি বারেন্দ্রাধিপতির পুত্র, সুশীলসুন্দর।"

"বারেন্দ্রাধিপতির পুত্র! রাজকুমার ব'স, তোমার পিতা আমাদের প্রধান সহায়, বঙ্গদেশে আকবর বাদসাহের প্রধান বন্ধু।"

সুশীলসুন্দর উপবেশন করিলেন। রাজা বলিলেন, "তোমাকে দেখিয়া আমাদের প্রকৃতই আনন্দ হইতেছে; কিন্তু তোমায় ব্যস্ত দেখিতেছি। এখনও বেশ পরিবর্ত্তন কর নাই, কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে? তোমার পিতা তো ভাল আছেন?"

"আপনার অনুগ্রহে সকলই মঙ্গল। আমি তাঁহার নিকট হইতে আপনার নিকট আসি নাই।"

"তবে কি প্রয়োজন? বল; তোমার পিতা আমার বিশেষ বন্ধু।"

সুশীলসুন্দর চারিপার্শ্বস্থ সেনাপতিদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, রাজা কহিলেন, "গোপনে আমার সহিত কথোপকথনের প্রার্থনা কর?"

"আজ্ঞা হ্যাঁ।"

"এঁদের সম্মুখে অনায়াসে বলিতে পার।" তৎপরে, সেনাপতিদিগের প্রতি ফিরিয়া বলিলেন, "এ কোন রাজকর্ম্মসম্বন্ধীয় সম্বাদ নয়।" তাঁহারা বলিলেন, "মহারাজ, অনুমতি হয় তো আমরা এখান হইতে যাই," এই

বলিয়া তাঁহারা ত্রস্তে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ; তখন রাজা টোডর-মল্ল কহিলেন, "তোমার কথা বলিতে পার।"

"এক সন্ন্যাসিনী আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

"সন্ন্যাসিনী! সন্ন্যাসিনীর নাম কি ?"

"তিনি নিদর্শনস্বরূপ ইহা দিয়াছেন," এই বলিয়া সুশীলসুন্দর রাজার হস্তে সন্ন্যাসিনীর কেশ স্থাপন করিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরবে কি ভাবিলেন, তৎপরে বলিলেন, "বল, তিনি কি বলিয়াছেন ?"

"তিনি বিক্রমপুরের রাজকুমার প্রমোদকিশোরের মুক্তি প্রার্থনা করেন।"

"বিক্রমপুরের রাজকুমার প্রমোদকিশোরের মুক্তি! আমি যে অনেক দিন তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছি।"

"তাঁহার প্রাণদণ্ড এখনও হয় নাই। তিনি কারাগার হইতে পলাইয়াছিলেন, আবার ধৃত হইয়া কারাগারে আছেন।"

রাজা চিন্তিত হইলেন ; তৎপরে সহসা বলিলেন, "তিনি তোমার ভগ্নীপতি ; তুমিই বোধ হয় সন্ন্যাসিনীকে বলিয়া আমার নিকট আসিয়াছ ?"

"তা ঠিক্ নয়, তিনি স্ব-ইচ্ছায় আমাকে পাঠাইয়াছেন।"

"কেন ?"

"তাহা আমি ঠিক্ বলিতে পারি না।"

রাজা টোডরমল্ল বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "তাঁহারা যে সেখানে তাঁহার প্রাণদণ্ড করিবে না, তাহার বিশ্বাস কি ?"

"আপনার অনুমতির জন্য তারা লোক পাঠাইয়াছে।"

"কই, কোন লোক আসে নাই।"

"শীঘ্রই আসিবে।"

"তুমি নিশ্চয় জান লোক আসিয়াছে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তবে তুমি যাও, বিশ্রাম করগে ; আমি প্রমোদকিশোরকে মুক্তিদান করিলাম ; সেই লোকের সঙ্গে অনুমতিপত্র পাঠাইয়া দিব ; তাঁহাকে বাদসাহের অধীনতা স্বীকার করিতে পরামর্শ দিও।"

"আপনার অনুমতি অবশ্য পালন করিব ?"

"যাইবার সময় আমার সঙ্গে দেখা করিয়া যাইও।"

"আমি এখনই যাইব।"

"সে কি ? তোমায় ক্লান্ত দেখিতেছি।"

"না, আমার বিশেষ আবশ্যক আছে।"

"তোমার পিতাকে আমার সাদর সম্ভাষণ জানাইও।"

সুশীলসুন্দর তৎক্ষণাৎ রাজমহল ত্যাগ করিলেন। ঢাকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, রাজমহল হইতে লোক তখনও ফিরে নাই।

চারি দিন পরে ফিরিল। সুবাদার হইতে সামান্য সেনানী পর্য্যন্ত রাজ-আজ্ঞায় সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। রাজা টোডরমল্ল, প্রমোদ-কিশোরকে অনতিবিলম্বে মুক্তিদান করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন।

কারাগারে যাইয়া সুশীলসুন্দর এ সম্বাদ প্রথম প্রমোদকিশোরকে দিলেন।

সেই দিন সন্ধ্যাকালে প্রমোদকিশোর কারাগার হইতে বহির্গত হইয়া আসিলেন। সেই দিন রাত্রেই তাঁহারা সকলে ঢাকা পরিত্যাগ করিলেন।

সপ্তম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বারেন্দ্রে আগমন।

প্রমোদকিশোর ও সুশীলসুন্দর দুইজনে একত্রে নৌকাযোগে বারেন্দ্রে যাত্রা করিলেন।

তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে নৌকা যায়, কিন্তু নিতান্ত আবশ্যকীয় কথা ব্যতীত রাজকুমারদ্বয়ের কেহ কাহারও সহিত কথা কহেন না; যে যাহার নিজ চিন্তায় মগ্ন। এইরূপে তিন দিবস অতীত হইল।

একদিন দুইপ্রহরের সময় প্রমোদকিশোর নৌকা-গবাক্ষে বসিয়া ভাবিতেছেন, নিকটে সুশীলসুন্দর অর্দ্ধশায়িত-অবস্থায় একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন; সহসা তিনি পুস্তক বন্ধ করিয়া উঠিয়া বসিলেন, তৎপরে বলিলেন, "প্রমোদকিশোর?" প্রমোদকিশোর চমকিত হইয়া ফিরিলেন, সুশীলসুন্দর কহিলেন, "একটা কথা বলিব, যদি মনে কিছু না কর তো বলি।"

"বল।"

"আমরা সকলেই আকৃবরের অধীনতা স্বীকার করিয়াছি।"

"বুঝিয়াছি, তুমি আমাদের তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে বলিবে, কিন্তু সে করা না করার ভার কি আমার হস্তে?"

"তা নয় জানি, তুমি যদি রাজাকে অনুরোধ কর, আর আমরা যদি সকলে অনুরোধ করি, তাহা হইলে বোধ হয় তিনি স্বীকৃত হইতে পারেন।"

"কিন্তু আমাদের কি যবনের পদানত হওয়া উচিত?"

"উচিত নয় তাও জানি; কিন্তু যখন উপায় নাই, তখন অদৃষ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়।"

"পিতার কাছে যাইতেছি, তুমি বলিতে বলিতেছ, বলিব; কিন্তু তাহাতে কি মোগলেরা আবার আমাদের রাজ্য আমাদের দিবে?"

"রাজা টোডরমল্লকে যেমন দেখিলাম, তাহাতে বোধ হয়, তিনি তোমাদের রাজ্য তোমাদের দিবেন।"

প্রমোদকিশোর একটু ভাবিয়া বলিলেন, "সুশীলসুন্দর, তুমি বারন্দ্রে গিয়াই কি রাজা টোডরমল্লের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলে?"

"না; আমি ঢাকায় এসে গিয়াছিলাম।"

"আমার পালাবার কথা শুনিয়াছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"আবার কারাগারে আসিলাম কিরূপে জান?"

"আমি সকলই জানি।"

"তুমি কি করিয়া জানিলে?"

"সন্ন্যাসিনীর সহিত আমার দেখা হ'য়েছিল; তিনি আমাকে তোমার বন্দী হইবার কথা বলিয়াছেন!"

"সরযূ?"

"সরযূ তাঁহার সঙ্গে আছেন।"

"তাঁরা এখন কোথায় জান?"

"বারন্দ্রে গিয়াছেন।"

"কেন?"

"আমি সন্ন্যাসিনীকে তাঁহাকে লইয়া বারন্দ্রে যাইতে বলিয়াছিলাম।"

"কেন?"

"সরযূ তোমায় মুক্ত করিয়াছিলেন, মোগলেরা তাঁহাকে পাইলে দণ্ড দিতে পারে ভাবিয়া, আমি সন্ন্যাসিনীকে বলিয়াছিলাম।"

"সরযূ কেমন আছে জান?"

"সন্ন্যাসিনী আমায় বলিয়াছিলেন, তাঁহার কঠিন পীড়া হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সে পীড়া হইতে আরোগ্য হইয়াছেন।"

প্রমোদকিশোর কথা কহিলেন না; বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "সুশীল, আমি বারন্দ্রে যাইব না।"

"কেন?"

"কি বলিয়া সেখানে মুখ দেখাইব?"

"কেন?"

"কি বলিয়া আমি তোমার ভগ্নীকে মুখ দেখাইব?"

"কেন, সে তোমায় দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবে।"

"কি বলিয়া আমি তোমার পিতামাতাকে মুখ দেখাইব?"

"কেন?"

প্রমোদকিশোর আর কোন কথা কহিলেন না; কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নিশ্চয় জান, রাজা রাণী বারন্দ্রে গিয়াছেন?"

সন্ন্যাসিনী আমাকে বলিয়াছেন।"

"তবে আমায় বারন্দ্রেই যেতে হবে?"

"হ্যাঁ।"

আর কেহ কোন কথা কহিলেন না।

পরদিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে নৌকা বারন্দ্রের রাজধানীর নিকটস্থ হইল; তখন প্রমোদকিশোর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁরা কি রাজধানীতে আছেন?"

"তাহা তো জানি না, সন্ন্যাসিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে জানিতে পারিব।"

"সন্ন্যাসিনী কি রাজধানীতে আছেন?"

"খুব সম্ভব।"

সুশীলসুন্দর নৌকা রাজধানী পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন না;—রাজধানী হইতে তিন ক্রোশ দূরে পদ্মার তীরে তাঁহার "আনন্দকানন" নামে উদ্যান ছিল; তাঁহারা সেই উদ্যানে নৌকা হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তৎপরে তাঁহার আগমনবার্ত্তা লোক দ্বারা রাজধানীতে পাঠাইলেন।

প্রমোদকিশোরের তাৎকালিক হৃদয়ের অবস্থা বর্ণন করিতে যাওয়া বৃথা। তিনি কি বলিয়া শ্বশুরশাশুড়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, কোন্ মুখ লইয়া স্ত্রীর সম্মুখে যাইবেন!

প্রমোদকিশোরকে তথায় রাখিয়া, সুশীলসুন্দর অশ্বারোহণে নিজ রাজধানীর দিকে চলিলেন; প্রথমে তিনি একজন পরিচারককে আহ্বান করিলেন, সে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজকুমারী বাড়ী আসিয়াছেন?"

"আজ্ঞে না, তিনি নগরে এক বাড়ীতে রহিয়াছেন। আমাদের এ কথা অন্য কাহাকে বলিতে বারণ করিয়া দিয়াছিলেন। কেবল আপনি আসিলে, আপনাকে সম্বাদ দিতে বলিয়াছিলেন।"

"রাজা শুনিয়াছেন?"

"এ কথা কেহই জানে না।"

তৎপরে তিনি বাটীর ভিতর প্রস্থান করিলেন। বহুদিন পরে পুত্র আবার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, রাণীর আর আনন্দের সীমা নাই! অন্যান্য কথার পর, রাণী, কন্যার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সুশীলসুন্দর কহিলেন, "সে আসিয়াছে,—এই নগরেই আছে!"

"বাড়ী আসিল না কেন?"

"একেবারে কি বলিয়া বাড়ী আসিবে ? বাবা রাগ করিবেন।"

"তবে কি হবে ?"

"আমি বাবাকে বলিয়া তাঁহার সম্মতি লইব।"

"তবে আমি কিছু বলিব না ?"

"না।"

তৎপরে বলিলেন, প্রমোদকিশোরও আসিয়াছেন।"

"কবে ?"

"আমার সঙ্গে আসিয়াছেন, তাঁহাকে আমি আমার বাগানে রাখিয়া আসিয়াছি।"

"এখানে আনিলে না কেন ?"

"সুষমা আগে না আসিলে, তিনি আসিলে পিতা কেবল অধিক ক্রুদ্ধ হইতেন।"

"কখন তাকে সঙ্গে আনিবে ? কতদিন দেখিনি।"

"কাল আনিব। এখন আমি বাবার সঙ্গে দেখা করিব; তারপর সুষমাকে আনিতে যাইব।" আহারাদি করিয়া সুশীলসুন্দর পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গৃহে প্রত্যাগমন।

বারেন্দ্রাধিপতি নিজ প্রকোষ্ঠমধ্যে বসিয়া মন্ত্রীর সহিত রাজ কার্য্যসম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছিলেন; এমন সময়ে সুশীলসুন্দর আসিয়া পিতাকে প্রণাম করিলেন।

"কখন আসিলে?"

"এইমাত্র।"

"বাড়ীর ভিতর যাও।"

"বাড়ীর ভিতর হইতে আহারাদি করিয়া আসিতেছি।"

"তবে কি বলিয়া বলিলে এইমাত্র আসিয়াছি?"

"অধিকক্ষণ হয় নাই।"

"অধিকক্ষণ হয় নাই, আর এইমাত্র প্রভেদ আছে। তুমি বালক! যা করিতে গিয়াছিলে, তাহার কি হইয়াছে?"

"রাজারাণীকে আনিয়াছি।"

"কই তাঁহারা?"

"তাঁহারা এখনও বারন্দ্রে আইসেন নাই।"

"এই বলিলে আসিয়াছেন?"

"এখানে আসেন নি, নিকটেই আছেন।"

"তুমি এখনও কথা কহিতে শিখ নাই। যাও, তাঁহাদের এখানে লইয়া আইস।"

"প্রমোদকিশোর আসিয়াছেন।"

"কে?"

"প্রমোদকিশোর।"

"সে কোথা হ'তে আসিল?"

"তিনি মুক্ত হওয়ায়, এখানে রাজারাণী আছেন শুনিয়া আসিয়াছেন।"

"কোথায়?"

"আনন্দ-কাননে আছেন।"

"এখানে আন নাই কেন?"

এই কথা বলিয়াই রাজা যেন মর্ম্মে আহত হইলেন, বলিলেন, "ভালই করিয়াছ, তাহার এখানে আসিয়া কাজ নাই।"

রাজা কেন এ কথা বলিলেন, সুশীলসুন্দর বুঝিলেন, বলিলেন, "পিতা যদি অনুমতি করেন তবে—"

"কি বল, তুমি এখনও সময়ের মূল্য বুঝ নাই।"

"একটী ভিক্ষা করিতে চাই।"

"ভিক্ষা! সে কি?"

"একটী প্রার্থনা, যদি রক্ষা করেন, তবে বলি।"

"সে কি?"

"আজ্ঞা করেন তো বলি।"

"তুমি কি পাগল হইয়াছ?—মন্ত্রি!"

"সুষমাকে ক্ষমা করুন।"

রাজা বলিয়া উঠিলেন, "মন্ত্রি, মন্ত্রি, শীঘ্র কবিরাজ ডাকাও।"

"পিতঃ, কবিরাজে কি হ'বে?"

"তুমি পাগল হ'য়েছ।"

"পিতঃ, আমার কোন অসুখ হয় নি।"

"তুমি ছেলেমানুষ, কি বুঝ।" মন্ত্রী ধীরে ধীরে কহিলেন, "মহারাজ রাজকুমার কি বলিতে চাহেন, বোধ হয় শুনা কর্ত্তব্য।"

"পাগলের কথা কি শুনিব?"

"রাজকুমার পাগল হইয়াছেন বলিয়া—?"

"হায়, হায়, মন্ত্রি তুমিও পাগল হইলে।"

সুশীলসুন্দর ধীরে ধীরে কহিলেন, "পিতঃ, সুষমাকে ক্ষমা করুন।"

"সুষমাকে ক্ষমা! মন্ত্রি, যে কুল ত্যাগ ক'রে আমার মুখে কালি দিয়া গিয়াছে, তাহা যে ক্ষমা করিতে বলে, সে পাগল নয় তো কি!"

"সে তাহার স্বামীর জন্য গিয়াছিল; কয়েকদিন মাত্র সেই সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে ছিল, তারপর প্রমোদকিশোরের সঙ্গে ছিল, তারপর বৃদ্ধ রাজারাণীর সঙ্গে ছিল।"

রাজা এই সকলকথা শুনিয়া কথঞ্চিৎ স্থির হইলেন, বলিলেন, "তারপর?"

"তারপর এখানে আসিয়াছে; যদি তাহাকে ক্ষমা করিয়া অনুমতি করেন, তবে সে আসিয়া চরণধূলি লয়।"

রাজা কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, পরে বলিলেন, "তুমি আমাকে আশ্চর্য্য কথা শুনাইলে, সে স্বামীর সন্ধানে গিয়াছিল!"

"সুষমার মত মেয়ে হয় না।"

"কিন্তু তুমি এ বিষয় নিশ্চয় জান?"

"নিশ্চয় জানি।"

"তা হ'লে মন্ত্রি, কি বল? তা হ'লে তাহাকে ক্ষমা করিতে হইতেছে।"

"অবশ্য মহারাজ!"

"তবে কি তাহাকে আনিব?"

"অবশ্য আনিবে, তাহা আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ, এতক্ষণ আন নাই কেন?"

সুশীলসুন্দর দ্রুতবেগে তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

তিনি প্রথমে নির্দ্দিষ্ট বাটীতে সুষমার সন্ধানে চলিলেন, তথায় সুষমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা বহুক্ষণ দুইজনে কথোপকথন করিলেন; পরে সুষমা বহুদিবস পরে দাদার সহিত নিজ পিত্রালয়ে চলিলেন।

বহুদিবস পরে কন্যাকে পাইয়া, মাতার যে আনন্দ হইয়াছিল, তাহা আমরা বর্ণন করিতে যাইব না।

সুষমা, মাতার সহিত পিতৃসন্নিধানে গমন করিলেন। তিনি প্রণাম করিলে, রাজা কহিলেন. "তোমার ব'লে যাওয়া উচিত ছিল।"

সুষমা ধীরে ধীরে সলজ্জভাবে কহিলেন, "আপনি অনেকবার বলিয়াছিলেন যে স্ত্রীলোকের স্বামী-সেবা ভিন্ন অন্য কোন কাজ নাই।"

"তা তো ব'লেছিলাম।"

রাণী কহিলেন, "সে কথায় আর কাজ নাই। [illegible]সিয়াছে, তাহাকে আনিতে লোক পাঠাও।"

"আমি নিজেই যাইব।"

তৎক্ষণাৎ রাজা উঠিলেন, তৎক্ষণাৎ মহাসমারোহে তিনি আনন্দকাননাভিমুখে চলিলেন। তাহার বহুপূর্ব্বে সুশীলসুন্দর অশ্বারোহণে তথায় যাত্রা করিয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্বশুরালয়ে-যাত্রা।

সুশীলসুন্দর আসিয়া দেখিলেন, প্রমোদকিশোর উদ্যানে পদচারণ করিতেছেন। তিনি নিকটে আসিলে, প্রমোদকিশোর ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সন্ন্যাসিনীর দেখা পাইলে?"

"না।"

"না!"

"তবে রাজা রাণীর সম্বাদ পাইয়াছি।"

“কিরূপে পাইলে?”

“সরযূ এখানে আছে। সন্ন্যাসিনী তাহাকে এখানে রেখে, কোন বিশেষ কাজে কোথায় চ’লে গেছেন।”

“সরযূ ভাল আছে?”

“হ্যাঁ।”

“[illegible]ণী কোথায় আছেন?”

“এখান হ’তে ৭ ক্রোশ দূরে চন্দনপুর ব’লে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। তাঁহারা সেই গ্রামে বাস করিতেছেন।”

“অশ্ব প্রস্তুত করিতে বল, আমি এখনই তাঁহাদের নিকট যাইব।”

“সরযূর সঙ্গে দেখা করিবে না?”

“তাহার সহিত দেখা ক’রে চন্দনপুর যাইব। তাহাকে পিতামাতার নিকট লইয়া যাইব।”

“তবে কি আমায় সঙ্গে যাইতে হইবে?”

“ভাই, তোমাকে অনর্থক অনেক কষ্ট দিয়াছি, তোমাকে আর কষ্ট দিতে ইচ্ছা নাই, কিন্তু কি করিব, আমার আপনার বলিবার আর কেহ নাই।”

“আমি কি কখন তোমার কাজে অবহেলা করিয়াছি?”

“সেই জন্যই আমার কষ্ট। তুমি কেন আমার জন্য এত কর?”

“প্রমোদকিশোর, তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ যে, তুমি আমার ভগ্নীপতি।”

প্রমোদকিশোরের হৃদয়ে কে যেন বাণ বিদ্ধ করিল; যে তাঁহার জন্য এত করে, তাহার ভগ্নীর কথা তিনি একবারও ভাবেন না। তিনি কহিলেন, “সুশীল, সুশীল, সেই জন্যই তো আমার আরও কষ্ট; আমি যে তোমার ভগ্নীর কথা একবারও ভাবি না; আমার মত নরাধম কে? আমার মত মহাপাপী কে?”

"সে তোমার উপর রাগ করিবে না। সে তোমাকে চিনে।"

"আমি কোন্ মুখ লইয়া তাহার সম্মুখে যাইব; তুমি তো সকলই জান।"

"তুমি সুষমাকে জান না। কিন্তু তুমি যে এখনই যাইতে চাও, রাজা তাহা হইলে কি বলিলেন? আমাদের বাড়ী হইয়া তারপর যাইও।"

"না, না, তোমাদের বাড়ী ইহার পর যাইব।"

প্রমোদকিশোরের স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাহস নাই। সুশীলসুন্দর কহিলেন, "যাহা ভাল বিবেচনা কর, তাহাই কর; কিন্তু একজনের সহিত কি সাক্ষাৎ করিবে?"

"কে?"

"ঊষা।"

এ নাম তিনি হৃদয় হইতে দূরীভূত করিয়াছিলেন; সহসা সুশীলসুন্দরের মুখে শুনিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন; বহুক্ষণ সুশীলসুন্দরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "কে?"

"ঊষা। তিনি আজ দেশে যাইতেছেন। জানই তো যে আমি ব্যস্ত থাকায় তাঁহাকে এতদিন দেশে পাঠাইতে পারি নাই। আজ সন্ধ্যার পর তিনি রওনা হইবেন; তিনি যাইবার সময় তোমার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন।"

প্রমোদকিশোর বহুক্ষণ নীরবে তথায় পদাচারণ করিলেন, তৎপরে সুশীলসুন্দরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "না আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব না।"

"কেন?"

"কেন? তিনি আমার কে?"

"তিনি তোমার কেহ নয় তাহা জানি, যাহাকে বিপদে সাহায্য করিয়াছিলে, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে ক্ষতি কি ?"

"না, না, না,—আমি তাঁহার সহিত আর সাক্ষাৎ করিব না, সে আগুনের নিকট আমি আর যাইব না। সুশীল চল, আমি সরযূকে লইয়া রাজা রাণীর নিকটে যাই। তিনি এখান হ'তে না গেলে, আমি আর এখানে আসিব না।"

"তাঁহার উপর এত রাগ কেন ? তিনি কি অপরাধ করিয়াছেন ?"

"তুমি জান না—"

এই সময়ে অদূরে কোলাহল ও অশ্বপদশব্দ শ্রুত হইল; দেখিতে দেখিতে উদ্যানের মধ্যে বারেন্দ্রাধিপতি প্রবেশ করিলেন। সুশীলসুন্দর ও প্রমোদকিশোর সত্বর বহির্গত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

রাজা সকল বিষয়েই ব্যস্ত; প্রমোদকিশোরকে একটী কথাও কহিতে দিলেন না,—তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহাকে লইয়া নগরের দিকে ফিরিলেন। প্রমোদকিশোরের আর সরযূর সহিত সাক্ষাৎ করা হইল না; পিতার নিকটও গমন করা হইল না। যাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইতেছিল, ঘটনা-স্রোতে পড়িয়া তিনি তাহারই সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীর সহিত।

বহুদিন পরে জামাই বাড়ী আসিলে, নিতান্ত দরিদ্রের আলয়েও মহা হুলস্থূল পড়িয়া যায় ; সুতরাং বলা বাহুল্য, বারন্দ্রাধিপতির বিস্তৃত প্রাসাদে জামাতার জন্য কিরূপ আড়ম্বর হইল। কিন্তু হায়, প্রমোদকিশোরের হৃদয়ে সুখ নাই! কত আহারদ্রব্য! তিনি স্পর্শ করিলেন মাত্র, কিন্তু আহার করিতে পারিলেন না।

তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইতেছে ; কিরূপে স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন? তিনি যে অপরকে ভালবাসেন, তিনি যে অপরকে বিবাহ করিতে ব্যস্ত! হয় তো তিনি তাঁহার সকল বৃত্তান্ত, তাঁহার ভ্রাতা সুশীলসুন্দরের নিকট শুনিয়াছেন। তিনি কি বলিবেন! না জানি তিনি কত ক্রুদ্ধ হইবেন! সরযূর কথাই বা তিনি তাঁহাকে কেমন করিয়া বলিবেন! প্রমোদকিশোরের হৃদয় ঝটিকাকালীন সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় আলোড়িত হইতেছিল।

ক্রমে আহারাদি সমাপ্ত হইলে, নৃত্য-গীত বন্ধ হইল, রাত্রি দুইপ্রহর অতীত হইয়া গেল। এই সময়ে দুইজন দাসী আসিয়া প্রমোদকিশোরকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া চলিল। তাহারা দুইজনে দুইটা বাতি লইয়া সম্মুখে চলিয়াছে, আর পশ্চাতে, কম্পিত-হৃদয়ে শঙ্কিত-মনে প্রমোদকিশোর ধীরে ধীরে চলিয়াছেন।

তিনি শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে প্রণাম করিলেন ; তিনি দাসীর মুখে

তাঁহাকে আশীর্বাদ জানাইয়া, তাঁহাকে সুষমার প্রকোষ্ঠে লইয়া যাইতে বলিলেন। দাসীর সহিত প্রমোদকিশোর চলিলেন।

সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ; একটী বৃহৎ ঝাড় নিজ অসংখ্য হস্ত বহির্গত করিয়া গৃহ আলোকিত করিয়াছে; প্রাচীরে নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর দেওয়ালগিরি জ্বলিতেছে; কয়েকখানি অতি সুন্দর ছবিও প্রকোষ্ঠকে সুশোভিত করিয়াছে। একপার্শ্বে এক সুন্দর পর্য্যঙ্ক; দুগ্ধফেনানিভ শয্যা, তাহাতে শোভা পাইতেছে। প্রমোদকিশোর ধীরে ধীরে পর্য্যঙ্ক-উপরে যাইয়া বসিলেন, দাসী স্বর্ণপাত্রে পান প্রদান করিয়া গেল; স্পন্দিতহৃদয়ে প্রমোদকিশোর তথায় বসিয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে অদূরে অলঙ্কারের মধুর ধ্বনি হইল; অবগুণ্ঠনে বদনাবৃত করিয়া, বারেন্দ্রের রাজকুমারী ধীরে ধীরে প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রমোদকিশোর একবার ভাবিলেন, "উঠিয়া যাইয়া হস্ত ধরি;" আবার ভাবিলেন, "না, উচিত নয়।" কিন্তু তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

রাজকুমারী ধীরে ধীরে পর্য্যঙ্কের নিকট আসিলেন; প্রমোদকিশোরের মস্তক তুলিবার সাহস নাই, তিনি মস্তক অবনত করিয়া, একটা পান লইয়া ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। প্রমোদকিশোর কথা কহেন না দেখিয়া, রাজকুমারী কহিলেন, "রাজকুমার!"

বারুদে সহসা অগ্নি-সংযোগ করিলে কিরূপ হয়, তাহা সকলেই দেখিয়াছেন, প্রমোদকিশোরেরও ঠিক সেইরূপ হইল। তিনি লম্ফ দিয়া একেবারে দণ্ডায়মান হইলেন। রাজকুমারী ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "দাসীকে ক্ষমা করুন। দাসী প্রতারণা করিয়াছিল, দাসীকে ক্ষমা করুন। স্বামী পাইবার জন্য প্রতারণা করিয়াছিলাম, ইহাই ভাবিয়া দাসীকে ক্ষমা করুন।"

"আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি!"

"আমি আপনার দাসী সুষমা; উষা আর কেহ নয়, দাসীই উষা। দাসীর প্রতি যে একটু ভালবাসা দান করিয়াছিলেন, দাসীর তাহাতেই জীবন সার্থক হইয়াছে, মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে!"

প্রমোদকিশোর ধীরে ধীরে পর্য্যঙ্কে বসিলেন, তৎপরে চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন, "সত্যই কি আপনি উষা?"

"দাসী কি অপরাধ করিয়াছে, দাসীকে কেন 'আপনি' সম্ভাষণ?"

"আমার মাথা ঘুরিতেছে, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; আপনি—তুমি উষা হইলে কিরূপে?"

"আপনি বিশ্রাম করুন, আমি আপনাকে সকল বলিতেছি।" প্রমোদকিশোরের মস্তক বিঘূর্ণিত হইতেছিল, তিনি শয়ন করিলেন। তখন সুষমা তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া, বাতাস দিতে দিতে বলিতে লাগিলেন, "কোন্ স্ত্রী, স্বামীর জন্য ব্যাকুল না হয়?—স্বামী, স্ত্রীকে ত্যাগ করিলে, স্ত্রী কি স্বামীকে ত্যাগ করিতে পারে? স্ত্রীজাতির স্বামী ভিন্ন আর কি আছে? স্বামীই তাহার দেবতা, স্বামীই তাহার পূজার পাত্র। আপনি আমার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া চলিয়া গেলে, হৃদয়ে বড় বেদনা পাইলাম, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, যেমন করিয়া হয় স্বামীর ভালবাসা লাভ করিব। এই সময়ে এখানে একজন সন্ন্যাসিনী আসিলেন; তাঁহার সহিত আমার বিশেষ সৌহার্দ্দ হইল; আমি তাঁহাকে সকল কথা বলিয়া, তাঁহার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা করিলাম। তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সঙ্গে করিয়া আপনার নিকট লইয়া যাইতে সম্মতা হইলেন। একদিন কাহাকে কিছু না বলিয়া, রাত্রে তাঁহার সহিত বাড়ী ত্যাগ করিয়া গেলাম। অনেক দেশে ঘুরিয়া চন্দ্রনাথে যাইয়া আপনার সাক্ষাৎ পাইলাম, তারপর আমি সন্ন্যাসিনীকে কিছু না বলিয়া পলাইলাম; তারপর রাজপুতবেশে নির্জ্জন-

পথে আপনার সম্মুখে গিয়াছিলাম। নাথ! আপনার সহিত ছলনা ও প্রতারণা করিয়াছিলাম, ক্ষমা করুন।"

প্রমোদকিশোর কোন কথা কহিলেন না। সুষমা কহিলেন "তারপর যাহা হইয়াছিল, তাহা তো আপনি জানেন; আমি দাদার সঙ্গে হর্ষপুরে ছিলাম, তারপর শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে ছিলাম, তারপর মুসলমানেরা আসিলে, তাঁহাদের নিয়ে চন্দনপুরে ছিলাম। তারপর বাড়ী এসেছি।"

প্রমোদকিশোর ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন, তৎপরে বলিলেন, "তুমি আমায় ক্ষমা কর; আমিই অধিক দোষী! তোমার মত স্ত্রীর যোগ্য আমি নই।"

"দাসীকে ক্ষমা করুন, দাসী আপনার সহিত ছলনা করিয়াছিল। সন্ন্যাসিনী বলিয়াছিলেন, স্বামীর ভালবাসা পাইবার জন্য স্ত্রী সকলই করিতে পারে।"

"তুমি অমূল্য রত্ন, আর আমি নরাধম; আমি তোমার যোগ্য নই।"

"সে কথায় আর কাজ নাই; পরে, বিবাহের কতদিন পরে এই প্রথম আমি আপনাকে পাইয়াছি; আর সে সকল কথায় কাজ কি? তাহাতে কেবল কষ্ট হয়; আজ আমার বড় আনন্দের দিন।"

"উষা,—সুষমা,—তুমি আমার সকলই জান;—তোমায় আর অধিক কি বলিব?"

"সে পাগল মেয়েটা কোথায় গেল?"

"কে?"

"সরযু।"

"সে এই নগরেই আছে।"

"এই নগরে আছে, আর আমি জানি না?"

"সে এই নগরেই আছে।"

"তাকে আমি সন্তুষ্ট করিব, সে আমার বড় উপকার করিয়াছিল।"

"সুষমা—সে—তাকে—"

"আপনি তাকে ভালবাসেন, তা আমি জানি,—কিন্তু তাই বলিয়া, নাথ, আপনি দাসীকে ভুলিবেন না।"

প্রমোদকিশোর কথা কহিলেন না।

"সে ভিখারীর মেয়ে,—আর আপনি বিক্রমপুরের রাজকুমার।"

"আমায় ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।"

"তাকে টাকাকড়ি দিয়ে একজনের সঙ্গে বিবাহ দিয়া দিব; তাহা হইলে সে সুখে থাকিবে।"

"সুষমা!"

"তার কথায় আর কাজ নাই। রাজারাণীকে কবে এখানে আনিবেন?"

"কাল তাঁহাদের নিকট যাইব।"

"দাদা বলিয়াছেন, আকবর বাদসাহের—"

"তিনি আমায়ও বলিয়াছেন; বাবাকে বলিব;—সুষমা, আমায় ক্ষমা কর।"

"আপনি দাসীকে ক্ষমা করুন।"

প্রমোদকিশোরের হৃদয়ের অবস্থা বর্ণনাতীত, তবে কেহ বোধ হয়, তাঁহার হৃদয়ের তৎকালীন অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিলেন। তিনি হৃদয়-বেগ আর শমিত করিতে পারিলেন না, তিনি সুষমার হৃদয়ে মুখ লুকাইয়া বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। সুষমা তাঁহার চক্ষু-জল মুছাইয়া দিয়া কহিলেন, "নাথ! আপনার যাহাতে সুখ, আমার তাহাতেই সুখ। আজ আমাদের আনন্দের দিন; আজ আমাকে কাঁদাইতে চাহেন কেন?"

প্রমোদকিশোর দুই হস্তে সুষমার মুখ উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে চুম্বন করিয়া বলিলেন, "আমি তোমার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত!" সুষমা তখন তাঁহার গলা জড়াইয়া বলিলেন, "আপনি আমার দেবতা।"

বহুক্ষণ নীরবে উভয়েই বসিয়া রহিলেন; তৎপরে সুষমা কথা কহিলেন, বলিলেন, "আমার একটী ভিক্ষা আছে—"

"তোমায় দিব না এমন কিছুই নাই।"

"আমার একটী দূরসম্পর্কীয়া ভগিনী আছে—"

প্রমোদকিশোর কথা কহিলেন না; সুষমা কহিলেন, "তাহাকে আপনার বিবাহ করিতে হইবে।"

"এঁ্যা।"

"তাঁকে আমি আপনাকে দিব অঙ্গীকার করিয়াছি,—তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে।"

"সুষমা!"

"নাথ আমি শ্বশুর মহাশয়ের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছি যে, আমি তাঁহার সঙ্গে কাশী যাইব; আমি যে আপনার সেবা করিতে পাইব না!"

"সুষমা, সে কি?"

"শ্বশুর মহাশয় আমাকে ছাড়িবেন না; এই নিমিত্ত আমি আপনার সেবার জন্য আর একজনকে রাখিয়া যাইতেছি। নাথ, বলুন, তাহাকে গ্রহণ করিবেন?"

প্রমোদকিশোর কোনই উত্তর দিলেন না, সুষমা কহিলেন, "তবে কি দাসীর অনুরোধ রক্ষা করিবেন না?"

"তোমার জন্য সকলই করিতে পারি।"

"তবে অঙ্গীকার করুন যে, তাহাকে বিবাহ করিবেন।"

"যদি না করি?"

"তবে, যে কষ্ট কখনও পাই নাই, সেই কষ্ট পাইব।"

"অঙ্গীকার করিলাম। তবে তুমিও অঙ্গীকার কর যে, তুমি আমায় ছেড়ে যাবে না।"

সুষমা তখন সত্বর উঠিয়া পর্য্যঙ্ক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন; প্রমোদকিশোর কহিলেন, "কোথায় যাও?"

"এখন আসিতেছি, আমার বোন এখানেই আছে, তাহাকে লইয়া আসি।"

"না, না, এখন নয়, অন্য সময়।"

সুষমা অন্তর্হিত হইলেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সুষমা আর একটি বালিকার হস্তধারণ করিয়া তাহাকে সবলে টানিয়া প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহাদের দেখিয়া প্রমোদকিশোরও তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইলেন; তখন সুষমা বালিকার অবগুণ্ঠন দক্ষিণ হস্তে সরাইয়া দিয়া কহিলেন, "নাথ, ইহাকে চিনিতে পারেন?"

প্রমোদকিশোর প্রথমে স্তম্ভিত হইলেন, তৎপরে কম্পিত হইলেন, তৎপরে টলিতে টলিতে পশ্চাৎপদ হইলেন। তিনি পড়িতেছিলেন, ছুটিয়া গিয়া সুষমা তাঁহাকে ধরিলেন, তখন প্রমোদকিশোর অজ্ঞান হইয়াছেন।

বালিকা—সরযূ।

দুইজনে প্রমোদকিশোরকে পর্য্যঙ্কে আনিয়া শয়ন করাইলেন। তৎপরে সংজ্ঞা উৎপাদনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ধীরে ধীরে প্রমোদকিশোর চক্ষুরুন্মীলন করিলেন; অমনি সরযূ শয্যাত্যাগ করিয়া পলাইল। সুষমা কহিলেন, "নাথ, আপনার শরীর অসুস্থ, আর কোন কথা কহিবেন না, এখন নিদ্রা যান।"

"সুষমা, সুষমা, আমি তোমার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।"

"যদি আপনি কথা কহেন, তবে আমি উঠিয়া যাইব।"

"সুষমা, সুষমা"

"তবে আমি চলিলাম।"

"না, না।"

"তবে নিদ্রা যান।"

প্রমোদকিশোর অগত্যা বাধ্য হইয়া চক্ষু মুদিলেন, সুষমা পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাকে বাতাস দিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সরযূর হৃদয়।

আর সরযূ,—অভাগিনী সরযূ?—সে কখন পরের বাড়ীতে বাস করে নাই, সে কখন রাজপ্রাসাদে থাকে নাই;—সে কখন এত আদর, সমাদর পায় নাই;—ইহাতে তাহার প্রকৃত ক্লেশেই হইতেছিল; পাখীকে পিঞ্জরে বন্ধ করিয়া তাহাকে ক্ষীর ননী সর খাওয়াইলে পাখী কবে সুখী হয়?

সন্ন্যাসিনী তাহাকে উষার হস্তে সমর্পণ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন; সে সেই পর্য্যন্ত উষার নিকট; সুষমার ভালবাসায় যে মুগ্ধ হইয়াছিল, সুষমার মধুর চরিত্রে তাহার হৃদয় দ্রবীভূত হইয়াছিল, এ পর্য্যন্ত তাহাকে কেহ এত ভালবাসে নাই। যে রাগ করিবে ভাবি, সে যদি রাগ না করিয়া

তাহার পরিবর্ত্তে বড় ভালবাসে, তবে কাহার না মন তাহাতে গলিয়া যায়? সরযূর তাহাই হইল!

সুষমা তাহাকে সঙ্গে করিয়া আলয়ে আনিলেন, তাহার মলিন বেশ পরিবর্ত্তন করাইলেন, তাহার কেশ তৈল দিয়া মার্জ্জিত করিলেন। সরযূর এ সকল করিতে ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সে সুষমাকে দুঃখিত করিতে চাহে না। পাছে সুষমা দুঃখিত হন ভাবিয়া, সে কিছুতেই আপত্তি করিল না। সুষমা তাহাকে মনোমত সাজাইয়া বাড়ীর সকলকে দেখাইলেন। সত্য সত্যই সরযূ বড় সুন্দরী ছিল; সুষমা পরমাসুন্দরী হইলেও তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিতেন না; বিশেষতঃ তাহার বদনে যে মলিনতার ছায়া ভাসিয়া বেড়াইত, তাহাতে তাহাকে আরও সুন্দর দেখাইত।

যখন সে শুনিল যে প্রমোদকিশোর বারেন্দ্রে আসিয়াছেন, তখন সহসা তাহার হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল; যখন সে শুনিল প্রমোদকিশোর প্রাসাদে আসিয়াছেন, তখন সে অস্থির হইল। সুষমা তাহাকে আবার সাজাইতে আসিলেন, এবার সে তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিল না। সে কিছুতেই বেশবিন্যাসে সম্মতা হইল না। সুষমা যখন তাহাকে বলিলেন যে, তাহার প্রমোদকিশোরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবেই হইবে, তখন সে "না" বলিল; কিছুতেই সে ইহাতে সম্মত হইল না। সুষমা দেখিলেন, সে অতিশয় অস্থির হইয়াছে; পাখীকে নূতন পিঞ্জরে বদ্ধ করিলেও সে বোধ হয় এত অস্থির হয় না। যদি সুবিধা পাইত, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই তথা হইতে পলাইত। সুষমা বুঝিলেন; আহারাদির পর তিনি যখন স্বামী-সন্দর্শনে যাইতেছিলেন, তখন কৌশল করিয়া তাহাকে এক গৃহে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া গেলেন।

যখন সুষমা আসিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গেলেন, তখন তাহার জ্ঞান প্রায় ছিল না; তৎপরে প্রমোদকিশোরকে চক্ষুরুন্মীলন করিতে

দেখিয়া তাহার সংজ্ঞা হইল, সে ছুটিয়া তথা হইতে পলাইল। সুষমা জানিতেন, সে পলাইতে পারিবে না, কারণ চারিদিক বন্ধ। হায়, হায়, কেহ তাহাকে ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে সে একবার কাননে ছুটিয়া তাহার হৃদয় শীতল করে।

প্রমোদকিশোর তাঁহার উষা পাইয়া, দুঃখিনী ভিখারিণী সরযূকে প্রায় ভুলিয়াছিলেন, তবে একবারে ভুলেন নাই। সুষমার অনুরোধ, কতক নিজের ইচ্ছাবশতঃও তিনি সরযূকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তিনি পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার পূর্ব্বে, একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু এ বিষয়ের জন্য তাঁহার বিশেষ যত্ন করিতে হইল না। সুষমা নিজেই ইহার আয়োজন করিতে-ছিলেন; যখন তিনি দেখিলেন, সরযূ কিছুতেই প্রমোদকিশোরর সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মতা নয়, তখন যাহাতে তাঁহাদের দুইজনের গোপনে সাক্ষাৎ হয়, তিনি তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে বড় কঠিন কার্য হইল না। দুই প্রহরের সময় সরযূ প্রাসাদ-পশ্চাতস্থ উদ্যানের মধ্যে একটী লতামণ্ডপে বসিয়া একমনে কি ভাবিতেছিল; সে জানিত, কেহ নিকটে নাই, কেহ তাহাকে দেখিতেছে না; কিন্তু সুষমা তাহাকে দেখিতেছিলেন। এক মুহূর্ত্তের জন্যও সুষমার দৃষ্টি তাহার উপর হইতে অপসৃত হইত না। সুষমা প্রাসাদে আসিয়া কৌশল করিয়া প্রমোদকিশোরকে উদ্যানে পাঠাইলেন।

দুই প্রহর; গভীর নিস্তব্ধতা চারিদিকে রাজত্ব করিতেছে; কদাচিৎ দুই একটি পাখী ডাকিতেছে; রৌদ্রের প্রচণ্ড উত্তাপে সমস্ত জগৎ যেন উৎপীড়িত হইয়া ছায়া অনুসন্ধান করিতেছে; আর সরযূ লতামণ্ডপে বসিয়া কি ভাবিতেছে সহসা সে চমকিত হইয়া মস্তক তুলিল, দেখিল, পার্শ্বে প্রমোদকিশোর। তাহার সমস্ত শরীর,—মস্তকের কেশ হইতে

অঙ্গুলি পর্যান্ত, সমস্তই কম্পিত হইয়া উঠিল; সে কম্পিত-কলেবরে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রমোদকিশোর জিজ্ঞাসা করিলেন, "সরযূ, এখানে একলা ব'সে কেন?"

সরযূ কোন উত্তর দিল না।

"সুষমা কোথায়?"

এবার সরযূ কথা কহিল, ধীরে ধীরে কম্পিতস্বরে কহিল, "বোধ হয় ঐ দিকে কোনখানে আছেন।"

"কি ভাবছ?"

"কই, কিছুই না।"

সরযূ মস্তক তুলিয়া প্রমোদকিশোরের দিকে চাহিল। তিনি কহিলেন, "তোমার ব্যারাম হ'য়েছিল, তোমাকে বনের মধ্যে রেখে যেতে আমার যে কত কষ্ট হ'য়েছিল, তাহা কেমন ক'রে ব'লব। তারা যে কত কষ্টে আমাকে ধ'রে রেখেছিল, তাহা তারাই জানে।"

সরযূ নীরবে শুনিতে লাগিল।

"তোমার এখন আর কোন অসুখ নাই?"

"না।"

"সুষমা তোমাকে যত্ন করিয়াছিল তো? এখন এইখানে তোমার কোন কষ্ট হ'চ্ছে না তো?"

"না।"

প্রমোদকিশোর সরযূর হাত ধরিলেন, বলিলেন, "সরযূ! এতদিন পরে অনেক বিপদাপদ হ'তে উদ্ধার হ'য়ে এসে, বোধ হয় এখন সুখী হইতে পারিব, বোধ হয় রাজ্যও পাইব। সরযূ! সুষমা তোমার সঙ্গে আমার বিবাহের আয়োজন করিতেছে; পিতার সম্মতি পাইলেই—ও কি?"

"না।'

"কেন? তোমার কি বিবাহে ইচ্ছা নাই?"

"না।"

"সে কি সরযূ?"

"না।"

"কেন?"

"না।"

প্রমোদকিশোর বহুক্ষণ নীরবে সরযূর দিকে চাহিয়া রহিলেন, তৎপরে বলিলেন, "কেন সরযূ? আমাকে কষ্ট দিবে কেন?"

"তিনি আমায় বড় ভালবাসেন।"

"তাতে কি! তিনিই তো তোমার বিবাহ দিতেছেন। তুমি অমত করিতেছ কেন? আমাকে কষ্ট দিলে কি তোমার সুখ হইবে?"

সরযূর চক্ষু জলে পূর্ণ হইয়া আসিল, সে কাতরস্বরে কহিল, "আমায় ক্ষমা করুন, আমি তাঁহাকে কখন কষ্ট দিতে পারিব না।"

"তাহার কষ্ট হইবে কেন? সেই তো বিবাহ দিতেছে।"

"আমায় ক্ষমা করুন।"

প্রমোদকিশোর আদর করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছিলেন, সরযূ সবলে তাঁহার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া লতামণ্ডপ হইতে পলাইল। বিদেশে পরের বাটীতে, তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করা উচিত নহে বিবেচনা করিয়া, তিনি ধীরে ধীরে অন্য দিকে চলিয়া গেলেন।

উদ্যানের মধ্যে সরযূ হরিণীর ন্যায় ছুটিতেছিল; সহসা সে কে একজনের উপর যাইয়া পড়িল। তখন সে স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান হইল, মস্তক তুলিয়া দেখিল, তিনি কুমার সুশীলসুন্দর।

সুশীলসুন্দর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি?" সরযূ কোন উত্তর দিতে পারিল না; তিনি কহিলেন, "আপনি কাঁদ্চেন?"

"না।"

"হ্যাঁ, আপনি কাঁদ্‌চেন, কি হ'য়েছে?"

"কিছু নয়।"

"কিছু নয়? সে কি? কেন, কি হ'য়েছে?"

"রাজকুমার! তাঁকে ব'ল্‌বেন, আমি বিবাহ করিব না, বিবাহ করিতে পারিব না।"

এই বলিয়া সরযূ উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া পলাইল। সুশীলসুন্দর বহুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া, যখন সে দৃষ্টির বহির্ভূত হইল, তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, ধীরে ধীরে তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পিতা মাতার সহিত সাক্ষাৎ।

চন্দনপুরে আসিয়া প্রমোদকিশোর বহুদিবস পরে পিতামাতার চরণধূলি লইলেন। সে দিবস পূর্ব্ববৃত্তান্ত বলিতে সমস্ত দিন কাটিয়া গেল।

উষা আর কেহ নহে, তাঁহারই পুত্রবধূ, শুনিয়া, রাজা প্রথম বিশ্বাস করিতে চাহেন না; পরে বিশ্বাস করিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলেন। তৎপরে সরযূর কথা উঠিল; রাজা কহিলেন, "তাহার সহিত তোমার বিবাহ

দিবার জন্য উষা আমাকে অঙ্গীকার করাইয়াছে, তোমায় তাকে বিবাহ করিতে হইবে; লোকে কত কথা বলিবে, কি করিব?" প্রমোদকিশোর কোন উত্তর দিলেন না।

তখন রাজ্যের কথা উঠিল; রাজা কহিলেন, "তোমরা সকলেই যখন আমাকে বলিতেছ, তখন আর আমি কি করিব? আকবর বাদসাহের অধীনতা স্বীকার করিতে স্বীকৃত হইলাম, কিন্তু প্রমোদ, আর আমি রাজ্য-শাসন করিব না, তুমিই রাজা হইবে।" প্রমোদ কোন উত্তর দিলেন না। রাজা কহিলেন, "চল, সুশীলসুন্দর এসেছ, বারেন্দ্রে যাওয়া যাক্,—তার পর বেহাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে না হয় রাজা টোডরমল্লের নিকট যাওয়া যাইবে।"

"তাহাই হইবে।"

সুশীলসুন্দর কহিলেন, "তবে আর বিলম্বে কাজ নাই, চলুন।"

তখন তাঁহারা সকলে বারেন্দ্রের দিকে চলিলেন। পথিমধ্যে বারেন্দ্রাধি-পতির সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি রাজারাণীকে লইবার জন্য আসিতে-ছিলেন। দুই বৈবাহিকের পূর্ব্ব-মনান্তর অন্তর্হিত হইল, দুইজনে আলিঙ্গন করিয়া, এক হস্তিপৃষ্ঠে চলিলেন।

সকলে মহাসমারোহে নগরে প্রবিষ্ট হইলেন, পথের দুই পার্শ্বে অসংখ্য লোক দাঁড়াইয়াছে, তাহারা সকলে আনন্দে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

দুই দিবস কেবল আনন্দ উৎসবে কাটিয়া গেল। তৎপরে তাঁহারা স্থির করিলেন, সকলে একত্রে রাজা টোডরমল্লের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই-বেন; তথা হইতে রাজারাণী কাশী যাইবেন, অপর সকলে ফিরিয়া আসিবেন।

সরযূর সহিত প্রমোদকিশোরের বিবাহ দেওয়া স্থির হইল, বিবাহে

কাহারও অমত নাই, কেবল বারেন্দ্রাধিপতির ; তিনি কিছুতেই এ বিবাহে সম্মত নন। অবশেষে সুশীলসুন্দর ও সুষমার অনুনয় বিনয়ে তিনিও সম্মত হইলেন। কিন্তু,—সম্মতা নহে—সরযূ।

সুষমা তাহার কোন কথা শুনিতে চান না, তিনি প্রমোদকিশোরের সহিত তাহার বিবাহ দিবেনই দিবেন। সরযূর ভাব দেখিয়া তিনি সরযূকে একরূপ বন্দীভাবে রাখিয়াছিলেন।

সরযূ পিঞ্জরে আবদ্ধা, নতুবা সে উড়িত ; সে বনের পাখী বনে যাইত।

টোডরমল্লের সহিত সাক্ষাতের পর বিবাহ হইবার কথা পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছিল, কিন্তু সুষমা তাহা শুনিলেন না ; তিনি অনতিবিলম্বে সরযূর বিবাহ দিতে চাহেন।

সুষমাই জিতিলেন, সরযূ হারিল। সরযূর অনিচ্ছাসত্বে, বারণসত্বে, অনুনয়-বিনয়, কাকুতি-মিনতি সত্বেও, তাহার বিবাহের দিন স্থির হইল, বিবাহের আয়োজনও আরম্ভ হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সরযূর বিবাহ।

বারেন্দ্রের রাজধানী আনন্দে ভাসিতেছে, রাজবাড়ীর প্রতি সিংহদ্বারের উপর হইতে বাদ্যোদ্যম উত্থিত হইতেছে ; রাজবাটী উৎসববেশে হাসিতেছে ; আজ সরযূর বিবাহ।

বারেন্দ্রাধিপতি যখন যে কার্য্য করিতেন, তখন সেই কার্য্যে একেবারে মাতিয়া যাইতেন। তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, সরযূ তাঁহার কন্যা নহে,—তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, তিনি নিজ কন্যার গলায় সতিনী-হার গাঁথিয়া দিতেছেন। যাহার সতিনী হইতেছে, সে যখন আনন্দে উন্মত্তা, তখন অপরে আনন্দে মাতিবে না কেন?

রাজা নিজ কন্যার বিবাহে যেরূপ উৎসব করিতেন, সরযূর বিবাহেও সেইরূপ করিতেছেন। তিনি স্বয়ং কন্যা-কর্ত্তা, তাঁহার বাটী, কন্যার বাটী। রাজার অন্য এক প্রাসাদে প্রমোদকিশোর পিতামাতার সহিত বাস করিতেছেন।

সন্ধ্যা-লগ্নে বিবাহ। বারেন্দ্রাধিপতি যেরূপ আড়ম্বর করিয়াছিলেন, বিক্রমপুরাধিপতি সেরূপ করেন নাই। নিতান্ত আড়ম্বরশূন্য ভাবে প্রমোদ-কিশোর বিবাহ করিতে আসিলেন।

আর সরযূ? সে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিল, কিন্তু সুষমা তাহার কোন কথা শুনিতে চাহেন না, তিনি তাহাকে কখন তিরস্কার করেন, কখন আদর করেন, কখন বলপ্রয়োগ করেন। সরযূ অবশেষে অনন্যোপায় দেখিয়া হতাশ হইল, তখন সে সুষমার হস্তে আত্মোৎসর্গ করিল; সুষমা তাহাকে সাজা-ইতে বসিলেন।

বিবাহ-সভায় বর আসিলেন, কন্যা আসিল, স্ত্রী-আচার হইয়া গেল; বারেন্দ্রাধিপতি কন্যাদান করিতে বসিলেন। বিবাহ আরম্ভ হইল। চারিদিকে লোক দণ্ডায়মান হইয়া বিবাহ দেখিতে লাগিল।

মন্ত্র-পাঠ করিতে যখন কন্যার পিতার নাম আবশ্যক হইল, তখন পুরোহিত মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কন্যার পিতার নাম?" হায়, সরযূ তো তাহার পিতার নাম জানে না; কেহই তো তাহা জানে না! বারেন্দ্রাধিপতি মস্তক তুলিয়া চারিদিকে চাহিলেন, অবশেষে সুশীলসুন্দরের দিকে

চাহিলেন। পুরোহিত আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কন্যার পিতার নাম ?" কে পশ্চাতস্থ জনতার মধ্য হইতে বলিল, "রাজা অনঙ্গমল্ল।"

সমস্ত লোক তৎক্ষণাৎ সেইদিকে ফিরিল; দেখিল একজন পক্ক-কেশ রাজপুত-যোদ্ধা। বারন্দ্রাধিপতি আসন ত্যাগ করিয়া লম্ফ দিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "মহারাজ, আপনি!" রাজপুত-যোদ্ধা কহিলেন, "হাঁ সখা, আমায় কি আসিতে নাই ? আমার কার্য্য তোমাকে করিতে দিব কেন ?"

"সুশীলসুন্দর, যাও, এখনি তোপধ্বনি করিতে বল, বাদ্য বাজাইতে বল, নগরে প্রচার করিয়া দেও, রাজা টোডরমল্ল বারন্দ্রে আসিয়াছেন। মহারাজ, আমার বাটী আজ পবিত্র হইল। আসন লইয়া আইস, কেহ এইখানে—না না—আমার সিংহাসন লইয়া আইস।"

"সখা, ব্যস্ত হইও না, স্থির হও।"

বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা দিল্লীশ্বরের প্রধান সেনাপতি রাজা টোডরমল্ল উপস্থিত; চারিদিকস্থ লোকসকল সরিয়া দাঁড়াইয়া ব্যাকুলভাবে তাঁহার দিকে চাহিতে লাগিল।

তখন বাহিরে বাদ্যোদ্যম আরম্ভ হইল, দূরে তোপধ্বনি হইল, বারন্দ্রাধিপতির সৈন্যগণ রাজা টোডরমল্লের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

তখন বিক্রমপুরের বৃদ্ধ রাজা, প্রমোদকিশোর ও সুশীলসুন্দর, রাজা টোডরমল্লকে অভিবাদন করিলেন। রাজা বলিলেন, "সখা, তুমি যাহাকে প্রমোদকিশোরের হস্তে দান করিতে যাইতেছ, বিক্রমপুরাধিপতি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া যাহার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতেছেন, সে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী;—আমার ছোট ভাইয়ের একমাত্র কন্যা। তাহাই আমি তাহাকে দান করিতে আসিয়াছি, ভ্রাতার অনুপস্থিতে কন্যা দান করা আমারই কার্য্য।"

সরযূ কাঁপিতেছিল, সে মূর্চ্ছিত হইতেছিল, রাজা তাহাকে ধীরে ধীরে

বসাইয়া, নিজে বারেন্দ্রাধিপতির পরিত্যক্ত আসনে বসিলেন। বারেন্দ্রাধিপতি কহিলেন, "সরযূ আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রী!"

"হ্যাঁ, অন্যান্য বৃত্তান্ত পরে বলিব, এক্ষণে বিবাহ সম্পন্ন হউক, সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে।" রাজা টোডরমল্লের কথার উপর কথা কহিতে কাহার সাহস? বিবাহ আরম্ভ হইল।

এদিকে নগরে অগ্নির ন্যায় এ সম্বাদ গৃহে গৃহে প্রচারিত হইল। বিক্রমপুরের রাজকুমারের সহিত রাজা টোডরমল্লের ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ হইতেছে; নগরের সমস্ত লোক রাজবাটীর দিকে ছুটিল।

বিবাহকার্য্য শেষ হইলে রাজা কহিলেন, "আমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহে বিক্রমপুর রাজ্য যৌতুক দিলাম; আমার ভ্রাতা অনঙ্গমল্লের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী সরযূ; সে তাঁহার রাজ্য ও সমস্ত ধনসম্পত্তি পাইবে; আমি সরযূকে—" এই বলিয়া তিনি নিজ গলা হইতে এক বহুমূল্য হারকহার উন্মোচন করিয়া সরযূর গলায় পরাইয়া দিয়া বলিলেন, "সূর্য্যবংশের আদিপুরুষ হইতে এ হার আমাদের বংশে রহিয়াছে, সরযূ, এক্ষণে ইহা তোমার যত্নে রাখিও।"

হায়, সরযূ ইহার কিছুই শুনিল না, সে বসিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার সংজ্ঞা ছিল না।

সকলে রাজা টোডরমল্লের জয়ধ্বনি করিলেন।

তখন চারিদিক হইতে সকলে বিশেষ অনুরোধ করায়, রাজা টোডরমল্ল সেই স্থানেই সেই জনতার মধ্যেই বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"আমার অধিক কিছু বলিবার নাই। আমরা দুই ভাই, আমার কনিষ্ঠের নাম অনঙ্গমল্ল। আমি বাদসাহের সৈন্যে কার্য্য গ্রহণ করিলে, অনঙ্গমল্লই আমাদিগের পৈতৃক রাজ্য শাসন করিত; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার সন্তান হইয়া মরিয়া যাইতে আরম্ভ হয়, এইরূপে সংসারে ক্রমে বৈরাগ্য উপস্থিত

হইল ; সে সংসার ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিল। বধূমাতা অন্তঃসত্ত্বা হইলে, সেবারকার সন্তান বিশ্বেশ্বরকে দিবার মনন করিয়া তাহারা কাশীযাত্রা করিল ; তথায় তাহার একটী কন্যা হইল। যে রাত্রে কন্যা হইল, সেই রাত্রেই সেই কন্যার হস্তে একটী ক্ষুদ্র মাদুলীতে একখানি ক্ষুদ্র কাগজে "রাজা অনঙ্গমল্লের কন্যা" লিখিয়া, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের দ্বারে তাহাকে রাখিয়া আসিল ! তৎপরে সেই দিনই তাহারা উভয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, আমাকে এক পত্র লিখিয়া কোথায় চলিয়া গেল। দশ বৎসর আমি তাহাদের অনেক অনুসন্ধানেও কোন সম্বাদ পাইলাম না, তাহাদের কন্যারও কোন সম্বাদ পাইলাম না। এই দশ বৎসর অনঙ্গমল্ল সস্ত্রীক তপ ও ধ্যানে যাপন করিয়া, দুইজনেই সিদ্ধ হইল ; এখন অনঙ্গমল্ল দেবানন্দ স্বামী ; আর তাহার স্ত্রী সুজলা সন্ন্যাসিনী। সে সন্ন্যাসিনীকে আপনারা সকলেই দেখিয়াছেন। তীর্থ-ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা দুইজনে কয়েক মাস হইল এদেশে আসিয়াছিলেন, ঘটনাক্রমে তাঁহাদের সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাৎ হইল ; তোমাদের অনেক কার্য্যও সন্ন্যাসিনী করিয়াছেন। তিনি সরযূকে দেখিলেন ; দেখিয়া তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তৎপরে তিনি মাদুলীর ভিতর হইতে কাগজ বাহির করিয়া দেখিয়া, নিজ সন্দেহ দূর করিলেন। তখন তিনি তাহাকে ঢাকা হইতে আনিয়া আপনার কন্যার নিকট রাখিয়া, এখান হইতে চলিয়া গিয়া স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তাঁহাকে সকল কথা বলিলেন ; তিনি আর মায়ায় মুগ্ধ হইতে চাহেন না ; অবশেষে অনেক অনুনয় বিনয়ে আমার সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করিলেন। দশ বৎসর পরে আমি প্রথম তাঁহাদের বাঁচিয়া থাকিবার চিহ্ন সুশীলসুন্দরের নিকট পাই। তৎপরে দশ বৎসর পরে অনঙ্গমল্লের সহিত সেই প্রথম আমার সাক্ষাৎ হইল। অনঙ্গমল্ল সকল কথা বলিলে, আমি সরযূর সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম; তাহার সহিত

প্রমোদকিশোরের যাহাতে বিবাহ হয়, তাহারও চেষ্টা করিতে অঙ্গীকার করিলাম। তিনি চলিয়া গেলেন। আমি এইদিকে যাত্রা করিলাম। পথে আসিয়া শুনিলাম, প্রমোদকিশোর এখানে আছেন; এখানে আসিলাম; এখানে আসিয়া শুনিলাম, তাঁহার বিবাহ! তাহাই একাকী দেখিতে আসিলাম।”

অবশেষে বারেন্দ্রাধিপতি কহিলেন, “সরযূ, এতদিন কোথায় ছিল ?”

“যখন অনঙ্গমল্ল, কন্যাকে বিশ্বেশ্বরের দ্বারে ত্যাগ করিয়া যান, তখন কামিখ্যাবাসী গদাধর ঠাকুর নামক একজন সেবাইত মন্দিরের নিকট ছিলেন। তিন শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া নিকটে আসিয়া দেখেন, একটী সদ্যপ্রসূত শিশু; তিনি যত্ন করিয়া শিশুকে কুড়াইয়া লইয়া গেলেন;—তাঁহাদের সঙ্গে সরযূ কামিখ্যায় আসিল; তৎপরে বরাবরই তথায় ছিল।”

সে দিবস বারেন্দ্রাধিপতির প্রাসাদে যেরূপ আনন্দ উৎসব হইয়াছিল, তাহা আমরা বর্ণন করিব না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পাখী উড়িল।

আজ বারন্দ্রে মহোৎসব। রাজা টোডরমল্ল আসিয়াছেন, তাঁহার কিসে উপযুক্ত সমাদর হইবে, বারন্দ্রাধিপতি স্থির করিতে না পারিয়া নৃত্য-গীত, বাদ্য-বাজি ইত্যাদি নানাপ্রকার আয়োজন করিতে লাগিলেন। রাত্রে সমস্ত নগর আলোকমালায় সজ্জিত হইল। সে দিবস মহা সমারোহে ও আনন্দে কাটিয়া গেল। পরদিবস সরযূর ফুলসজ্জা।

যে বাটীতে প্রমোদকিশোর বাস করিতেছিলেন, সুষমা বৈকালে তথায় আসিয়া মনের সাধে সরযূকে ফুলে সাজাইলেন। সরযূ এখন আর কোনই আপত্তি করে না, সে যে কোন জীবন্ত জীব, তাহার চিহ্ন আর তাহাতে নাই; সুষমা তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না। তিনি মনের সাধে ফুলের ভূষায় তাহাকে সাজাইলেন; তাহার মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত ফুলে শোভিত হইল; কিন্তু যাহার আনন্দ, তাহার আনন্দ নাই।

রাত্রে কয়জনে ধরিয়া সরযূকে পর্য্যঙ্কে লইয়া বসাইলেন, তৎপরে তাঁহারা একে একে চলিয়া গেলেন; তখন সরযূ ধীরে ধীরে শয়ন করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রমোদকিশোর প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বার রুদ্ধ করত ধীরে ধীরে পর্য্যঙ্কে আসিয়া বসিলেন।

উভয়েই নীরব, অবশেষে প্রমোদকিশোরই কথা কহিলেন, বলিলেন, "সরযূ! তোমার কি অসুখ ক'রেছে?"

"না।"

"তবে মুখ এত শুকিয়ে গিয়েছে কেন? সরযূ, তুমি কি কাঁদ্‌ছিলে?"

"না।"

প্রমোদকিশোর সরযূর হাত ধরিলেন, বলিলেন, "সরযূ, একটী কথা সত্য বলিবে? তোমার কি এ বিবাহে যথার্থই ইচ্ছা ছিল না?"

সরযূ আর থাকিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। প্রমোদকিশোর তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিলেন; সরযূ প্রথম 'না' বলিল, তৎপরে প্রতিবন্ধক দিল, অবশেষে তাঁহার হৃদয়ে মুখ লুকাইল। প্রমোদকিশোর কহিলেন, "সরযূ, কাঁদ কেন?"

সরযূর এতদিন পরে মুখ ফুটিল, বলিল, "আপনি আমায় কেন বিবাহ করিলেন? যে আমাকে এত ভালবাসে, আমি কেমন করিয়া তার পথের কণ্টক হইব? আপনি আমায় কেন বিবাহ করিলেন?"

"সরযূ, তুমি তাহাকে চিন না, সে কোন কষ্টই পাবে না।"

"না, না,—তুমি আমায় ভালবাস, এই জেনেই আমার প্রাণ শীতল হয়, এই জেনেই তো আমার প্রাণ শীতল হ'য়েছিল; আমি তো কখন তোমায় আশা করি নাই।"

"সরযূ, আজ আনন্দের দিনে আমায় কাঁদাইও না।"

"না, না, না।"

"সরযূ আমাকে কাঁদাইবে?"

সরযূ, প্রমোদকিশোরের হৃদয়ে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রমোদকিশোর ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "সরযূ, সরযূ! স্থির হও।"

কাঁদিয়া কাঁদিয়া অবশেষে সরযূ স্থির হইল। তখন প্রমোদকিশোর

তাহার হৃদয়ে আনন্দ উৎপাদিত করিবার জন্য কত শত উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। অবশেষে সরযূ একটু হাসিল।

তখন দুইজনের কত কথা আরম্ভ হইল, সে কথার শেষ নাই। সেই একদিন, আর এই একদিন; একদিন নির্জ্জন পথে প্রমোদকিশোর, সরযূকে এইরূপে কত কথা বলিয়াছিলেন।

তাহার আর আনন্দের সীমা নাই, তাহার মুখে হাসি ধরে না, সে ভাবিতেছে, সে যেন আর এ পৃথিবীতে নাই। স্বর্গের নন্দনকাননে সে যেন বিচরণ করিতেছে। আর একদিনও সে এইরূপ ভাবিয়াছিল।

ক্রমে রাত্রি অধিক হইল; প্রমোদকিশোর নিদ্রিত হইলেন। তখন সরযূ ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল; একে একে গায়ের সমস্ত ফুলভূষা সকল খুলিয়া ফেলিল। বহুক্ষণ অনিমিষ-নয়নে প্রমোদকিশোরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; পরে ধীরে ধীরে নিজ মুখ অবনত করিয়া, নিদ্রিত প্রমোদকিশোরের ওষ্ঠ চুম্বন করিল।

তখন সে নিঃশব্দে শয্যা হইতে উঠিল, নিঃশব্দে প্রকোষ্ঠ হইতে বহির্গত হইল। নিঃশব্দে পা টিপিয়া টিপিয়া সে বাটীর পশ্চাতস্থ দ্বারে আসিল; নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া রাজপথে আসিল, তৎপরে ছুটিল। এতদিন পরে বনের পাখী ছাড়া পাইয়াছে; বনের পাখী বনে উড়িয়াছে।

সে নগর ত্যাগ করিয়া নিকটস্থ অরণ্যে প্রবেশ করিতেছিল,—সম্মুখে সুজলা। সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল, তৎপরে লম্ফ দিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মা মা, অভাগিনী মেয়েকে একবার কোলে নাও। আর যে আমার সহ্য হয় না।" সুজলা তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিলেন; তৎপরে বলিলেন, "চল।"

দুইজনে গভীর অরণ্যমধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

শেষ কথা।

প্রাতে উঠিয়া সকলে দেখিল সরযূ বাটীতে নাই, সরযূ বারন্দ্রে নাই। চারিদিকে লোক ছুটিল, চারিদিকে তাহারা অনুসন্ধান করিয়া কানন আলোড়িত করিয়া ফেলিল, কিন্তু সরযূর কোন চিহ্ন কোথায়ও নাই।

আনন্দ-উৎসব সহসা মেঘে ঢাকিল। রাজা টোডরমল্ল সাত দিবস পর্য্যন্ত বারন্দ্রে থাকিয়া সরযূর অনুসন্ধান করিলেন, তৎপরে তিনিও বিষন্নচিত্তে মুঙ্গের যাত্রা করিলেন।

সরযূর প্রস্থানে বারন্দ্রের আনন্দ-উৎসব বন্ধ হইল, সরযূর প্রস্থানে বারন্দ্রের সকলেই বিশেষ দুঃখিত হইলেন; তাহার পলায়নে সুষমা হৃদয়ে বড়ই আঘাত পাইলেন, প্রমোদকিশোরের মুখ হইতে হাসি অন্তর্হিত হইল, আর রামীর মা বুড়ী ?—সে সরযূর জন্য চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু সরযূ ফিরিল না; তাহার এত অনুসন্ধান হইল, তথাচ তাহাকে পাওয়া গেল না।

রাজা টোডরমল্ল, নিজ সেনাপতি ও সুবাদারদিগকে বিক্রমপুর রাজ্য ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা করিয়া, মুঙ্গের চলিয়া গেলেন।

বৃদ্ধ রাজারাণীর কাশী যাওয়া হইল না। প্রমোদকিশোর ও সুষমা তাঁহাদিগকে ছাড়িলেন না। তখন তাঁহারা সকলে নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন

করিলেন ; কিন্তু এই আনন্দ উৎসব সরযূর অভাবে সকলই নিরানন্দময় বোধ হইতে লাগিল ; সকলই কেমন শূন্য হইয়া গেল ।

বিক্রমপুরের অধিবাসিগণ তাহাদের পূর্ব্ব-রাজা আসিয়াছেন শুনিয়া, ক্রমে ক্রমে সকলে বিক্রমপুরে আসিতে লাগিলেন, ক্রমে বিক্রমপুরও আবার পূর্ব্ব-শোভা ধারণ করিল। রাজা, রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পূজা, দান, ধ্যানাদিতে মন দিলেন ; কুমার প্রমোদকিশোর রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

সুষমার আদরে ও যত্নে প্রমোদকিশোর সকল দুঃখই বিস্মৃত হইলেন। সুষমার আনন্দময় ভাবে বিক্রমপুরের প্রাসাদ দিন রাত্রি হাসিতে লাগিল। আর সেই প্রাসাদে যখন তাঁহাদিগের কন্যা লীলার বালসুলভ হাস্যধ্বনি উঠিত, তখন প্রমোদকিশোরের ও সুষমার হৃদয়ে আনন্দ-লহরী তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিত।

বারেন্দ্র হইতে তাঁহারা সকলে যাত্রা করিলে, সুশীলসুন্দরের স্বাস্থ্য ক্রমেই ভগ্ন হইয়া আসিতে লাগিল ; তাঁহার কি পীড়া, চিকিৎসকগণ বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। অবশেষে সুশীলসুন্দর দেশ-ভ্রমণের ইচ্ছা করায়, রাজা আর আপত্তি করিতে পারিলেন না; সুশীলসুন্দর দিল্লী যাত্রা করিলেন।

পাঁচ বৎসর পরে আমাদিগের ইতিহাসোল্লিখিত ব্যক্তিগণের অদৃষ্টাকাশে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। বিক্রমপুরের বৃদ্ধ রাজা কালগ্রাসে পতিত হইলেন, রাণী সহমৃতা হইলেন। বারেন্দ্রের রাজারাণী কাশীবাসী হইলেন। সুশীলসুন্দর মহারাজ উপাধি লাভ করিয়া বারেন্দ্র, রাঢ় ও চন্দ্রদ্বীপ, তিন রাজ্যের অধিপতি হইলেন। সুমন্তদেব,, পিতৃবিয়োগের পর মহা অত্যাচারী হওয়ায়, বাদসাহ

তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছেন ও তাঁহার রাজ্য সুশীলসুন্দরকে দিয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে আবার তিন বৎসর কালসাগরে গড়াইয়া গেল। সুষমা কালের অনন্ত-প্রবাহে ভাসিয়া গেলেন। তাঁহার কন্যা লীলা প্রমোদকিশোরের এক্ষণে একমাত্র ভালবাসার পাত্রী।

অবার দুই বৎসর অতীত হইল। মহারাজ সুশীলসুন্দর ভগ্নীর অনুসরণ করিলেন। তিনি বিবাহ করেন নাই; মৃত্যুর সময় তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, "আমি আমার রাজ্য সরযূকে দিয়া গেলাম। যদি তাঁহাকে পাওয়া না যায়, বা তিনি গ্রহণ করিতে অসম্মত হন, তাহা হইলে আমার রাজ্যের আয় হইতে বঙ্গদেশে প্রতি গ্রামে অন্নসত্র নির্ম্মাণ করা হইবে এবং ঐ সকল অন্নসত্রের নাম থাকিবে—

"সরযূ-নিবাস।"

আবার দশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে; লীলার বিবাহ, বিক্রমপুর আনন্দে ভাসিতেছে। নৌকা হইতে চারি জনে নদীতীরে অবতীর্ণ হইলেন; দুই জন সন্ন্যাসী,—দুই জন সন্ন্যাসিনী।

নগরের শোভা ও উৎসব-বেশ দেখিয়া এক জন কহিলেন, "পরমানন্দ স্বামী, ইহার মধ্যে জিতিল কে?"

"কাহার মধ্যে?"

"সুষমা ও সরযূর মধ্যে?"

"গুরুদেব, আমার মতে সরযূই জিতিয়াছে।"

"আমার মতে সুষমা জিতিয়াছে।"

পশ্চাৎ হইতে এক বালিকা সন্ন্যাসিনী কহিলেন, "আমার বোধ হয়, সকলের অপেক্ষা সর্ব্বেশ্বর ঠাকুর জিতিয়াছেন।"

"সরযূ, তুমিই ঠিক ব'লেছ।"